NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব দিবসই রামনবমী

মদ বিক্রির টাকায় চলে এ রাজ্যের সরকার: জিতেন্দ্র তিওয়ারি ৬

কলকাতা ১৭ এপ্রিল ২০২৪ ৪ বৈশাখ ১৪৩১ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ৩০৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.4.2024, Vol.17, Issue No. 305, 8 Pages, Price 3.00

# তপ্ত বঙ্গে প্রথম দফার ভোটের আগে রাজনীতির উত্তাপ

## বালুরঘাটের সভা থেকে শাসক তৃণমূলকে আক্রমণে প্রধানমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** প্রথম দফা ভোটের আগে ফের উত্তরবঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার দুপর আড়াইটের সময় বালুরঘাটে প্রথম জনসভা হল তাঁর। বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের হয়ে প্রচার করেন তিনি। তোপ দাগেন তৃণমূলকে। মোদি জানালেন, তৃণমূল স্থানীয় জনজাতিদের উন্নয়নে ইচ্ছা করে বাধা দিয়েছে। এর পর বিকেল ৪টে ১৫ মিনিটে রায়গঞ্জে জনসভা করেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে কার্তিক পালকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। দ্বিতীয় দফায়, ২৬ এপ্রিল ভোট বালুরঘাট এবং রায়গঞ্জে।

### সুকান্তের প্রশংসা মোদির

বাংলায় বক্তৃতা শুরু করেন মোদি। বালুরঘাটে মোদির মুখে বিদায়ী সাংসদ সুকান্তের প্রশংসা শোনা গেল। তিনি বলেন, 'গত পাঁচ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন সুকান্ত। এ বার তাই ভোটটা ওঁকেই দিন। রেকর্ড ভোটে জেতান। আর পশ্চিমবঙ্গের প্রতি ঘরে মোদির বার্তা পৌঁছে দিন।' 'ভারত মাতা কি জয়' বলে ভাষণ শেষ করেন মোদি।

### '৪ জুন ৪০০ পার'

মোদি বলেন, 'গোটা বাংলা বলছে, ৪ জুন ৪০০ পার।' ৪ জুন লোকসভা ভোটের ফল ঘোষণা। বিজেপির দাবি, চলতি লোকসভা ভোটে সারা দেশে ৪০০-র বেশি আসন পেয়ে ক্ষমতায় আসবে তারা। সেই নিয়েই স্লোগান দেন মোদি।

### তাঁতি, কৃষকদের আশ্বাস

বালুরঘাটের তাঁতি, কৃষকদের প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, তাঁতি, কৃষকদের জন্যও চিন্তা করেছে বিজেপি। ১৩ হাজার কোটি খরচ করে তাঁতি, কৃষকদের উন্নয়নের চেষ্টা চলছে। পাটচাষিদের লাভের কথা ভেবে বিজেপি 'জুট আই কেয়ার' প্রকল্প চালু করেছে। তিন লক্ষ কৃষক এই সুবিধা পাচ্ছেন।

### 'নেতাদের বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার'

রাজ্যের দুর্নীতি নিয়ে ফের একবার সরব হতে শোনা যায় তাঁকে। মোদি বলেন, 'তৃণমূল নেতাদের বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হয়। কেন্দ্রীয় বাহিনী নিজেদের কাজে গেলে, দুর্নীতিগ্রস্তদের ধরতে গেলে, বাধা দেওয়া হয়। সিএএর বিরোধিতা করছে ওরা, যা আইনি ভাবে নাগরিকত্ব দিচ্ছে শরণার্থীদের। তৃণমূলকে সাজা দিন পদ্ম বোতাম টিপে। ২৬ এপ্রিল সেই সুযোগ রয়েছে।'

### 'তৃণমূল তোলাবাজ, ভ্রষ্টাচারীর আড্ডা'

মোদি জানান, তৃণমূল তোলাবাজ, ভ্রষ্টাচারীর আড্ডা। বিজেপি কর্মীদের হত্যা করা হয় রাজ্যে। বালুরঘাটে বুথ সভাপতিকে হত্যা করা হয়েছে। সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে, সারা দেশ দেখেছে। তৃণমূল কী ভাবে সন্দেশখালিতে অপরাধীদের বাঁচানোর চেষ্টা করেছে, তা-ও দেখেছে দেশ। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগেও এ রাজ্যে দুর্নীতি হয়েছে।

### ট্রেন পরিষেবা

বালুরঘাটে কী কী ট্রেন পরিষেবা দেওয়া হয়েছে, সে কথা স্মরণ করালেন মোদি। তিনি বলেন, বালুরঘাট স্টেশনকে 'অমৃত ভারত' স্টেশন হিসাবে বিকশিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বালুরঘাট-শিয়ালদহের মধ্যে নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে। তাঁর কটাক্ষ, তৃণমূল একটা বিমানবন্দরও এখানে করতে পারেনি। কোনও চেষ্টাই নেই। তিনি জানান, তৃণমূল যত বাধাই দিক, আগামী পাঁচ বছরে বালুরঘাটে উন্নয়ন করবে বিজেপি। এটা 'মোদির গ্যারান্টি'। তিনি আরও আশ্বাস দিয়ে বলেন, বন্দে ভারতের মতো ট্রেনও চলবে বালুরঘাটে। হবে জাতীয় সড়ক। বালুরঘাটের মানুষের স্বপ্নই তাঁর স্বপ্ন। তিনি বলেন, 'আপনার স্বপ্নই আমার সঙ্কল্প। আমার প্রত্যেক মুহূর্ত দেশের নামে। ২৪ ঘণ্টা, সাত দিন ধরে ২০৪৭ সাল পর্যন্ত মোদি আপনার জন্য।'

### 'বালুরঘাটকে বঞ্চিত করেছে তৃণমূল'

মোদি বলেন, 'বালুরঘাটে জনজাতির সংখ্যা বেশি। বাম এবং তৃণমূল সরকার ইচ্ছা করে বালুরঘাটকে উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত করেছে। চিকিৎসার জন্য ভাল হাসপাতাল করতে দেয়নি। যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও করতে দেয়নি। এখানকার যুবকদের অন্য রাজ্যে কাজের জন্য যেতে হচ্ছে। গত ১০ বছরে তৃণমূলের অনেক বাধা সত্ত্বেও বিজেপি বালুরঘাট এবং বাংলার বিকাশের জন্য সব রকম চেষ্টা করেছে।'

### 'আদিবাসী কার্ড নিয়ে ক্ষুব্ধ তৃণমূল'

'জনজাতি কার্ড নিয়ে ক্ষুব্ধ তৃণমূল। ওরা ভাবছে সব সুবিধা দিচ্ছে মোদি। সব ঘরে পৌঁছচ্ছে জল। জনজাতি গৌরব দিবস পালন করছে বিজেপি। জনজাতি বাচ্চাদের জন্য স্কুল খুলেছে। এই বিজেপিই দ্রৌপদী মুর্মুকে প্রথম জনজাতি মহিলা রাষ্ট্রপতি করেছে। কিন্তু তৃণমূল জনজাতিদের বেঁধে রাখতে চাইছে। এই বালুরঘাটে তিন মহিলা বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। তৃণমূলের লোক এসে আটকে দেয়। হেনস্থা করে। এই নির্বাচন ওদের বুঝিয়ে দেবে, বাবাসাহেব আম্বেডকরের লোকতন্ত্রে দলিত, বঞ্চিত জনজাতি তৃণমূলের দাস নয়, হবেও না। জনজাতি মহিলাদের অপদস্থ করা তৃণমূল নিজেই তার শিকার হবে।'

### বিদ্যুতের বিল হবে শূন্য

প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস, সৌরবিদ্যুতের ব্যবস্থা করবে বিজেপি। বিদ্যুতের বিল হবে শূন্য। আগামী পাঁচ বছর বিনামূল্যে রেশন দেবে বিজেপি। বাংলায় মেয়েদের আইটি, শিক্ষা, পর্যটনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। বাড়ি, সিলিন্ডারের সুবিধা পাবেন দেশের সব মানুষ। এতে মঙ্গল হবে আদিবাসী মহিলাদের।

## ময়নাগুড়ি থেকে ১১ লক্ষ 'বাংলার বাড়ি'র টাকার আশ্বাস দিলেন মমতা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ডিসেম্বরের মধ্যেই ১১ লক্ষ বাংলার মানুষ নিজের বাড়ি বানানোর টাকা পাবেন। আর সেই টাকা দেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। জলপাইগুড়ির প্রচারমঞ্চ থেকে এমনই ঘোষণা করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গের ঝড়ে কয়েক সপ্তাহ আগেই ভেঙে গিয়েছে বহু ঘরবাড়ি। আশ্রয় হারিয়েছেন মানুষ। এই সমস্ত ঝড়দুর্গতকে অর্থসাহায্য দেওয়া নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে কমিশনের টানাপড়েনও চলছে। এমন পরিস্থিতিতেই এই ঘোষণা করলেন মমতা। তিনি বললেন, 'আমি কথা দিচ্ছি ১১ লক্ষ মানুষের আবাসন এই বছরেই আমরা করব।'

জলপাইগুড়িতে মিনি টর্নেডোর তাণ্ডবে লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছিল বহু এলাকা। তার মধ্যে ময়নাগুড়িও ছিল। মঙ্গলবার সেই ময়নাগুড়িতেই ভোটের প্রচারে এসেছিলেন মমতা। সেখানেই আবাস যোজনার টাকা না পাওয়া এবং ঝড়দুর্গতদের টাকা দিতে কমিশনের বাধা নিয়ে কথা বলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আপনারা জানেন, ভোট না হলে আমার কাছে এক সেকেন্ডের ব্যাপার ছিল। কিন্তু ভোট চললে আমরা অনেক কিছু করতে পারি না। কারণ, বিজেপির কমিশন বসে আছে। আমরা ওদের লিখেছিলাম বারবার। যাঁদের বাড়ি ঘর ভেঙে গিয়েছে, তাঁদের ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হোক। যাতে তাঁরা তাঁদের বাংলার বাড়ি পান। কিন্তু কমিশন বলল, 'না। যা প্রচলিত নিয়ম আছে, তাতেই হবে'।'

উল্লেখ্য, এই নিয়ম অনুযায়ী ইতিমধ্যেই ঝড় দুর্গতদের হাতে টাকা পৌঁছে গিয়েছে। কত টাকা পৌঁছেছে, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন মমতা। জানিয়েছেন, কমিশনের উল্লেখ করা নিয়মে আসলে কী আছে!

মমতার কথায়, 'ওই নিয়ম অনুযায়ী যাঁদের বাড়ি ভেঙে গিয়েছে, তাঁরা ২০ হাজার পাবেন। যাঁদের আংশিক ভেঙে গিয়েছে, তাঁরা পাঁচ হাজার পাবেন।' তবে এই অর্থে যে কারও বাড়ি বানানো সম্ভব নয়, সে কথাও বুঝিয়ে দিয়েছেন মমতা। বলেছেন, 'একটা বাড়ির উপর দিয়ে ঝড় চলে যাওয়া মানে সে বাড়ি উপড়ে ফেলার মতোই অবস্থা। আমি কথা দিচ্ছি, ১১ লক্ষ মানুষের আবাসন এই বছরেই আমরা করব। ডিসেম্বরের আগে তার টাকা রিলিজ করব। প্রথম কিস্তি। তার মধ্যে আপনাদের বাড়িগুলোও থাকবে। বাড়িটা ভাল করে তৈরি করে নেবেন।'

মমতা বলেছেন, 'ডিজাস্টারে একটা নতুন রুল আগস্ট মাসে হয়েছে। আমি দেখে নিয়েছি। তাতে ২০ হাজার যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের পরে প্রশাসন ৪০ দেবে। তার পর বিল পাশ হয়ে গেলে দ্বিতীয় কিস্তিতে আরও ৬০ হাজার পাবেন। তাই ২০ হাজার টাকা যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের কেউ বঞ্চিত হবেন না। মনে রাখবেন, যাঁদের বাড়ি সত্যিই সবটা ভেঙেছে, তাঁরা বাংলার বাড়ির জন্য টাকা পাবেন। যাঁদের আংশিক ভেঙেছে, যাঁরা কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী পাঁচ হাজার পেয়েছেন, আপনাদের বাড়ির জন্যও 'বাংলার বাড়ি'তে বরাদ্দ থাকবে।'

তবে উত্তরবঙ্গে এই ঘোষণার পাশাপাশি কিছুটা অভিমানও ঝড়ে পড়েছে মমতার কণ্ঠে। তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গের মানুষেরা, জঙ্গলমহলের মানুষেরা মাঝে মাঝেই বিজেপিকে ভোট দিয়ে দিচ্ছেন, ফলে বিজেপি টাকা বন্ধ করে দিচ্ছে। আপনারা বলুন তো, কে এখানে আগে আসত? কোন সরকার ক্ষমতায় আসার পর জঙ্গলমহল হেসেছে? কী পাননি আপনারা! সব দিয়েছি তো।'

## তাপপ্রবাহ, জরুরি বৈঠকে মুখ্যসচিব

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ভোটের উত্তাপ ছাপিয়ে মাথা তুলছে তাপমাত্রার পারদ। আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের মতো পরিস্থিতির আশঙ্কার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। এই পূর্বাভাসকে মাথায় রেখে রাজ্য সরকার সবরকম আগাম সর্তকতা মূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে। জল সংকট মোকাবিলা-সহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে মুখ্যসচিব ভগবতীপ্রসাদ গোপালিকা মঙ্গলবার নবান্নে সব জেলাশাসক ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন। যে সব গ্রামে গরম পড়লেই জলের সমস্যা দেখা দেয়, যে সব এলাকায় এখনও নলবাহিত পানীয় জল পৌঁছয়নি, সেই সব এলাকার দিকে বিশেষ নজর দিতে বলা হয়েছে এই বৈঠক থেকে। নবান্নের নির্দেশ, প্রয়োজনে পানীয় জলের গাড়ি পাঠাতে হবে সেই এলাকায়। পানীয় জলের গাড়ি পাঠানোর সমস্যা থাকলে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পানীয় জলের পাউচ প্যাকেট পর্যাপ্ত পরিমানে মজুত রাখতে হবে। এছাড়া প্রতিটি জেলার কন্ট্রোল রুমকেও সতর্ক থাকতে বলার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

## ওড়িশায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত পর্যটকদের উদ্ধারে তৎপর রাজ্য সরকার

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ওড়িশার জাজপুরে সোমবার রাতে বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে রাজ্যের ৫ পর্যটকের। আহত আরও অনেকে। এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভিনরাজ্যে বিপদে পড়া রাজ্যের বাসিন্দাদের উদ্ধারে তৎপর হয়েছে রাজ্য সরকার। তড়িঘড়ি দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুকে ওড়িশায় পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি ওড়িশা সরকারের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছে নবান্ন। মঙ্গলবার জলপাইগুড়িতে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে রাজ্যের পদক্ষেপের কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করলেন উদ্বিগ্ন পরিবারগুলিকে। জানালেন, আটকে পড়া মানুষজনকে নিরাপদে পরিবারের কাছে পৌঁছতে সাহায্য করবে রাজ্য সরকার।

সোমবার রাত ৯টা নাগাদ ওড়িশার জাজপুরে পুরী থেকে বাংলায় ফেরার পথে ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ওড়িশার জয়পুর জেলায় ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে বারাবতী সেতু থেকে নিচে পড়ে বাসটি। প্রায় ৫০ জন যাত্রী নিয়ে বাসটি কটক থেকে পূর্ব মেদিনীপুরে আসছিল বলে খবর। দুর্ঘটনার খবর পেতেই স্থানীয় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ শুরু করে। তাঁদের মধ্যে ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা সকলে পূর্ব মেদিনীপুরের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। আহতরা অনেকে হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। এই খবর পেয়েই তৎপর হন মুখ্যমন্ত্রী। এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গে রয়েছেন তিনি। তাই প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে যাবতীয় নির্দেশ দেন। দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর সঙ্গে কথা বলে তাঁকে দ্রুত ওড়িশা পৌঁছে যাওয়ার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি নবান্নের তরফেও যোগাযোগ করা হয় ওড়িশা সরকারের সঙ্গে। এদিন জলপাইগুড়িতে তৃণমূল প্রার্থী নির্মলচন্দ্র রায়ের প্রচারে গিয়ে সেই রাজ্যের সেই তৎপরতার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। বলেন, 'পুরী থেকে ফেরার সময় রাজ্যের কয়েকজন দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। আমি শুনে সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী সুজিত বসুকে সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। ও ওখান থেকে সরাসরি উদ্ধারকাজ দেখতে পারবে। যার যা প্রয়োজন, সেটা করে দিতে পারবে। রাজ্য সরকার সবসময় বিপদগ্রস্ত মানুষের পাশে আছে। এই যে উত্তরবঙ্গে এত ঝড়বৃষ্টিতে মানুষজন বিপদে পড়ল, আমি সেই থেকে টানা উত্তরবঙ্গে রয়েছি। বিজেপি কি এসব ভাবে?'

## ডায়মন্ড হারবারে প্রার্থী ঘোষণা করল বিজেপি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** অবশেষে ডায়মন্ড হারবার থেকে বিজেপির তরফ প্রার্থী করা হয়েছে অভিজিৎ দাস ওরফে ববিকে। এদিকে বঙ্গ বিজেপি সূত্রে খবর, রাজ্য বিজেপির ইলেকশন ম্যানেজমেন্টের কো-কনভেনার হিসাবে কাজ করছেন তিনি। এক সময় বিজেপির ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার সভাপতি হিসাবেও কাজ করেছেন এই অভিজিৎ দাস ওরফে ববি। আর এবার তাঁকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড় করাল স্যাফ্রন ব্রিগেড। বিজেপির দাবি, অভিজিৎ ডায়মন্ড হারবারকে হাতের তালুর মত চেনেন। ফলে তাঁর পক্ষে এই কেন্দ্রে লড়াই দেওয়া যথেষ্টই সহজ বলে মনে করছে দল। শুধু তাই নয়, একেবারে নিচুতলা থেকে সংগঠন করে এসেছেন অভিজিৎ। এই মুহূর্তে বিজেপির নির্বাচন সংক্রান্ত যে ম্যানেজমেন্ট টিম, তাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় তিনি। সূত্রে খবর, এমএসসি, এলএলবি করেছেন অভিজিৎ দাস ওরফে ববি। এক সময় আরএসএসের জেলা প্রচার প্রমুখও থেকেছেন তিনি। ২০০৯ ও ২০১৪ সালে এই ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে ভোটেও লড়েন অভিজিৎ।

## রায়গঞ্জে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিস্ফোরক মোদি

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মোদি তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশে সাহায্য করার অভিযোগ তুললেও এর পালটা যুক্তিও আছে। প্রশ্ন উঠছে, সীমান্ত রক্ষার দায় তো বিএসএফের।

রাজ্যের ভোটপ্রচারে ফের মোদির অস্ত্র রোহিঙ্গা ইস্যু। রায়গঞ্জে দাঁড়িয়ে রোহিঙ্গা অস্ত্রে আরও একবার ধর্মীয় বিভাজনের অঙ্ক উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করলেন মোদি। প্রধানমন্ত্রী বলে গেলেন, এ রাজ্যে রামনবমীর শোভাযাত্রার অনুমতি দেওয়া হয় না। এ রাজ্যে সিএএ'র বিরোধিতা করা হয়, আবার রোহিঙ্গাদের ঢুকিয়ে জনবিন্যাস বদলে দেওয়ার চেষ্টা হয়। রায়গঞ্জের সভায় মোদি বলেন, 'বাংলায় কীসের অনুমতি পাওয়া যাবে, কীসের পাওয়া যাবে না। সেটা তৃণমূলের তোলাবাজরা ঠিক করে, প্রশাসন ঠিক করে না। এখানে রামনবমীর শোভাযাত্রা করার অনুমতি পাওয়া যায় না। কিন্তু যারা রামনবমী আর দুর্গাপূজার শোভাযাত্রায় পাথর ছোঁড়ে, তাঁদের পাথর ছোঁড়ার অনুমতি আছে।' বস্তুত রামনবমীর আগে আরও একবার হিন্দুদের ধর্মীয় আবেগ উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করে গেলেন প্রধামন্ত্রী।

এদিন সংক্ষিপ্ত ভাষণের শুরু থেকেই মোদি বিভাজন অস্ত্রে খেলে গেলেন। প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'আজ বাংলার যে সব ভাইবোন বিভাজনের শিকার, দেশভাগের শিকার, তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়ার বিরোধিতা করে তৃণমূল। অথচ, বাংলাদেশি-রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের ঢুকিয়ে বাংলার জনবিন্যাস এবং আইনশৃঙ্খলা নষ্ট করার অনুমতি দিয়ে রেখেছে। এরা নিজেদের ভোটব্যাংক বাড়ানোর জন্য বাংলার ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিচ্ছে।'

## বনগাঁর রাজনীতি আবর্তিত হয় ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িকে ঘিরেই

**শুভাশিস বিশ্বাস**

বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের রাজনীতি, বিশেষ করে ভোট রাজনীতি বারবার আবর্তিত হতে দেখা গিয়েছে ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িকে কেন্দ্র করে। এককালে এই ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও সময়ের সঙ্গে সেখানেও দেখা দিয়েছে বিভাজন। এখন ঠাকুরবাড়িতে মমতাবালা ঠাকুরের গোষ্ঠী রয়েছে তৃণমূলের সমর্থনে আর শান্তনু ঠাকুরের গোষ্ঠী রয়েছে বিজেপির সমর্থনে। তবে ২০১৪-র আগে বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে রাজনৈতিক দল হিসেবে মোটেই জনপ্রিয় ছিল না বিজেপি। তবে এরপর থেকেই বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির ক্ষমতা একটু একটু করে বাড়তে শুরু করে। একইসঙ্গে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে চর্চা শুরু হওয়ার পর থেকেও গুরুত্ব বাড়তে থাকে মতুয়া ভোটব্যাঙ্কের। এরপর ২০১৯-এ শান্তনু ঠাকুরের হাত ধরেই জয় পায় বিজেপি। শুধু তাই নয়, নিজের সংসদীয় এলাকায় শান্তনু ঠাকুরের কর্মকাণ্ডও নজরে পড়ে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের। সেই কারণেই ২০২৪-এও বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ফের ভরসা রেখেছে তাঁর ওপরেই।

এদিকে, বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের ইতিহাস বলছে, ২০০৯-এর আসন পুনর্বিন্যাসে বারাসাত লোকসভা ভেঙে তৈরি হয়েছিল এই কেন্দ্র। বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে বনগাঁ উত্তর, বনগাঁ দক্ষিণ, বাগদা, গাইঘাটা, স্বরূপনগর, কল্যাণী ও হরিণঘাটা এই সাতটি বিধানসভা। এই সাত বিধানসভা বিশিষ্ট

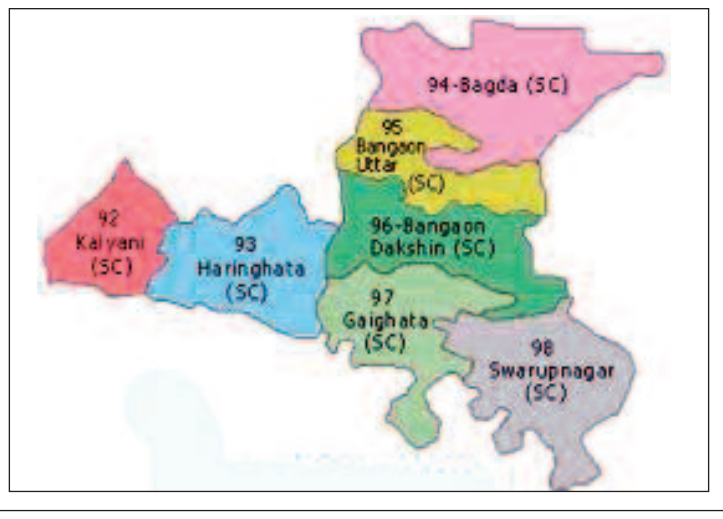


লোকসভায় রয়েছেন বিভিন্ন জাতির মানুষ। যার মধ্যে বৌদ্ধ ০.০৫ শতাংশ, খ্রিস্টান ০.৩৮ শতাংশ, জৈন ০.০৮ শতাংশ, শিখ ০.০৭ শতাংশ, তপসিলি জাতি ২৪.০৫ শতাংশ এবং তপসিলি উপজাতি ২.৬৩ শতাংশ। বনগাঁর লোকসভা ভোটের রাজনীতির সঙ্গে ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়ি জড়িয়ে যায় ২০১৪-য়। এর আগে ২০০৯ সালের লোকসভা ভোটে অবশ্য ঠাকুরবাড়ির সদস্য কাউকে প্রার্থী করা হয়নি। সেবার তৃণমূল প্রার্থী করেছিল পোড় খাওয়া অভিজ্ঞ রাজনীতিক প্রয়াত গোবিন্দচন্দ্র নস্করকে। দুঁদে গোবিন্দ নস্কর অতীতে সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের মন্ত্রিসভাতেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছিলেন।

সেই অভিজ্ঞতাকেই ২০০৯ সালের লোকসভা ভোটে বনগাঁয় ব্যবহার করে তৃণমূল। আসে সাফল্যও। ৫ লাখ ৪৬ হাজার ভোট পান তিনি। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএমের অসীম বালা পেয়েছিলেন সাড়ে চার লাখের কিছু বেশি ভোট। বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণপদ মজুমদার সেই সময় পেয়েছিলেন মাত্র ৪২ হাজার ৬১০ ভোট। এরপর ২০১৪-তে মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরকে প্রার্থী করে তৃণমূল। সাড়ে পাঁচ লাখেরও বেশি ভোট পান তিনি। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএমের দেবেশ দাস পান চার লাখের কিছু বেশি ভোট। তবে সেবারই মোদি ম্যাজিকের হাত ধরে লোকসভা নির্বাচনে বনগাঁতে মাথা তোলে বিজেপিও। ২ লাখ ৪৪ হাজার ভোট পান বনগাঁর বিজেপি প্রার্থী কে ডি বিশ্বাস।

*বিস্তারিত পৃষ্ঠা ২-এ*

# শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

## নাম-পদবী

গত ০৬/০২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৬৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Samar Pramanik S/o. Goutam Paramanik নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Mahammad Samar নামে হইয়াছি। Samar Pramanik S/o. Goutam Paramanik ও Mahammad Samar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ০৬/০২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৬৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Samar Pramanik S/o. Goutam Paramanik নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Mahammad Samar নামে হইয়াছি। Samar Pramanik S/o. Goutam Paramanik ও Mahammad Samar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ১৬/০৪/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৬৯ নং এফিডেভিট বলে Hemanta Maiti S/o. Amar Maiti ও Hemanta Maity S/o. A. Maity সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ১৫/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫১২৩ নং এফিডেভিট বলে Kumaresh Chandra Nag S/o. Prasanta Kumar Nag ও Kemaresh Ch. Nag S/o. P. Kr. Nag সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ১৫/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫১২৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Tamal Dolui ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bansidhari Dolui ও B. Dolui সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

## নাম-পদবী

গত ০৯/০৪/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪৫ নং এফিডেভিট বলে Benoy Krishna Pal S/o. Late Rajendra Nath Pal ও Binay Krishna Pal S/o. Late Rajendra Nath Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

## নাম-পদবী

গত ১৫/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৫১২৭ নং এফিডেভিট বলে Manoj Kumar Balmiki S/o. Rajesh Balmiki ও Manoj Balmiki S/o. R. Balmiki সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ১৬/০৪/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Nasrin Sultana (old name) W/o. Sk Ashadulla, D/o. Sk Jakir Hossain R/o. Jamdara, Mollapara, Jamdara, Dhaniakhali, Hooghly-712410, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Nasrin Sultana Bibi (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Nasrin Sultana ও Nasrin Sultana Bibi W/o. Sk Ashadulla, D/o. Sk Jakir Hossain উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

## নাম-পদবী

গত ১৬/০৪/২০২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী কোর্টে ২৬৫৮ নং এফিডেভিড বলে Ashis Kumar Santra, S/o, Kshudiram Santra ও Ashis Kumar Santra, S/o, K Santra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিতি হইয়াছি .

## নাম-পদবী

আমি তনুশ্রী আদক ৪/৪/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টের এফিডেভিটে তনুশ্রী আদক ও সারা খাতুন উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম এবং আমি হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলিম ধর্মগ্রহণ করলাম।

## বিজ্ঞপ্তি

**মোকাম রানাঘাটের District Delegate আদালত, রানাঘাট, নদীয়া।**

**Mise Succession Case No. 11/2022**

**দরখাস্তকারীঃ** ১) ফুলরানী সেনগুপ্তা, পিতা- মৃত পবিত্র সেনগুপ্তা, ২) সুরীত সেনগুপ্তা, পিতা- মৃত পবিত্র সেনগুপ্তা, উভয়ের সাং- খিরকী বাগান লেন, পোষ্ট ও থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, পিন নং-৭৪১২০১।

এতদ্বারা সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যায় যে, উক্ত দরখাস্তকারীগন রানাঘাট থানার অধীন কিরকী বাগান লেন নিবাসী মৃত শ্যামল সেনগুপ্তা (পিতা- মৃত পবিত্র সেনগুপ্তা) নিম্ন তপশীল বর্নিত টাকার Succession Certificate পাইবার জন্য উপরোক্ত নং দরখাস্ত করিয়াছেন। এক্ষনে উক্ত কেসে (মোকর্দ্দমা) সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির কোন রকম আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ দিবস মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

অদ্য আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত মতে দেওয়া গেল।

**The Schedule of Debt Security**

**SL. Name of the Debtor; Amount of Debt; The Instrument by which debts secured**

1) Nadia District Central Co-operative Bank Ltd. Ranaghat Branch, P.O & P.S-Ranaghat, Dist - Nadia; Rs. 10,211.00/-; Pass Book Account of Nadia District Central Co-operative Bank Ltd. Ranaghat Branch, being pass Book Account No. 11100040147-8 of deceased Shyamal Sengupta.

2) Nadia District Central Co-operative Bank Ltd. Ranaghat Branch, P.O & P.S-Ranaghat, Dist - Nadia; Rs. 80,192.00/-; Cash Certificate of Nadia District, Central Co-operative Bank Ltd. Ranaghat Branch, being cash Certificate Account No. 111005374482 of deceased Shyamal Sengupta;

3) Nadia District Central Co-operative Bank Ltd. Ranaghat Branch, P.O & P.S-Ranaghat. Dist- Nadia; Rs. 1,57,743.00/- Cash Certificate of Nadia District Central Co-operative Bank Ltd. Ranaghat Branch, being cash Certificate Account No.111001742408 of deceased Shyamal Sengupta.

**By Order of the Court**
**Madhusadan Paul**
**Sheristader**
**District Delegates**
**Ranaghat, Nadia**
**20-01-24**

## বিজ্ঞপ্তি

আমি মিঞাপাড়া নিবাসী হানিপ সেখ, পিতা- দুলু সেখ, থানা- নবদ্বীপ এলাকাধীন ২৪ নং ব্রাক্ষণপুরা মৌজার এল.আর ৫৩৯ নং দাগের এল.আর ১১৯১ ও ১১৯৭ নং খতিয়ানভুক্ত ৪.৭০ শতক জমি যাহা সাং কানাই নগর পোঃ জোয়ানিয়া ভালুকা, থানা- নবদ্বীপ জেলা- নদীয়া এলাকাবাসী প্রতিভা ঘোষ, স্বামী কাজল ঘোষ এবং সাং দেপাড়া, পোঃ নদীয়া বিষ্ণুপুর, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- নদীয়া এলাকাবাসী কুলছন বিবি স্বামী জুব্বার সেখ দিগরের নিকট হইতে প্রাপ্ত IV-116/2021 নং আমমোক্তার দলিলবলে বিক্রয় করিতেছি বা করিয়াছি। যাহা দলিল গ্রহীতা ভবিষ্যতে বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে নামপত্তন করিবে। ইহাতে কারও কোনো অভিযোগ থাকিলে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করিবেন। নতুবা আইন অনুযায়ী কার্য্য সম্পাদন হইবে।

## বিজ্ঞপ্তি

**মহামান্য ডিস্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত হুগলী, চুঁচুড়া**

**এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ৭২/২১**

**অভিজিৎ ভৌমিক**

**-বনাম-**

**মমতা নন্দী দিং**

**দরখাস্তকারীঃ - শ্রী অভিজিৎ ভৌমিক** পিতা- শ্রী অমল ভৌমিক, সাং- শীতলা পূর্ব, পোঃ- মহানাদ, থানা- পোলবা, জেলা- হুগলী, পিন নং- ৭১২১৪৯।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তপশীল ভুক্ত সম্পত্তি বিষয়ে শ্যামপ্রিয়া দাস, স্বামী- ঁদেবেন চন্দ্র দাস ওঃ দেবেন্দ্র দাস তাহার মৃত্যুর পূর্বে একটি উইল সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। উপরোক্ত দরখাস্তকারী উপরোক্ত আদালতে উক্ত উইলের প্রবেট লইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে জানাইবেন নতুবা মামলাটির আইনানুগ আদেশ হইবে।

**তপশীল**

জেলা- হুগলী, থানা- পোলবা সামিল মহানাদ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন ৩ নং জে. এল. ভুক্ত শীতলা মৌজাস্থিত হাল ৩১৩/১নং খতিয়ান ভুক্ত আর.আর.ডি. এল.ও.পি. নং- ৪৪৮, সি.এস. দাগ নং- ৫৬৯, ৫৭০ সমসাময়িক সাবেক ও হাল ৫৭০/১৪০১ নং দাগে ৮ শতক ও সাবেক ও হাল ৫৭০/১৪০২ নং দাগে ৫ শতক মোট ১৩ শতক।

**অনুমত্যানুসারে**
**শ্রী চরণ সিং**
**সেরেস্তাদার**
**ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট হুগলী,**

## শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

**উত্তর ২৪ পরগনা**
**অ্যাড কানেক্সন**
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com
**এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র**
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬
**হুগলি**
**মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,** সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
**জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,** প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯২৪৪
**নদিয়া**
**টাইপ কর্ণার,** নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩০৪৯৭৮
**রাজ টেলিকম,** অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
**সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,** শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
**অবসর,** ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
**সবিতা কমিউনিকেশন,** প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১
**পূর্ব মেদিনীপুর**
**আইনক্স অ্যাড এজেন্সি**
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
**শ্যাম কমিউনিকেশন,** দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬




## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ১৭ ই এপ্রিল। ৪ঠা বৈশাখ। বুধবার । মহানবমী তিথি। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা। বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।**

**মেষ রাশি :** অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ুন। আজ সহযোগিতা পাবেন মানুষের। এমন একজন প্রতিবেশী আছে যিনি আপনার সাহায্য করতে চায় কিন্তু আপনার বুদ্ধির ভুলে তিনি সহযোগিতার থেকে পিছিয়ে থাকছে। আজ মেশিনারি লোহা কেমিক্যাল ও ইলেকট্রিকাল কাজের মধ্য যারা আছেন তাদের ভাগ্য সহায়ে। পরিবারক দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ তৈরী হবে।

**বৃষ রাশি :** যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজকে অতীব শুভ দিন। সোনার অলংকার, রুপোর অলংকার বা কোনো ধাতুর ব্যবসা যারা করেন আজ কোনো নতুন চুক্তি সম্পাদন হবে। পরিবারে বয়স্ক মানুষকে সময় দিন লাভ প্রাপ্তি হবে। ক্রোধ আর বাবাদের দ্বারা সম্পর্ক ভাঙ্গে সম্পর্ক গর্তে গেলে মেজাজ মর্জিকে ঠান্ডা করুন। প্রেমিক যুগল আজ শুভ যোগ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজ শুভ।

**মিথুন রাশি :** তাড়াহুড়োর ফলে আজ কতটা ভুল হয়ে পরবে। আজ সচেতেই থাকুন নয়তো কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। পরিবারে তৃতীয় ব্যক্তি কারণ তর্ক বিতর্ক রান্না করা খাবার নিয়ে আজ পরিবারে মতবিরোধ। স্পষ্ট কথা বলা ভালো কিন্তু বলার আগে কয়েক সেকেণ্ড যদি ভেবে নেন তাহলে অশান্তি কম হয়। শশুর বাড়ির এক সদস্যের কারণে পরিবারে তিক্ততা বৃদ্ধি হবে।

**কর্কট রাশি :** বিবাহের ব্যাপারে যে পাকা কথা আটকে ছিল আজ তার শুভ সম্পন্ন হবে। সন্তানের নামে যে টাকা রেখেছেন আজ সেখান থেকে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। প্রবীণ নাগরিক যারা পেনশন পান তাদের অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব। যে প্রতিবেশীকে আপনি এড়িয়ে চলতেন আজ তার সহযোগিতায় পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ বা অর্থ লগ্নি ব্যবসা যারা করেন তাদের আজ অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব।

**সিংহ রাশি :** হোটেল রেস্তোরা ব্যবসা যাদের তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি। যারা জমি বাড়ি এজেন্সির কাজ করেন তাদের আটকে থাকা কাজ আজ হয়ে পরবে। পরিবারে স্বামী স্ত্রীর বন্ধন অতিব শুভ। ফোনের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্তি। ছাত্র ছাত্রী দের অতীব শুভ। চাকরির জন্য যারা আবেদন করছেন তারা আজ বহু মানুষের সহোযোগিতা পড়েন।

**কন্যা রাশি :** বীমা সংক্রান্ত কাজ বা ট্যাক্স সম্পর্কিত কাজের মধ্যে যারা রয়েছেন আজ তাদের জন্য কোনো সুখবর রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ফোন আপনাকে উৎসাহিত করবে। পরিবারে এমন একজন কেউ অথিতি আতিথেয়তা গ্রহণ করবে আপনার নৈরাশ হতাশা কেটে যাবে। প্রেমিক যুগল আজ পরস্পরকে সময় দিয়ে আনন্দের বাতাবরণ তৈরী করবেন।

**তুলা রাশি :** আপনার কোনো প্রিয় জিনিস আজ হারিয়ে যেতে পারে। সচেতন থাকুন পরিবারে সদস্যদের নিয়ে। এমন একটি ঘটনার আলোচনা হবে যা আপনি ভুল বুঝে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। অনাত্মীয় আপনার বাড়িতে আজ অতিথি হবে। ধৈর্য রাখুন নয়তো ছোট ঘটনায় বিবাদ বিতর্ক তৈরী হয়ে আপনার সম্মান হানি হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ এমন একটি ফোন আসবে যে ফোন এ আপনা মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন।

**বৃশ্চিক রাশি :** নতুন কিছু কেনা কাটা হওয়ার পরে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মনোবল আজ তুঙ্গে থাকার কারণে বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। অর্থ করির ব্যাপারে আজ লাভ প্রাপ্তির সম্ভব। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

**ধনু রাশি :** নতুন কাজের জন্য যে আবেদন করেছিলেন আজ সেখান থেকে সুখ বর পাবেন। আজ পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবীর দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। তবে সম্পতির কে কেন্দ্র করে যে দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে আপনার মাথায় সেটা কাটতে আর একটু সময় লাগবে। যে সঙ্গীকে বেছে নিচ্ছেন আগামী জীবনের জন্য জন্য তিনি আপনার বিশ্বাস ভাজন তো?

**মকর রাশি :** লোহা, তেল, কেমিক্যাল, তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যারা আছেন তাদের অতীব শুভ ফল প্রাপ্ত হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও ছোট খাটো কোনো বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। যারা মেকানিকাল কাজে তাদের অতীব শুভ যোগ।বান্ধবীর দ্বারা শশুর বাড়ির কোনো সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। তবে দলিল দস্তাবেজ গুছিয়ে রাখুন। ঋণ পরিশোধের কোনো সুযোগ আসবে।

**কুম্ভ রাশি :** আজ এই শুভ নক্ষত্র যোগে বেকার ছেলে মেয়েদের কর্ম প্রার্থীর সুযোগ আসবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র এর আপনার বুদ্ধির দ্বারা নষ্ট হবে, আজ সম্মান প্রাপ্তি হবে। শিল্পী লেখক কলাকুশলীদের আজ সৌভাগ্য যোগ। এক রাজনৈতিক নেতার দ্বারা উপকার পাবেন। প্রেমিক যুগল কথা রাখুন সম্পর্ক শুভ হবে।

**মীন রাশি :** আজ শুভ না হলেও নক্ষত্র বিচারে অশুভ যোগ নেই। আজ যদি কথা কম বলেন অন্যের কথা বেশি শোনেন তাহলে আপনার কাজটা এগিয়ে যাবে। বিদ্যার্থীরা একটু ধৈর্য ধরতে হবে। গ্রহ সনস্থান খুব ভালো নয়। আজ একটু সতর্ক থাকা ভালো পরিবারে আপনাকে ভুল বুঝে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে। আপনার নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি নিয়ে আপনি বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন।

**(সর্ব ভারতীয় রাম নবমী তিথি মুহূর্ত। আদ্যাপীঠ এ আদ্যামায়ের আবির্ভাব তিথি। দেবী মা ভুবনেশ্বরী আবির্ভাব তিথি মুহূর্ত)**

**ঘোষণা**- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

# আজ রামনবমীতে কোনওরকম অশান্তি রুখতে সতর্ক দৃষ্টি প্রশাসনের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** লোকসভা ভোটের মুখেই আজ পালিত হবে রামনবমী। রামনবমী উদযাপনকে সামনে রেখে যাতে কোনওরকম অশান্তির ঘটনা না ঘটে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে প্রশাসন। নির্বাচন কমিশনও অতিরিক্ত সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিতে চলেছে। রামনবমীতে বিজেপি রাজ্যে অশান্তি পাকাতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই রামনবমীতে যাতে কোনও অশান্তি না হয়, তা নিয়ে বাড়তি সতর্ক পুলিশ-প্রশাসন। র‌্যালি থেকে পুজো সবকিছুই যাতে সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করা যায়, তা নিয়ে নবান্নের নির্দেশে থানায় থানায় বৈঠক চলছে। অশান্তি রুখতে আগেভাগেই সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

যেখানে র‌্যালি হবে, সেখানে যেমন গোপনে সাদা পোশাকের পুলিশ থাকবে, তেমনই ড্রোন উড়িয়ে সমস্ত দিকে নজরদারি চালানো হবে। কোনওভাবেই অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না। এনিয়ে রাজনৈতিক দল থেকে রামনবমী কমিটি সকলকেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। অতীতে রামনবমী পালনকে কেন্দ্র করে অশান্তির নজিরের নিরিখে নির্বাচন কমিশনও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাকে অতি স্পর্শকাতর এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এই স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে পর্যাপ্ত পুলিশ ও আধাসেনা মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হাওড়া, উলুবেড়িয়া, পাঁচলা, হুগলি, চন্দননগর, শ্রীরামপুরে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হবে। প্রয়োজনে প্রতি যায়গায় এক কোম্পানি পর্যন্ত বাহিনী মোতায়েন করা হবে বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে ।

রাজ্যের এই উপদ্রুত এলাকা গুলিতে বিশেষ নজর রাখছে কমিশন। বিশেষত, রাম মন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এবার প্রথমবার রাম নবমী পালিত হতে চলেছে। তাই এবার এনিয়ে বাড়তি মাতামাতি থাকতে পারে। একইসঙ্গে, কোচবিহারের শীতলকুচি ও দিনহাটার ওপরেও নজর রয়েছে কমিশনের। ২০০৪ থেকে ২০২৪ এই কুড়ি বছরের ইতিহাস মাথায় রেখে কড়া নজরদারি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। এদিকে সূত্রের খবর, কোচবিহারের দিনহাটাকে ইতিমধ্যেই স্পর্শকাতর বুথ হিসেবে চিহ্নিত করেছে কমিশন। প্রতিদিনই ওই এলাকায় কিছু না কিছু ঘটনা হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে, ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দিনেই দিনহাটায় প্রবল অশান্তির সম্ভাবনা রয়েছে বলে কমিশন সূত্রের খবর। এইসব বিষয়কে মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই এদিন উত্তরবঙ্গে গিয়ে দফায় দফায় পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠক করছেন বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক অনীল কুমার শর্মা।

# মুর্শিদাবাদের নতুন ডিআইজি হলেন সৈয়দ ওয়াকার রাজা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মুর্শিদাবাদ রেঞ্জের নতুন ডিআইজি হলেন সৈয়দ ওয়াকার রাজা। তিনি কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার ক্রাইম পদে ছিলেন। সোমবারই মুর্শিদাবাদের ডিআইজি পদ থেকে শ্রী মুকেশকে সরিয়ে দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। পরবর্তী ডিআইজি মুর্শিদাবাদ রেঞ্জ পদের জন্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মত রাজ্য সরকার ৩ আইপিএস আধিকারিকের নাম পাঠায়। এরা হলেন ওয়াকার রাজা, রণেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এবং দেবস্মিতা দাস। কমিশন এদিন জানিয়েছে, রাজ্যের দেওয়া নামের তালিকা থেকে সৈয়দকে বেছে নেওয়া হয়েছে। বিকেল ৫টার মধ্যে কমিশনের নির্দেশকে কার্যকর করার কথা বলা হয়েছে।

যদিও মুর্শিদাবাদ ডিআইজিকে সরিয়ে দেওয়ায় কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

# বনগাঁর রাজনীতি আবর্তিত হয় ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িকে ঘিরেই

*প্রথম পাতার পর...*

অন্যদিকে, বঙ্গ রাজনীতি থেকে ধুয়ে মুছে সাফ কংগ্রেস। তাঁদের পক্ষে পড়ে ৫০ হাজারেরও কম ভোট। ২০১৫ সালের উপনির্বাচন কিন্তু কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর সাংসদ থাকাকালীনই প্রয়াত হন এবং ২০১৫ সালে এখানে আবার লোকসভা উপনির্বাচন হয়। এবার তৃণমূল ফের বেছে নেয় ঠাকুরবাড়ির মমতাবালা ঠাকুরকে। প্রায় ৫ লাখ ৪০ হাজার ভোট পান তিনি। তাঁরই নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএমের দেবেশ দাস পান ৩ লাখ ২৮ হাজার ভোট। এদিকে উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী করে ঠাকুর বাড়ির আর এক সদস্য সুব্রত ঠাকুরকে। তিনি বিজেপির প্রাপ্ত ভোট আরও বাড়িয়ে তোলেন এবং অল্পের জন্য দ্বিতীয় স্থান টিকে যায় বামেদের। বিজেপির সুব্রত ঠাকুর পেয়েছিলেন ৩ লাখ ১৪ হাজার ভোট। এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হয়, বনগাঁয় তৃণমূলের জনপ্রিয়তায় ভাগ বসাচ্ছে বিজেপি। সঙ্গে এটাও স্পষ্ট হয়, বাম ভোট যাচ্ছে রামের ভোট ব্যাংকে। এরপর ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপি প্রার্থী করে ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়ির আরও এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য শান্তনু ঠাকুরকে। একদিকে তৃণমূলের মমতাবালা ঠাকুর, অন্যদিকে, বিজেপির শান্তনু ঠাকুর। ভোটে মমতাবালা ঠাকুরকে এক লাখেরও বেশি ভোটে হারিয়ে বনগাঁয় বিজেপির প্রথম জয় আনেন শান্তনু ঠাকুর। তিনি পান ৬ লাখ ৮৭ হাজার ভোট। মমতাবালা ঠাকুর পেয়েছিলেন ৫ লাখ ৭৬ হাজার ভোট। কংগ্রেসর পর এবার ২০১৯-এ বঙ্গ রাজনীতিতে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে বামেরাও। সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট ১ লাখেরও নিচে নেমে যায়। আর কংগ্রেস পায় ২২ হাজারের কিছু বেশি ভোট। ফলে ২০১৫-র উপনির্বাচন-সহ ২০০৯ থেকে টানা তিনবার মতুয়া সম্প্রদায় প্রভাবিত যে বনগাঁ ছিল তৃণমূলের দখলে তা ২০১৯-এ চলে আসে বিজেপির দখলে। শুধু তাই নয়, ২০২১-এর নীলবাড়ির লড়াইয়ে এই লোকসভার অন্তর্গত ছ'টি বিধানসভা আসন কল্যাণী, হরিণঘাটা, বাগদা, বনগাঁ উত্তর, বনগাঁ দক্ষিণ এবং গাইঘাটায় জেতে বিজেপি। একমাত্র স্বরূপনগরে জয়ী হয় তৃণমূল। যদিও বাগদার বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস বিজেপির টিকিটে জিতেও পরে নাম লেখান তৃণমূল শিবিরে।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনেও লড়াই মূলত দ্বিমুখী। তৃণমূল বনাম বিজেপি। ২০১৯-এর পর থেকে বনগাঁ বিজেপির ঘাঁটিতে রূপান্তরিত। এবার আর মমতাবালাকে প্রার্থী করেনি তৃণমূল। সম্প্রতি মমতাবালাকে রাজ্যসভার সাংসদও করা হয়েছে তৃণমূলের তরফ থেকে। আর বিজেপির শান্তনু ঠাকুরের বিরুদ্ধে এবার তৃণমূলের বাজি বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে আসা বাগদার বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস। এখন দেখার, বনগাঁয় কতটা প্রভাব ফেলতে পারেন বিজেপি থেকে তৃণমূলে আসা বিশ্বজিৎ।



*বালি হাজরা পাড়ার ঘোষ বাড়ির অন্নপূর্ণা পুজো।*



*প্রতিবছরের মতো এবারেও রামনবমী উপলক্ষে মঙ্গলবার হাওড়ায় পদযাত্রার আয়োজন হয়েছিল। হাওড়ার সাঁকরাইলে ত্রিশূল, তরোয়াল প্রমুখ অস্ত্র সহকারে সেই পদযাত্রায় শামিল হয়েছিলেন অসংখ্য মানুষ। 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান ওঠে পদযাত্রায়।*

# তৃণমূলকে মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার দল বলে কটাক্ষ অর্জুন সিংয়ের



**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** তৃণমূল কংগ্রেসকে মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়ার দল বলে কটাক্ষ করলেন ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। মঙ্গলবার সন্ধেয় ভাটপাড়া পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচনী কার্যালয়ের উদ্বোধনে এসে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, 'আগামীদিনে বাংলার মানুষ অধিকার কেড়ে নেওয়া দলের হাত থেকে মুক্তি পাবে।' এদিন তিনি বলেন, 'মোদিজির গ্যারান্টির ওপর মানুষের বিশ্বাস আছে। মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়।' এদিন তিনি দাবি করেন, ২০১৯ সালের ১০ নম্বর ওয়ার্ড থেকে জয়ের যা মার্জিন হয়েছিল। এবার সেই মার্জিন ছাপিয়ে যাবে। নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ভাটপাড়া মণ্ডল-১ সভাপতি সুমিত চক্রবর্তী, ভাটপাড়া বিধানসভার কো-কনভেনার প্রদ্যুৎ ঘোষ, আইনজীবী উত্তম চৌধুরী, গৌতম সরকার, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, শতাব্দী রায় দে প্রমুখ। নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধনের পর তিনি কাঁকিনাড়া সুকান্তপল্লীর রক্ষাকালী মন্দিরে পুজো দেন। শক্তি মায়ের কাছে পুজো দিয়ে তিনি অসুর শক্তিনাশের প্রার্থনা করেন।

# পুরীর নীলাচল আশ্রমে দু'দিনের 'যা যা নাম দিগে যা' উৎসব

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** পুরীর নীলাচল আশ্রমে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেব নির্দেশিত 'যা যা নাম দিগে যা'' উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ১০ বৈশাখ (২৩ এপ্রিল)। আশি বছর আগে সীতারামদাস ওঙ্কারনাদেব পুরীর স্বর্গদ্বারের নিকট এক কুঠিয়ায় নাম বিলোবার আদেশের জন্য কঠোর তপস্যায় ব্রতী হন। তপস্যার কঠোরতায় সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেব কুঠিয়ায় আবির্ভূত হয়ে-বলেন, ''যা যা নাম দিগে যা''।



শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের এই আদেশ তিনি নিজে হাতে লিখেও গিয়েছেন। এই উপলক্ষে ৯ বৈশাখ ২২ এপ্রিল অনুষ্ঠানের সূচনা হবে। এদিন রাতে সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের জীবন আলেখ্য 'সীতারাম মহাসিন্ধু তীরে' মঞ্চায়িত হবে। পরিচালনা করবেন সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়। মূল অনুষ্ঠানের দিন প্রভাতী সংকীর্তন পুরীর শ্রী জগন্নাথ মন্দির প্রদক্ষিণের মধ্যে দিয়ে সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের সাধনকুঠীর লীলাস্থল এবং অন্যান্য মন্দির পরিক্রমা করে নীলাচল আশ্রমে এসে সমাপ্ত হবে। এদিন কিঙ্কর রামানুজ বিঠ্ঠল মহারাজ দীক্ষা দেবেন বলে আশ্রমের পক্ষে উত্তম দে জানিয়েছেন।

# গরমের ছুটিতে বেড়াতে বাড়তি টিকিটের চাহিদা

## চালু দূরপাল্লার একাধিক স্পেশাল ট্রেন

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মাধ্যমিক , উচ্চমাধ্যমিক ও জয়েন্ট এন্ট্রান্সের পর গরমের ছুটিতে বেড়াতে যাওয়ার প্রবণতা থাকেই। এবারও তাই। প্রবল গরম থেকে বাঁচতে, স্কুলের গরমের ছুটিতে যাত্রীরা চাইছেন পাহাড়ে যেতে। ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা মাথায় রেখেই একাধিক গ্রীষ্ম স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করল পূর্ব রেল।ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যাওয়ার জন্য উদ্দেশ্যে স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

যেমন, হাওড়া - হিসার স্পেশাল, হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি স্পেশাল , হাওড়া - রক্সোল স্পেশাল, শিয়ালদহ - জাগি রোড স্পেশাল, শিয়ালদহ - লখনউ স্পেশাল, কলকাতা - জয়নগর স্পেশাল, মালদা টাউন - নিউ দিল্লি স্পেশাল, মালদা টাউন - আনন্দ বিহার স্পেশাল, ভাগলপুর - নিউ দিল্লি স্পেশাল , আসানসোল - জয়পুর স্পেশাল এবং আসানসোল - আনন্দ বিহার স্পেশাল ট্রেন। জনপ্রিয় রুটে চালানো এই ট্রেনগুলি ইতিমধ্যেই যাত্রীসাধারণের মনে যথেষ্ট সাড়া পেয়েছে। এরমধ্যে কিছু ট্রেনে ইতিমধ্যেই সিট বুকিং এর পরিসংখ্যান ১০০ শতাংশের বেশি। যেমন হাওড়া - হিসার স্পেশালে ১৫ ই এপ্রিলে সমস্ত শ্রেণীতে গড় ১৫০ শতাংশ, হাওড়া - রক্সোল স্পেশালে ২০ শে এপ্রিলে বুকিং রয়েছে ১২৩শতাংশ।পূর্ব রেলের বাকি স্পেশাল ট্রেন গুলিতেও টিকিটের চাহিদা উর্দ্ধমুখী। এছাড়াও, অন্য রেলের ঘোষণা করা আরও বেশ কিছু গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন ছাড়ছে যেমন, হাওড়া - মাদার জং স্পেশাল, মালদা টাউন - উধনা স্পেশাল, ভাগলপুর - উধনা স্পেশাল , মালদা টাউন - বেঙ্গালুরু স্পেশাল, আসানসোল - মুম্বাই স্পেশাল।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৭ এপ্রিল ২০২৪ ৪ বৈশাখ ১৪৩১ বুধবার

# নির্মাণের রেজিস্ট্রেশনের আগে নকশা অনুমোদিত কি না দেখা হবে

## গার্ডেনরিচ কাণ্ডের জের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** গার্ডেনরিচে বহুতল ভেঙে ১৩ জনের মৃত্যুর ঘটনার পর শহরের বেআইনি নির্মাণ নিয়ে নড়েচড়ে বসল কলকাতা পুরনিগম। নজিরবিহীন পদক্ষেপ করলেন পুরনিগমের কমিশনার ধবল জৈন। ইতিমধ্যেই রাজ্যের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড কমিশনার অব স্ট্যাম্প রেভিনিউকে (আইজিআর অ্যান্ড সিএসআর) একটি চিঠিও দিয়েছেন তিনি। সেখানেই উল্লেখ করেছেন, যে কোনও বিল্ডিং, ফ্ল্যাট, দোকানের রেজিস্ট্রেশন করার আগে সেই নির্মাণটির নকশা অনুমোদিত কি না এবং নির্মাণটি বৈধ না অবৈধ, তা খতিয়ে দেখতে হবে ।

শহর জুড়ে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে বেআইনি বিল্ডিং, ফ্ল্যাট, গ্যারেজ আর কারখানা। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় সেই সমস্ত নির্মাণগুলি ইতিমধ্যেই কর মূল্যায়ন বিভাগের বিচারাধীন । সম্প্রতি গার্ডেনরিচ কাণ্ডের তদন্তে নেমে নেমে পুরনিগমের হাতে আসে একাধিক বেআইনি নির্মাণের তথ্য। সংশ্লিষ্ট এলাকার আশপাশের একাধিক বেআইনি নির্মাণের তথ্য সামনে এসেছে। এরপরই কর মূল্যায়ন বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া হয় কোনও নির্মাণ বেআইনি হলে সেই তথ্য আইটি (কর) বিভাগ মারফৎ পুরনিগমের বিল্ডিং বিভাগকে দিতে হবে। বেআইনি নির্মাণ প্রমাণিত হলে সেটির মিউটেশন বা কর মূল্যায়ন বাতিলও করা হতে পারে ।

কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, মেয়র ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বে একটি বৈঠক হয় শহরের বেআইনি নির্মাণের পরিস্থিতি নিয়ে। সেখানেই কর মূল্যায়ন বিভাগের তরফে উল্লেখ করা হয়, যে সমস্ত ফ্ল্যাট-বাড়ি, দোকান রেজিস্ট্রেশন করা হচ্ছে সেগুলির কর মূল্যায়ন না করলে আইনি জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। কারণ, সরকারের তরফে রেজিস্ট্রি হচ্ছে এবং ক্রেতা স্ট্যাম্প ডিউটি দিচ্ছেন । নিয়মানুযায়ী, সংশ্লিষ্ট বিল্ডিংয়ের নকশা অনুমোদনের আগেই রেজিস্ট্রেশন করা হয়। কিন্তু কোনও কোনও অসাধু ব্যক্তি এই নিয়ম মানছেন না। নকশা অনুমোদনের পর রেজিস্ট্রেশন করছেন। তাতেই সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাই এবার কঠোর পদক্ষেপ কলকাতা পুরনিগমের। রেজিস্ট্রেশনের আগেই যদি বিল্ডিং, ফ্ল্যাট বা দোকান বা প্রতিষ্ঠানের কাঠামো নকশা অনুমোদন আছে কিনা সেটা ও সেই অংশ বেআইনি নির্মাণ কিনা খতিয়ে দেখে নিতে হবে। তবে বেআইনি নির্মাণ অনেকটাই ঠেকানো যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যই সিসিএসসিকেও একটি চিঠি দেওয়া হয়েছে পুরমিগমের পক্ষ থেকে। পৌরমনিগমের কমিশনার সিইএসসি কর্তৃপক্ষকেও চিঠি দিয়ে বলেন, 'নতুন সংযোগ দেওয়ার আগে ওই বিল্ডিং, ফ্ল্যাট বা দোকান , প্রতিষ্ঠানের নকশা অনুমোদন আছে কি না, সেটি আইনি না বেআইনি নির্মাণ, সেটা খতিয়ে দেখে নিতে হবে। এই ক্ষেত্রে কলকাতা পুরনিগম সমস্ত তথ্য দিয়ে সাহায্য করবে সিসিএসসিকে ।'

# প্রবল গরমে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে অসুস্থ চাকরি প্রার্থীরাও

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** ১,১২৯ দিন ধরে আন্দোলন চলছে চাকরিপ্রার্থীদের। এদিকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে শুধুই মিলছে শুধুই প্রতিশ্রুতি। নিয়োগ বিশ বাঁও জলে। আক্ষরিক অর্থে ক্লান্ত তাঁরা। তবে নিজেদের হকের চাকরি নিয়ে এখনই পিছু হটতে চান না তাঁরা। ফলে রাস্তায় থেকে লড়াই চলছেই। মঙ্গলবার প্রবল গরমের মধ্যে রাস্তায় নেমেছিলেন এসএলএসটি নবম-দশমের চাকরি প্রার্থীরা। লোকসভা নির্বাচন শুরু হওয়ার আগে ভোটপ্রার্থীদের কাছে প্রশ্ন তুলে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে গান্ধিমূর্তির পাদদেশ পর্যন্ত মিছিল করেন তাঁরা।

এদিকে এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় মাথার ওপর ছিল চড়া রোদ আর প্রবল গরম। সেই গরমেই অসুস্থ হয়ে পড়েন একের পর এক চাকরি প্রার্থী।

**আক্ষরিক অর্থে ক্লান্ত তাঁরা। তবে নিজেদের হকের চাকরি নিয়ে এখনই পিছু হটতে চান না তাঁরা। ফলে রাস্তায় থেকে লড়াই চলছেই। মঙ্গলবার প্রবল গরমের মধ্যে রাস্তায় নেমেছিলেন এসএলএসটি নবম-দশমের চাকরি প্রার্থীরা। লোকসভা নির্বাচন শুরু হওয়ার আগে ভোটপ্রার্থীদের কাছে প্রশ্ন তুলে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে গান্ধিমূর্তির পাদদেশ পর্যন্ত মিছিল করেন তাঁরা।**

এদিনের এই অসুস্থ হয়ে পড়া চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন রাসমণি পাত্রও। এর আগে চাকরির দাবিতে ধর্মতলায় নিজের মাথা ন্যাড়া করেছিলেন তিনি। এরপর অসুস্থ হয়ে পড়েন বিল্ব ঘোষ ও তনয়া বিশ্বাস, শর্মিষ্ঠা দাস বারিক নামে আরও তিন চাকরিপ্রার্থী। এসএসকেএম নিয়ে যাওয়া হয় তাঁদের। এদিন দুপুরে আলিপুরের তাপমাত্রা ছিল প্রায় ৩৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কোথাও কোথাও তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রিও পার করে গিয়েছিল এদিন। সেই কারণেই অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই চাকরি প্রার্থীরা। চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, আইনি জটিলতায় নিয়োগ আটকে আছে, এ কথা সত্যি নয়। সরকার এ কথা বলে যে যুক্তি দিচ্ছে, সেটা ঠিক নয় বলেই দাবি তাঁদের।

কলকাতার কলুতলা সাধুখাঁ পরিবারের ১০০ বছরেরও বেশি পুরনো বাসন্তীপুজো। ছবি: অদিতি সাহা

# আঞ্চলিক দল বলে কিছুই থাকবে না দাবি বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** আগামীদিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূলের মতো আঞ্চলিক দল বলে কিছুই থাকবে না। মঙ্গলবার বিকেলে পদযাত্রায় যোগ দিয়ে জোরের সঙ্গে এমনটাই দাবি করলেন বিদায়ী সাংসদ তথা ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিন দলীয় প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের সমর্থনে জগদ্দলের অকল্যান্ড জুটমিলের মাঠ থেকে শুরু হয় বর্ণাঢ্য পদযাত্রা। ঘোষপাড়া রোড ধরে সেই পদযাত্রা শ্যামনগর চৌরঙ্গী মোড়। সেখান থেকে ঘোষপাড়া রোড ধরে ইছাপুর অশোকনগর মোড় পর্যন্ত গিয়ে পদযাত্রা শেষ হয়। উক্ত পদযাত্রায় পা মিলিয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, 'আগামী দিনে দেশে আঞ্চলিক দল বলে আর কিছুই থাকবে না। তাতে হাজার হাজার কোটি টাকা দেশের বাঁচবে। কোথাও উন্নয়ন থমকে থাকবে না।' অভিষেকের কপ্টারে আয়কর তল্লাশি নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'ওটা তো রুটিন চেকআপ ছিল। রাহুল গান্ধির কপ্টারেও তো তল্লাশি হয়েছে।' বিজেপি প্রার্থীর কথায়, তাঁদের গাড়িতেও তো তল্লাশি হচ্ছে। তাঁরা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নেই। তাই তাঁদের চিন্তাও নেই। এদিনের পদযাত্রায় হাজির ছিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবনকুমার সিং, বিজেপি নেতা তথা আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী, ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়াঙ্গু পান্ডে-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

# মেট্রো বিভ্রাট শোভাবাজারে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** আবার মেট্রোয় বিভ্রাট। কবি সুভাষ মুখী মেট্রোয় যান্ত্রিক গোলযোগের জেরে শোভাবাজার মেট্রো স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে মেট্রো। এদিন সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ দমদম থেকে কবি সুভাষগামী মেট্রো আসছিল। তবে শোভাবাজার মেট্রো স্টেশনে ঢুকতেই হয় বিপত্তি। দেখা দেয় গোলোযোগ। সঙ্গে-সঙ্গে মেট্রো কর্তৃপক্ষর পক্ষ থেকে যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া হয় ট্রেন থেকে। তবে সেন্ট্রাল থেকে কবি সুভাষগামী মেট্রো চলাচল করছে। অন্য দিকে, দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বরের মেট্রো চলাচলও স্বাভাবিক থাকে। এরপর বেলা ১২টা১৮ মিনিটের পর থেকে পরিষেবা আবার স্বাভাবিক হয় বলে জানা গিয়েছে।

মেট্রো রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, কবি সুভাষগামী একটি মেট্রো যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে শোভাবাজার স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে। কোচ নম্বর ৩২০১ কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা যায়। সেই কারণে মেট্রো দাঁড়িয়ে যায়। প্রায় আধ ঘণ্টার জন্য মেট্রো পরিষেবা ব্যাহত হয়। মেট্রো সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ৪৭ মিনিট পর দমদম, দক্ষিণেশ্বরে দিক থেকে মেট্রো ছাড়ে। শোভাবাজার মেট্রো স্টেশনের কাছে সংশ্লিষ্ট মেট্রোটি দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর ছুটে আসেন মেট্রো রেলের কর্মীরা। যান্ত্রিক গোলযোগ কোথায় রয়েছে যাচাই করা হয়। পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য কাজ শুরু হয়। তবে, সময় লাগার কারণে দমদম এবং কবি সুভাষের দিক থেকে আংশিক রুটে মেট্রো চালু করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

## আগুন গার্ডেনরিচ রেল হাসপাতালে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গার্ডেনরিচের রেল হাসপাতালে আগুন আতঙ্ক। সূত্রের খবর, গার্ডেনরিচের দক্ষিণ পূর্ব রেলের রেল হাসপাতালে আগুন লাগে মঙ্গলবার সকালে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত সেখান পৌঁছয় দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন। এদিকে আগুনের খবর পৌঁছতেই রোগী এবং পরিবারগুলির মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। তবে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর নেই।**

**স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকাল সাতটা নাগাদ আগুন লাগার ঘটনা ঘটে বিএনআর হাসপাতালে। তবে দমকলের দাবি, এক ঘণ্টার মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, চোখের অপারেশন যে ঘরে হয় সেখান থেকেই এদিন সকালে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়।এই ঘনাট নজরে আসতেই দ্রুত খবর দেওয়া হয় দমকলে।**

**এদিকে কর্তব্যরত আরপিএফ জওয়ানরাই মূলত রোগীদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যান। তবে কীভাবে আগুন লেগেছে তা স্পষ্ট নয়। প্রাথমিক অনুমান শর্ট সার্কিট থেকেই এই লাগার ঘটনা ঘটে গিয়েছে। ঘটনাস্থলে দমকলের সঙ্গে পৌঁছয় ওয়েস্ট পোর্ট থানার পুলিশ আধিকারিকেরাও। এদিকে আগুন লাগার প্রসঙ্গে কর্তব্যরত আরপিএফ জওয়ানরা জানান, 'আগুন লাগার পরই আমরা রোগীদের সরিয়ে ফেলি। ১০ থেকে ১৫জন রোগী ছিলেন। আমরাও চেষ্টা করছিলাম আগুন নেভানোর। তবে তা হওয়ায় দমকলকে খবর দেওয়া হয়।'**

## ব্লু-লাইনের মেট্রোয় পানীয় জলের ব্যবস্থা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রবল গরমে যাত্রীদের সুবিধা পানীয় জলের ব্যবস্থা করল মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। দক্ষিণেশ্বর থেকে ব্লু লাইনে কবি সুভাষ স্টেশন পর্যন্ত এখন ৫৬টি জায়গায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে।**

**জলের পরিশুদ্ধাতা বজায় রাখ তে রিভার্স অসমোসিস প্রযুক্তি এবং অন্যান্য বিকল্প উচ্চতর প্রযুক্তির ব্যবহারও করা হচ্ছে।**

# হোটেলের 'অতিথি'-দের তথ্য পেতে এবার পোর্টাল চালু করছে লালবাজার

## জঙ্গি ধরা পড়ার পর তৎপরতা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বেঙ্গালুরু বিস্ফোরণে অভিযুক্ত দুই আইএস জঙ্গি নিউ দিঘা থেকে ধরা পড়ার পর উঠে এসেছে অনেক তথ্য। জানা গিয়েছে, নাম ও পরিচয় ভাঁড়িয়ে তারা কলকাতায় ঘাঁটি গেড়ে ছিল অন্তত ১৩ দিন। এদিকে এই দীর্ঘ সময়ে তাঁদের সম্পর্কে কোনও তথ্যই হাতে এসে পৌঁছয়নি কলকাতা পুলিশের হাতে। আর এই 'ভুল' থেকেই শিক্ষা নিয়ে এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রযুক্তিকে এবার কাজে লাগাতে চাইছে লালবাজার। শহরের হোটেলে বা অতিথিশালায় আশ্রয় নেওয়া ব্যক্তিদের বিস্তারিত তথ্য পেতে বিশেষ পোর্টাল তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে। শুধু বেঙ্গালুরুর ঘটনায় যুক্ত এই দুই জঙ্গিই নয়, পুলিশের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, শহরের বহু হোটেল ও অতিথিশালা আন্তঃরাজ্য 'অতিথি'দের সম্পর্কে তথ্য পুলিশকে জানাচ্ছে না। প্রয়োজনীয় ফর্মও ভরছে না হোটেল কর্তৃপক্ষ। শুধু পরিচয়পত্রর কপি জমা দিয়েই হোটেলে থাকছেন ভিনরাজ্য থেকে আসা ব্যক্তিরাও। যার জেরে শহরের প্রতিটি হোটেলের অতিথিদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেতে আনা হচ্ছে এই পোর্টাল। যেখানে আন্তঃরাজ্য বা বিদেশি, প্রত্যেক অতিথিদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রাখা হবে।

তাঁদের নাম, আধার নম্বর, বিস্তারিত ঠিকানা, মোবাইল ও আরও বেশ কিছু তথ্য এবং সঙ্গে ছবি নথিভুক্ত করা হবে পোর্টালে। যাতে কোনও ব্যক্তির সম্পর্কে খোঁজ করলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তথ্য পুলিশের হাতে চলে আসে তারই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে লালবাজারের তরফ থেকে।

এদিকে বেঙ্গালুরুর ঘটনায় পুলিশি তদন্তে জানা গিয়েছে, গত ১০ থেকে ১৪ মার্চ ও ২১ থেকে ২৮ মার্চ, অন্তত এই দু'দফায় কলকাতায় ছিল দুই আইএস জঙ্গি আধুল মতিন ও মুসাভির হুসেন। ধর্মতলা, খিদিরপুর ও একবালপুর অঞ্চলের অন্তত আটটি হোটেলে ছিল তারা। কিন্তু এর মধ্যে গোটা দু'য়েক হোটেল মাত্র তাদের সম্পর্কে তথ্য পুলিশকে পাঠিয়েছিল। গত ১০ মার্চ ও ১৩ থেকে ১৪ মার্চ তারা দু'জন যে দু'টি হোটেলে ছিল, তারা তাদের পরিচয়পত্রের কপি নিয়েছিল মাত্র। এস এন ব্যানার্জি রোডের একটি হোটেলে শুধু তাদের দিয়ে ফর্ম 'এ' ভরানো হয়েছিল। মুসাভির হুসেন নামে আইএস জঙ্গি ইউশা শাহনওয়াজ ভুয়ো নামে ওই 'ফর্ম এ' ভর্তি করে। সেখানেও তারা শিলিগুড়ি থেকে পর্যটনের জন্য কলকাতায় এসেছে বলে জানায়। সেই সঙ্গে ভুয়ো আধার কার্ডের নম্বর, মহারাষ্ট্রের থানের পালঘরের ভুয়ো ঠিকানা ও ৩৫টি সিমকার্ডের মধ্যে থেকে নেওয়া একটি সিমকার্ডের নম্বরও মুসাভির লিখে দেয়। হোটেল কর্তৃপক্ষের দাবি, এই পরিচয় ভুয়ো কি না, তা তাদের কাছে যাচাই করার কোনও রাস্তা নেই। তাই বোর্ডাররা যে তথ্য দেন, সেই তথ্য তাঁরা 'এ ফর্ম'-এর মাধ্যমে পুলিশকে জানান। ওয়াটগঞ্জ বা একবালপুরের বেশিরভাগ হোটেলই পুলিশকে 'এ ফর্মে'র মাধ্যমে বোর্ডারদের তথ্য জমা দেয়নি।

# অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ধর্মীয় স্থানে সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারির ভাবনা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** গত বছরই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কিছু উত্সবকে কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল। সম্প্রতি উত্তর কলকাতাতেও অশান্তি হয়েছে। এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে এবার কলকাতা শহরের সমস্ত সংবেদনশীল এবং ধর্মীয় স্থানকে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনার জন্য থানাগুলিকে নির্দেশ দিল লালবাজার।পুলিশ সূত্রের খবর, প্রতিটি থানা এলাকার কোথায় কোথায় ওই ক্যামেরা বসানোর প্রয়োজন আছে, সম্প্রতি তাদের কাছে সেই তথ্য জানতে চেয়েছিলেন পুলিশকর্তারা। সেই মতো থানাগুলির তরফে ওই তথ্য লালবাজারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক এই তালিকায় বলা হয়েছে, ২৫০টি জায়গায় সিসি ক্যামেরা বসানো দরকার। এক পুলিশকর্তা জানান, ওই তালিকা মেনেই সংবেদনশীল এবং ধর্মীয় স্থানের চার পাশে ক্যামেরা বসানোর জন্য সংশ্লিষ্ট ডিভিশনের উপ-নগরপালদের বলা হয়েছে। থানাগুলিকে বলা হয়েছে, দ্রুত এই কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি উত্তর কলকাতার এক ধর্মীয় স্থানে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল। যার জেরে সেখানে দেখা দিয়েছিল আইনশৃঙ্খলাঘটিত সমস্যা। ওই ঘটনার তদন্তে নেমে প্রাথমিক ভাবে মুশকিল পড়তে হয়েছিল পুলিশকে। কারণ, ঘটনাস্থলের আশপাশে কোনও সিসি ক্যামেরা ছিল না। সূত্রের খবর, এর পরেই কলকাতার নগরপাল শহরের সব ধর্মীয় এবং সংবেদনশীল এলাকায় সিসি ক্যামেরার নজরদারি আছে কি না, তা জানতে চান। সেই মতো তৎপর হয় লালবাজার এবং থানাগুলির কাছে নির্দেশ পৌঁছয়।

ক্যামেরা বসানোর টাকা পরে লালবাজারের তরফে থানাগুলিকে দিয়ে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।পুলিশের দাবি, ধর্মীয় কিংবা সংবেদনশীল এলাকায় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে যাতে তার উৎসে পৌঁছনো যায়, সে জন্যই এমন সিদ্ধান্ত।

পুলিশের একটি সূত্র জানাচ্ছে, গত বছর শহরের বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে জরুরি ভিত্তিতে সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছিল। সেগুলি কী অবস্থায় রয়েছে, তা-ও খোঁজ নিয়ে দেখার জন্য থানাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রাথমিক ভাবে এর বাইরে আর কোথাও ক্যামেরার নজরদারি দরকার আছে কি না, তা জেনে নিয়ে ধর্মীয় প্রাঙ্গণ এবং আশপাশে সিসি ক্যামেরা বসাতে করতে বলা হয়েছে। এর পাশাপাশি কাল, বুধবার রামনবমীকে কেন্দ্র করে যাতে কোথাও কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, তার জন্যও সতর্ক করা হয়েছে সব থানাকে।

# নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই তদন্তে স্থগিতাদেশ দিল না হাইকোর্ট

## রাজ্যের কাছে রিপোর্ট চাইল ডিভিশন বেঞ্চ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** পাহাড়ে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই তদন্তে স্থগিতাদেশ চেয়ে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য সরকার। তবে আপাতত তাতে সম্মতি দিল না হাইকোর্ট। মঙ্গলবার এই মামলায় ডিভিশন বেঞ্চ স্থগিতাদেশের বদলে বিস্তারিত রিপোর্ট চাইল রাজ্যের কাছে। প্রধান বিচারপতির অনুপস্থিতিতে মঙ্গলবার বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চে হয় মামলার শুনানি। এদিন ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যকে প্রশ্ন করে, 'পাহাড়ে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই অনুসন্ধানে সমস্যা কোথায়?'

প্রসঙ্গত, পাহাড়ে নিয়োগ মামলায় দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। সামনে এসেছে কিছু হাই প্রোফাইল নাম। তাতে একদিকে রয়েছে জেলবন্দি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম, অন্যদিকে অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের তরুণ নেতা তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে।

পাহাড়ে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ সিবিআই অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছে। এরপরই সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যকে প্রশ্ন করে, 'পাহাড়ে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই অনুসন্ধানে সমস্যা কোথায়?' এ ব্যাপারে রাজ্যকে বিস্তারিত জানানোর নির্দেশ দেয় আদালত। আদালত সূত্রে খবর, আগামী ১৮ এপ্রিল বেলা ২ টোয় ফের এই মামলার শুনানি রয়েছে।

রাজ্যের এই পদক্ষেপকে 'তৃণমূল সরকারের বিলাসিতা' বলে কটাক্ষ করেছেন আইনজীবী তথা বামনেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'আইনি অধিকার হলেও, নীতির প্রশ্ন আছে। দুর্নীতি হয়েছে, তদন্ত হবে। জনগণের পয়সায় মামলা করে অপচয় করা হচ্ছে।'

উল্লেখ্য, সিআইডি-র হাতে একটি চিঠি আসে, তাতেই পাহাড়ে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে বেশ কিছু অভিযোগ ওঠে। সেই চিঠিতেই উঠে এসেছে শাসক দলের একাধিক নেতার নাম।

# নিয়োগ দুর্নীতিতে কোটি কোটি টাকা এসেছে কুন্তলদের কাছে

## রিপোর্ট সিবিআইয়ের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** টেট পরীক্ষা দেওয়ার পর প্রার্থীদের মধ্যে অনেকে যোগাযোগ করতেন কুন্তল ঘোষ ও তাপস মণ্ডলের সঙ্গে, এমনটাই সূত্রে খবর। সিবিআই সূত্রে খবর, বিরাট অঙ্কের টাকা দিলে তাঁদের নাম পাশ করা প্রার্থীর তালিকায় উঠে যেত। সঙ্গে ইন্টারভিউয়ের ডাক পেতেন তাঁরা। এঁদের মধ্যে চাকরি পেয়েছিলেন অনেকে। ২০১৬ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত তাপস মণ্ডল তাঁর ৮ জন এজেন্টের মাধ্যমে ১৪১ জনের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন ৪ কোটি ১২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা, আর অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষকে ৫ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন তাপস। সিবিআই-এর দাবি, প্রায় একই কায়দায় এবং একই সময়কালে কুন্তল ঘোষও তাঁর তিন জন এজেন্টের মাধ্যমে ৭১ জন চাকরি প্রার্থীর কাছ থেকে ৩ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা তুলেছিলেন। তবে কোন তালিকায় উঠত নাম তা নিয়ে সিবিআই তদন্ত করেত নেমে জানিয়েছে, এর জন্য তৈরি করা হয়েছিল এক ফেক ওয়েবসাইট। সেখানেই নাম দেখতে পেতেন প্রার্থীরা। রিপোর্টে বলা হয়েছে, তাঁদের তৈরি ভুয়ো ওয়েবসাইটটি ছিল www.wbtetresults.com। সেখানে টেটে অকৃতকার্য প্রার্থীরাও হয়ে যেতেন উত্তীর্ণ। একেবারে অবিকল আসল ওয়েবসাইটের মতোই দেখতে ছিল এই ওয়েবসাইট। অযোগ্য চাকরি প্রাপকদের ভুয়ো ইমেইল আইডি থেকে মেইল পাঠিয়ে ইন্টারভিউয়ের জন্য ডেকে পাঠানো হত বলে দাবি সিবিআই-এর। এভাবেই দিনের পর দিন চলছিল একটা চক্র। মঙ্গলবার হাইকোর্টে যে রিপোর্ট কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফ থেকে জমা দেওয়া হয় তাতে এমনটাই জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালে প্রাথমিক নিয়োগে কীভাবে দুর্নীতি হয়েছিল, তারই তদন্ত রিপোর্ট এদিন জমা পড়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চে। প্রাথমিক দুর্নীতি মামলায় মঙ্গলবার রিপোর্টের সঙ্গে পেশ করা হয়েছে চার্জশিটের কপিও।

আদালত সূত্রে খবর, নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে সিবিআই-এর হাতে কী তথ্য উঠে এসেছে, তার উল্লেখ রয়েছে রিপোর্টে। রিপোর্টে রয়েছে, অন্যতম অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষ, তাপস মণ্ডলের নাম। তাঁদের মধ্যে একটা অশুভ আঁতাত গড়ে ওঠে বলে দাবি করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। রিপোর্টে বলা হয়েছে, এরাই অবৈধভাবে চাকরি পাইয়ে দিয়ে বিপুল অর্থ সংগ্রহের একটা চক্র তৈরি করেছিল। একইসঙ্গে সিবিআইয়ের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, তাপস মণ্ডলের কয়েকজন সাব এজেন্ট ছিলেন। তাঁদের মাধ্যমে মূলত টিচার্স ট্রেনিং কলেজের মালিকদের কাছ থেকে টাকা তোলা হত। শুধু তাই নয়, প্রার্থীদের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে কুন্তল ও তাপসের পকেটে কোটি কোটি টাকা গিয়েছিল বলে দাবি করেছে সিবিআই। একইসঙ্গে সিবিআইয়ের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, ২০১৭ সালে ৭৫২ জন এমন চাকরি প্রার্থীর একটি তালিকা প্রকাশিত হয় যাঁরা কেউই টেট পাশ করেননি বলে অভিযোগ। আর এই ৭৫২ জনের মধ্যে ৩১০ জনকে চাকরিও দেয় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। অর্থাৎ টাকার সৌজন্য ফেল করলেও মিলত চাকরি, এমনই অভিযোগ উঠছে তাপস-কুন্তলদের বিরুদ্ধে।

## সম্পাদকীয়

# নিঃসঙ্গ মানুষ যদি সমাজ মাধ্যমে নিজেদের মতো করে সময় কাটাতে চান, তাতে ক্ষতি কী!

বর্তমান দিনে দেখা যায় যে, বয়স্ক মানুষরা কমবয়সিদের পাশাপাশি সমাজমাধ্যমে সমান ভাবে সক্রিয়। এই মানুষরা বেশির ভাগই বাড়ি বা ফ্ল্যাটে একা থাকেন বা স্ত্রীর সঙ্গে থাকেন। এঁদের ছেলেমেয়েরাও সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বাইরে থাকে। সুতরাং সমাজমাধ্যম এঁদের পক্ষে সময় কাটানোর একটা বড় মাধ্যম। আর এটাও নিঃসন্দেহে ঠিক যে, বয়স্ক মানুষরা বেশির ভাগই অতীতের চর্চা করে সময় কাটান। মানুষ যত বয়স্ক হয়, ফেলে আসা ছেলেবেলা তাঁকে পিছন ফিরে ডাকে। ছোটবেলার যৌথ পরিবার, ফেরিওয়ালার ডাক; এই সব স্মৃতি রোমন্থন করতে বয়স্করা ভালবাসেন। যৌথ পরিবারে পাত পেড়ে খাওয়া ছিল, সুতোয় কাটা ডিম ছিল, ইত্যাদি বিষয় সমাজমাধ্যমে খুব ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু সত্যিই কি যৌথ পরিবারের সব বিষয় খুব ভাল ছিল! বয়স্ক মানুষরা অতীত নিয়ে বিলাসিতা করলেও তাঁরা নিজেরাও জানেন যে, তাঁদের ছোটবেলা খুব একটা মসৃণ ছিল না। আগেকার দিনের মানুষরা খুব ভাল ছিল, এখন সবই খুব খারাপ হয়ে গেছে; বয়স্ক মানুষদের এটাও একটা আলোচনার বিষয়বস্তু। কিন্তু আগেকার দিনের মানুষরাও যে কত স্বার্থপর ও ক্ষতিকর ছিল, তা আমরা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পল্লীসমাজ পড়লেই জানতে পারি। এখনকার দিনে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যোগাযোগ কমে গেলেও একটা বৃহত্তর সমাজ মানুষের সামনে খুলে গেছে। বয়স্ক মানুষরা যদিও বর্তমান প্রজন্মের সমালোচনা করেন এই বলে যে, বর্তমান প্রজন্ম মোবাইলে মোহগ্রস্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু তাঁরা নিজেরাও আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে নিজেদের একটা জগৎ গড়ে তুলেছেন। তাঁরা নিজেদের স্কুলের বন্ধুদের নিয়ে গ্রুপ খুলে বা অন্য গ্রুপে যোগদান করে নিয়মিত সাহিত্য চর্চা করেন, কবিতা বলেন, বেড়াতে যান। মোবাইল ফোন এখন শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বিনোদনেরও একটা প্রধান মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু নিঃসঙ্গ মানুষ যদি এর সাহায্য নিয়ে নিজেদের মতো করে সময় কাটাতে চান, তাতে ক্ষতি কী! বরং ছেলেমেয়েরা এ কথা ভেবে অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারে যে, বাবা-মা নিজেদের মতো করে তাঁদের অবসর জীবন উপভোগ করছেন।

## জন্মদিন

### আজকের দিন

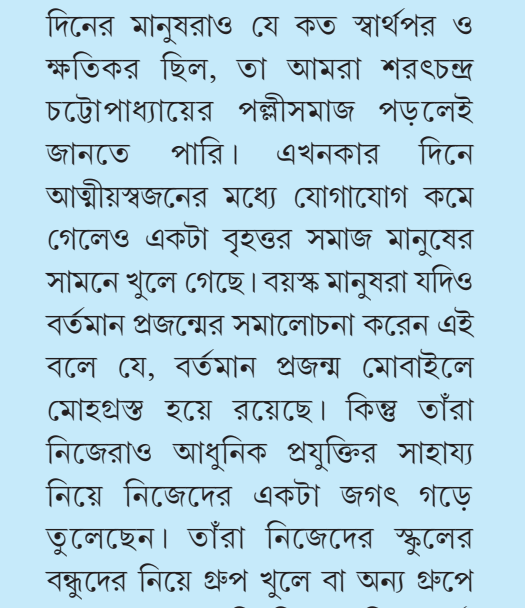

চন্দ্রশেখর

১৯২৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ চন্দ্রশেখরের জন্মদিন।*
১৯৬১ *বিশিষ্ট বিলিয়ার্ড খেলোয়াড় গীত শেঠির জন্মদিন।*
১৯৭৭ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় দীনেশ মোঙ্গিয়ার জন্মদিন।*

# মর্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব দিবসই রামনবমী

**প্রদীপ মারিক**

পুরাণে বর্ণিত আছে 'রমন্তে সর্বত্র ইতি রামঃ' যার অর্থ, রাম যিনি সর্বত্র বিরাজ করেন। রামনবমীতে মর্যাদাপুরুষোত্তম রামের পুজো করলে জীবনে খ্যাতি এবং সৌভাগ্য নেমে আসে, বাড়ে সুখ ও সমৃদ্ধি। রামের উপাসনা করলে জীবনে ইতিবাচক ফল পাওয়া যায়, কোনও কাজে বাধা আসে না। 'ওম শ্রী রামাঃ নমঃ', 'শ্রী রাম জয় রাম জয় জয় রাম', 'ওম দশরথায় বিদমহে সীতাবল্লভয় ধীমহি, তন্নো রামাঃ প্রচোদয়াৎ', 'শ্রী রাম জয় রাম কোদণ্ড রাম' মন্ত্রচ্চারণ মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখে এবং সমস্ত উদ্বেগ ও অবসাদ দূর করে দেয়। মহাবিশ্বের রক্ষক হলেন ভগবান বিষ্ণু। শ্রী রামচন্দ্র ভগবান বিষ্ণুর সপ্তম অবতার। ভগবান বিষ্ণু পৃথিবীতে মানব অবতার রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন অসুরদের অত্যাচার শেষ করার জন্য। বিশেষ করে লঙ্কার রাজা রাবণকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই মানব রূপে মর্তে এসেছিলেন বিষ্ণু। রাবণ ছিলেন বরপ্রাপ্ত, দেবতারা তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারছিলেন না, রাবন কে পরাজিত করে ভগবান বিষ্ণুর আগমন। পৃথিবীতে ধর্মরক্ষার জন্য রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত করেন তিনি, সেই যুদ্ধে রাবণ প্রাণও হারান। রামভক্তদের কাছে রামের এই বিজয় ধর্মযুদ্ধে জয়ও বটে। রাম নবমীর পবিত্র দিন শুক্লপক্ষের নবম দিনে, হিন্দু পঞ্জিকার চৈত্র মাসের নবম দিন। চৈত্রের নয় দিনে বসন্তের নবরাত্রি পালন করা হয়। রামনবমী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু উৎসবের মধ্যে একটি। এই নবমীতে দেবী পার্বতী আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই এই দিনকে সনাতন ধর্মের 'বিশ্ব মাতৃ দিবস' হিসেবে পালন করেন সনাতনীরা। রাম নবমী দিনটি মহাকাব্য রামায়ণ থেকে শ্রী রামের কাহিনী বর্ণনা করে। বিশ্বের প্রত্যেক হিন্দুরা মন্দিরে গিয়ে, প্রার্থনা করে, উপবাস করে, আধ্যাত্মিক বক্তৃতা শুনে এবং ভজন বা কীর্তন (ভক্তিমূলক গান) গেয়ে উৎসব উদযাপন করে। যেহেতু রামের জন্মদিন তাই কিছু ভক্ত রামের একটি মূর্তি একটি দোলনায় রেখে শিশুর মতো পূজা করে। রামের জীবন সম্পর্কে মহাকাব্য রামায়ণে কিংবদন্তিতে কয়েকটি শহরের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা। উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় নতুন ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাম মন্দির। শ্রী রামচন্দ্রের জন্মভূমিতে অবস্থিত রাম মন্দির। মন্দিরটি উদ্বোধন করা হয় ২২ শে জানুয়ারী ২০২৪, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কঠিন যম নিয়ম পালন করে রামলালাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রী রামের পাদস্পর্শে ধন্য তামিলনাড়ুর রামেশ্বরম। ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের রামনাথপুরম একটি শহর। এটি পামবান দ্বীপে অবস্থিত পামবান চ্যানেল দ্বারা প্রধানভূমি ভারত থেকে পৃথক এবং শ্রীলঙ্কার মান্নার দ্বীপ থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বারাণসীর সাথে একত্রিত হয়ে এটি হিন্দুদের কাছে ভারতের পবিত্রতম স্থান এবং চার ধাম তীর্থযাত্রার অংশ বলে মনে করা হয়। রামেশ্বরম ভারতের কাছ থেকে শ্রীলঙ্কায় পৌঁছানোর সবচেয়ে নিকটতম বিন্দু এবং ভূতাত্ত্বিক প্রমাণগুলি নির্দেশ করে। রামসেতু কি ইচ্ছা করলে ভগবান শ্রী রামচন্দ্র নিজেই তৈরি করতে পারতেন না! কিন্তু বানর সেনাদের দিয়ে সেই সেতু বানিয়ে দেখিয়ে দিলেন সকলে মিলেই কাজ করতে হয় এটাই ইচ্ছা শক্তি। এই শিক্ষাই সনাতনী হিন্দু ধর্মালম্বী ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীকে শিখিয়ে এসেছে। রামসেতু ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে একটি পূর্ব জমির সংযোগ ছিল। এই মন্দিরে রামেশ্বর স্তম্ভ অবস্থিত। সীতা মা কে উদ্ধারের পরে ফিরে এসে শিবের আরাধনা করেছিলেন শ্রী রামচন্দ্র। রাবণকে বধ করে তিনি যে ব্রহ্মহত্যা করেছিলেন, সেই পাপ খণ্ডনের জন্যই শিবের আরাধনা করেন। তামিলনাড়ুর এই স্থানই হিন্দুদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য হয়। তেলেঙ্গানার ভদ্রাচলম মন্দিরটি ভাদ্র সম্পর্কে মহাকাব্য রামায়ণের সাথে যুক্ত। পুরান অনুসারে ত্রেতাযুগে শ্রী রামচন্দ্র, তাঁর সহধর্মিণী সীতা এবং ভাই লক্ষ্মণ, তাদের চৌদ্দ বছরের বনবাসের অংশ হিসাবে দন্ডক বনে অবস্থান করেছিলেন। রামের কৃপায় একটি পাথর ভদ্র নামক মানবে পরিণত হয় যাকে মেরু পর্বতের পুত্র বলে মনে করা হত। ভদ্রাচলম মন্দিরের গর্ভগৃহে অবস্থিত ভগবান রামকে স্বয়ম্ভু বলে মনে করা হয়। রাম পদ্মাসনের ভঙ্গিতে উপবিষ্ট, সীতা তাঁর কোলে উপবিষ্ট। রামের চার হাতে শঙ্খ, চাকতি, ধনুক ও তীর। লক্ষ্মণ তার বাম দিকে দাঁড়িয়ে আছে। বিহারে অবস্থিত সীতামাড়ি জনক রাজার কন্যা সীতার জন্মস্থান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মহাকাব্য রামায়ণের প্রধান চরিত্র এবং সীতাকে উৎসর্গীকৃত একটি মন্দির সীতামাড়ি শহরের কাছে অবস্থিত। সীতামাড়ির কাছে মৌর্য যুগের একটি পাথর কাটা অভয়ারণ্য পাওয়া যায়। রামনবমী উপলক্ষ্যে শুধু ভারতবর্ষে নয় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সৌভাতৃত্বের রথযাত্রা সংগঠিত হয়। রামের নামে উৎসবের নামকরণ করা হলেও, উৎসবে সাধারণত সীতা, লক্ষ্মণ এবং হনুমানের প্রতি শ্রদ্ধা অন্তর্ভুক্ত থাকে, রামের জীবন কাহিনীতে তাদের গুরুত্ব দেওয়া হয়। রাম নবমী উৎসব সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য ঈশ্বরের অবতরণ করাকে নির্দেশ করে। রাম নবমী উৎসব উদযাপন শুরু হয় সূর্যদেবতা প্রসন্ন করার জন্য ভোরবেলা জলম (জল) নিবেদনের মাধ্যমে। ভগবান রাম, তার ধার্মিকতা এবং মহৎ গুণাবলীর জন্য পরিচিত, তিনি একজন সাহসী এবং গুণী রাজপুত্র হিয়েও অতি সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করেছিলেন। তার জীবন এবং দুঃসাহসিক কাজগুলি মধ্যে অন্যতম রাজপুত্র হয়েও তিনি বনে নির্বাসিত হয়েছিলেন, রাক্ষস রাজা রাবণ দ্বারা সীতাকে অপহরণ করা এবং হনুমান এবং তার বানর বাহিনীর সাহায্যে রাবণকে বধ করা এ সবই মহাকাব্য রামায়ণে চিত্রিত হয়েছে। পুরাণ বিশ্বাস অনুযায়ী সূর্যের বংশধররা রামের পূর্বপুরুষ ছিলেন। আজকের দ্রুতগতির বিশ্বে, ভগবান রামের শিক্ষা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সত্য, সহানুভূতি এবং কর্তব্যের উপর তার জোর জীবনের চ্যালেঞ্জগুলি নেভিগেট করার জন্য একটি নিরবধি গাইড হিসাবে কাজ করে। সমাজ যখন নৈতিকতা এবং নৈতিকতার সমস্যাগুলির সাথে জর্জরিত হয়, তখন ভগবান রামের জীবনের গল্প এবং প্রতিকূলতার উপর তার বিজয় বিশ্বাস এবং ধার্মিকতার শক্তির অনুপ্রেরণামূলক অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে। ভগবান রামের জন্মের সাথে যুক্ত পৌরাণিক কাহিনী প্রাচীন হিন্দু মহাকাব্য রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে। কিংবদন্তি অনুসারে, ভগবান রাম অযোধ্যা নগরীতে রাজা দশরথ এবং রাণী কৌশল্যার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হিন্দু ধর্মগ্রন্থে রাম ও তাঁর তিন ভাই যথাক্রমে ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্ম সম্পর্কে এক পৌরাণিক কাহিনির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই কাহিনি অনুযায়ী রাজা দশরথের তিন রানি কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার পুত্র সন্তান না হওয়ার পর পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন করেন তিনি। প্রসাদ হিসেবে স্বয়ং অগ্নিদেব যজ্ঞ থেকে পায়েস নিয়ে বেরিয়ে আসেন। সেই পায়েস খান তিন রানি। এর পরই রাজা দশরথের তিন রানি গর্ভধারণ করেন। চৈত্র শুক্ল নবমী তিথিতে কৌশল্যার গর্ভ থেকে রাম, কৈকেয়ীর গর্ভ থেকে ভরত ও সুমিত্রার গর্ভ থেকে লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন জন্ম নেন। সেই পায়েস খেয়ে কৌশল্যা ও কৈকেয়ীর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলেও সুমিতার দুটি পুত্র হয়। এ প্রসঙ্গে জানা যায় যে কৌশল্য ও কৈকেয়ী নিজের অংশের থেকে একটু একটু পায়েস সুমিত্রাকে খাইয়ে দেন, এ কারণে তিনি দুই পুত্র সন্তানের জননী হন। আবার প্রচলিত কাহিনি অনুযায়ী একটি কাক সেই পায়েসের বাটি নিয়ে উড়ে যায়। তাতে অবশিষ্ট কয়েক দানা পায়েস অঞ্জনা খেয়ে নেন। পরে তাঁর গর্ভ থেকে রাম ভক্ত বজরংবলী জন্মগ্রহণ করেন। শ্রী রামচন্দ্র একজন আদর্শ রাজা এবং ধার্মিকতার প্রতীক হিসাবে সম্মানিত। রামায়ণে বর্ণিত তাঁর জীবন এবং শিক্ষাগুলি ভক্তদের জন্য একটি পথপ্রদর্শক আলো হিসাবে কাজ করে, তাদের একটি পুণ্যময় জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত করে। উৎসবটি একজনের জীবনে নৈতিক মূল্যবোধ ও নীতিকে সমুন্নত রাখার গুরুত্বের প্রতীক। রাম নবমীর দিন সাধারণ দিনব্যাপী উপবাস পালন করা হয়, সূর্যোদয়ের আগে বা সূর্যোদয়ের সময় শুরু হয় এবং পরের দিনের সূর্যোদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই সময়ে, রামকথা, ভগবান রামের গল্প এবং পবিত্র হিন্দু ধর্মগ্রন্থ যেমন শ্রীমদ ভাগবত এবং রামায়ণ অধ্যায়ন এবং শ্রবণ করা হয়। রামলালা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এক সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। রামলালার এবার সূর্য অভিষেকের পালা। সূর্যের রশ্মি সোজা প্রবেশ করবে রাম মন্দিরের গর্ভগৃহে, স্পর্শ করবে রামলালার কপাল। সেই মাহেন্দ্রক্ষণের আর খুব বেশি দেরি নেই। আসন্ন রামনবমীতেই সেই অভিষেক সেরে ফেলতে চাইছে মন্দির কর্তৃপক্ষ। গবেষণা চলছিল-ই, রুর্কি থেকে অযোধ্যায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিশেষজ্ঞদের। ভগবান রাম ছিলেন করুণা, দয়া এবং ধার্মিকতার প্রকৃত মূর্ত প্রতীক। তার সমস্ত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি তার চারপাশের মানুষের প্রতি সর্বদা নম্র ও ভদ্র ছিলেন। তাই রাম নবমী তার ধর্ম ও ধার্মিকতার পথ অনুসরণ করার এবং সর্বদা সকলের সাথে সদয় আচরণ করার জন্য একটি অনুস্মারক। সুন্দর কাণ্ডে রামের বর্ণনা করতে

গিয়ে বলা হয়েছে, 'শান্ত শাশ্বতমপ্রমেয়মনঘং নির্বাণশান্তিপ্রদং / ব্রহ্মাশম্ভুফণীন্দ্রসেব্যমনিশং বেদান্তবেদ্যং বিভুম্ / রামাখ্যং জগদীশ্বরং সুরগুরুং মায়ামনুষ্যং হরিং / বন্দেহং করুণাকরং রঘুবরং ভূপালচূড়ামণি / নান্যা স্পৃহা রঘুপচে হৃদয়েস্মদীয়ে / সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা / ভক্তি প্রয়চ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাঁমে / কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসং চ।' যেখানে রামকে শান্ত মানসিকতা সম্পন্ন শাস্বত নির্বাণ ও পরম শান্তি দাতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে ব্রহ্মা, শিব ও শেষনাগ যাঁর বন্দনা করেন, যিনি দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও জগৎ কল্যাণের জন্য মনুষ্য রূপ ধারণ করেছেন, সেই করুণাপতিই রাম রঘুবর। অগস্ত্য সংহিতা অনুযায়ী দুপুর নাগাদ রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। সে সময়ে পুনর্বসু নক্ষত্র, কর্কট লগ্ন ও মেষ রাশি ছিল। শাস্ত্র মতে রাম চন্দ্রের জন্মের সময় সূর্য ও অন্য ৫ গ্রহের শুভ দৃষ্টি ছিল তাঁর ওপর। ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে, ভগবান ব্রহ্মা প্রভু হওয়ার সংজ্ঞা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, 'যিনি সমস্ত ঐশ্বর্য বা ধন, সমস্ত বীর্য বা শক্তি, সমস্ত যশ বা খ্যাতি, সমস্ত শ্রী বা সৌন্দর্য, সমস্ত জ্ঞান বা জ্ঞান, সমস্ত বৈরাগ্য বা ত্যাগের অধিকারী তাকে ভগবান বলা হয়, ভগবানের পরম পুরুষত্ব।' পূরণ ই প্রমাণ করে যে একমাত্র ভগবান রাম মহাবিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। অযোধ্যায় রামলালাকে নিয়ে রামভক্তদের উৎসাহের শেষ নেই। সিবি.আর.আই-এর সিনিয়র বিজ্ঞানী ড দেবদত্তা ঘোষ বললেন, রামনবমীর দিন দুপুর ১২টা থেকে ১২টা ৬ মিনিট পর্যন্ত সূর্য রশ্মি অযোধ্যা রাম মন্দিরে রামলালার মস্তিষ্কে তিলক করবে। অপ্টো মেকানিক্যাল সিস্টেমের মাধ্যমে সূর্য কিরণকে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করানো হবে এবং এর দ্বারা রামলালার সূর্য তিলক সম্পন্ন হবে। রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার পরে প্রথমবার পালিত হচ্ছে রামনবমী উৎসব। রামনবমীতে ভক্তরা সেই অনিন্দসুন্দর দৃশ্যের সাক্ষী থাকবে। রাম নবমীতে রামলালার কপালে সূর্যের আলো দিয়ে তিলক কাটা হবে। তুলসীদাস তাঁর 'রামচরিত মানস' কাব্যে বলেছেন, 'রঘুকুল তিলক সুজন সুখ দাতা / আয়ু কুসল দেব মুনি ত্রতা।' রঘু রামের এই তিলক হবে রামের মহিমান্বিত তিলক। ধার্মিক মানুষকে এই তিলক আনন্দ দেবে। জগৎ সংসারকে মঙ্গলময়, সুস্থ রাখবে। দেব, মুনিঋষিদের একমাত্র ত্রাতা হবেন শ্রীরাম। তাই তাঁর তিলক ভীষণ তাৎপর্যবাহী। রাম নবমীতে রামলালার 'রঘুকুল তিলক' হবে 'সূর্য তিলক'। শুধু ভারতবর্ষে নয় সারা বিশ্বে পালিত হয় রাম নবমী। প্রতি বছর ডারবানের হিন্দু মন্দিরগুলিতে এই দিনটি ঐতিহ্যের একটি অঙ্গ হিসাবে কাজ করা হয়। ত্রিনিদাদ এবং টোবাগো, গায়ানা, সুরিনাম, জ্যামাইকা, অন্যান্য ক্যারিবিয়ান দেশ, মরিশাস, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, জার্মানি, আমেরিকা এবং অন্যান্য অনেক দেশে রাম নবমী পালন করা হয়। বাংলাদেশে রাম নবমী উপলক্ষে শোভাযাত্রা বের করা হয়। সারা বিশ্বের সর্ব ধর্মের ধর্মাবলম্বী মানুষরা বোঝেন শ্রী রামচন্দ্রই তাদের ত্রাণকর্তা।

## লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# আচমকা উধাও দ্বাদশের ছাত্রী, নেপথ্যে কোনও পাচার চক্র!

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** ঠিক যেন সিনেমার মতো। আচমকা বাড়ি থেকে উধাও দ্বাদশের ছাত্রী। খোঁজ করতে গিয়ে বোঝা গেল বাড়ির মেয়ে নিজেই দোতলা থেকে শাড়ি বেঁধে তা বেয়ে পালিয়ে গিয়েছে। প্রাথমিকভাবে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক, প্রেমিকের সঙ্গে হয়তো পালিয়েছে সে। কিন্তু বিগত কয়েকদিনে মেয়েটির আচমকা বদলে যাওয়ার গল্পই সন্দেহ করতে বাধ্য করছে নেপথ্যে রয়েছে গভীর কিছু।

সম্প্রতি চলচ্চিত্র জগতে 'হিট' হয়েছে অজয় দেবগণের 'শয়তান' ছবিটি। যেখানে কলকাঠি নেড়েছিল এক তন্ত্রসাধক। সিনেমায় এক কিশোরীকে সম্মোহিত করে কাজ হাসিল করছিল সেই 'ভিলেন'। তবে তরুণীর অর্ন্তধানের পিছনে কোনও তন্ত্র সাধকের কলকাঠি আছে নাকি কোনও নারী পাচার চক্রের ষড়যন্ত্র, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

এমন সন্দেহের কারণ আছে বলছে তরুণীর পরিবার। তার বাবা পুরাতন মালদার এক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। বাড়ি মঙ্গলবাড়ি মহানন্দা কলোনি এলাকায়। জানা গিয়েছে, বছর সতেরোর ওই ছাত্রী মালদা শহরের একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল থেকে এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। সম্প্রতি অত্যধিক ঈশ্বরভক্ত হয়ে উঠেছিল সে। নিজের আলাদা ঘরে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি নিয়ে দিন কাটাচ্ছিল তার। বাড়ির সবাইকে নিরামিষ খাবার খাওয়ার বার্তা দিয়েছিল। পরিবারের সদস্যরা তা মেনে না নেওয়ায় সে বাইরে থেকে নিরামিষ খাবার কিনে খেত।



**ওই ছাত্রী মালদা শহরের একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল থেকে এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। সম্প্রতি অত্যধিক ঈশ্বরভক্ত হয়ে উঠেছিল সে। নিজের আলাদা ঘরে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি নিয়ে দিন কাটাচ্ছিল তার। বাড়ির সবাইকে নিরামিষ খেতে বলেছিল সে। পরিবারের সদস্যরা তা মেনে না নেওয়ায় বাইরে থেকে নিরামিষ খাবার**

ওই ছাত্রীর বাবা বিপ্লব কুণ্ডু বলেন, 'মেয়ে একা আলাদা ঘরে ঘুমোত। কিছুদিন ধরে ও নিরামিষ খাবার খাচ্ছিল। বাড়ির সবাইকে নিরামিষ খেতে বলছিল। এমনকী বাড়িতে রান্নার সব জিনিস পালটে দিতে বলছিল। এত কিছু একসঙ্গে পালটানো গেলে বড় খরচের বিষয়। মেয়েকে বলেছিলাম, এই মুহূর্তে অত খরচ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সোমবার সকালে দেখি মেয়ে ঘরে নেই। পরে বুঝতে পারি ও বারান্দা দিয়ে শাড়ি বেয়ে নেমে গভীর রাতে চলে গিয়েছে।'

বিপ্লববাবুর কথায়, 'প্রথমে ভেবেছিলাম ও নিজের টাকা দিয়েই নিরামিষ খাবার কিনে আনছে। কিন্তু সন্দেহ হওয়ায় আমি খাবারের দোকানে যাই। জানতে পারি, বাইরের কেউ ইউপিআই করে মেয়ের খাবারের বিল মেটাচ্ছে। মেয়ের কাছে কোনও ইউপিআই আইডি নেই। আমি ওই আইডি নম্বর নিয়ে আসি। আমার সন্দেহ, আমার মেয়ে কোনও চক্রের পাল্লায় পড়েছে। সম্প্রতি মালদারই একজন আমার মেয়ের বান্ধবী নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে। মেয়েকে সুস্থ অবস্থায় ফেরত পেতে চাই। পুলিশের কাছে সেই আবেদন রাখছি।'

এই ঘটনায় ১৪ এপ্রিল স্থানীয় মঙ্গলবাড়ি পুলিশ ফাঁড়িতে মেয়ের নামে মিসিং ডায়েরি করেন বিপ্লববাবু। তদন্ত শুরু করেছে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, যে ইউপিআই আইডি নম্বরটি দিয়ে বিল মেটানো হয়েছে বলে অভিযোগ, সেটি কলকাতা বারাসত এলাকার একটি ব্যাংকের। ১৯৮৮ সালে ওই অ্যাকাউন্টটি খোলা হয়েছে। নিখোঁজ ছাত্রীর পরিবার যে দাবি করেছে সেটা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।

# তফসিলি মহিলাকে হেনস্থার অভিযোগে ধৃত বিজেপি নেতা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** তফসিলি মহিলাকে বাড়িতে ঢুকে হেনস্থার অভিযোগ। বিজেপি জিতলে তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার অভিযুক্ত বিজেপি নেতা। ঘটনা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। অপরদিকে, বিজেপিও জানিয়েছে, কোনও রকম অন্যায় হলে তারা সমর্থন করবে না। হুগলির জাঙ্গিপাড়া থানা এলাকার ঘটনা।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, পয়লা বৈশাখের রাতে এক যুবক তফসিলি এক মহিলার বাড়ির খিল খুলে ঢুকে পড়ে। যেই সময় ঘটনাটি ঘটে সেই সময় মহিলা তাঁর দুই সন্তানকে নিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। অভিযোগ, গলায় ভোজালি ধরে ওই মহিলাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন অভিযুক্ত বিজেপি নেতা। মহিলার চিৎকারে পরিবারের লোকজন উঠে পড়লে ওই যুবক পালিয়ে যান। অভিযোগ, যাওয়ার আগে হুমকি দিয়ে যান, 'বিজেপি জিতলে তুলে নিয়ে যাব।' ঘটনায় জাঙ্গিপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা। অভিযুক্ত এলাকায় বিজেপি কর্মী বলে পরিচিত বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

সংবাদ মাধ্যমের সামনে নির্যাতিতা মহিলা বলেন, 'আমি বাচ্চাদের নিয়ে শুয়েছিলাম। খিল কখন খুলেছে টের পাইনি। আমি দেখি আমার হাত দুটো ধরেছে। বলছে চল তোকে তুলে নিয়ে যাব। যদি না যাস তোকে মেরে দেব। আবার বলছে চিৎকার করবি না। হাতে ভোজালি ছিল। আমায় বলছে, তোকে আগে তুলব। বিজেপি জিতলে তোর বাড়ির একে-একে সকলকে তুলব।' তিনি আরও বলেন, 'ওই লোকটা এই এলাকায় থাকে। আমি খুব ভয় পাচ্ছি। আমার পরিবারের সকলকে মেরে ফেলবে বলেছে। ও নেশা করেছিল তা মনে হয়। তবে কেন এমন করল বলতে পারছি না। আর বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় গালিগালাজ করেছে।'

তিনি এও জানান, তাঁর সঙ্গে এই প্রথমবার এই ঘটনা ঘটছে। প্রতিবেশীরা বলেন, 'বিজেপি জিতলে তুলে নিয়ে যাব এটা কেমন কথা। পার্টি যে যা খুশি করতে পারে, তাই বলে বিজেপি জিতলে তুলে নিয়ে যাব এর কড়া প্রতিবাদ জানাই। আমরা গরিব মানুষ কোনও দল করি না। যে দল আসে তাদের সঙ্গে থাকি। কেন এমন বলবে। মেয়েরা থাকবে এমন অত্যাচার করবে এটা ভালো?' এ প্রসঙ্গে জাঙ্গিপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল নেতা তমাল শোভন চন্দ্রের অভিযোগ, 'বিজেপি মুখে সন্দেশখালির ঘটনা বলে মিথ্যে প্রচার করে বেড়ায়। আর তাদের দলের লোকেরা এই সব কাণ্ড করে। রাতের অন্ধকারে বাড়িতে ঢুকে মহিলাদের ধরে টানাটানি করে। আমরা অভিযুক্তের শাস্তি চাই।' জাঙ্গিপাড়া বিজেপি নেতা প্রসেনজিৎ বাগ বলেন, 'কোনও মানুষই এই ঘটনাকে সমর্থন করে না। রাজনৈতিক দিক বাদ দিলেও ব্যক্তিগত ভাবে এই ঘটনাকে সমর্থন করি না। এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও সদস্য জড়িত থাকলে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করার ব্যবস্থা করা হবে। বিজেপি ওই মহিলার পাশে আছে।' জাঙ্গিপাড়া থানায় মহিলার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

# তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ, গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ বিজেপির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মিনাখাঁ:** বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মিনাখা থানার অন্তর্গত চাপালি অঞ্চলের তিউরিয়ার মাঝিপাড়ায়। সেখানে একটি অনুষ্ঠানে দুষ্কৃতীরা বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। বিজেপির অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। আহতদের মধ্যে ৬-৭ জন বিজেপি কর্মী সমর্থক আহত হয়েছেন বলে দাবি পদ্ম শিবিরের। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মহিলা রয়েছেন। এক বয়স্ক মহিলাকে মেরে হাত ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ বিজেপির।

সোমবার এই ঘটনার পর আহতদের মিনাখা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে থেকে বেশ কয়েকজনের অবস্থার অবনতি হওয়ায় বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে আসেন বসিরহাট বিজেপি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তাপস ঘোষ, বসিরহাট বিজেপি সাংগঠনিক জেলার কনভেনার বিকাশ সিংসহ বেশ কয়েকজন। তাঁরা এসে আহতদের সঙ্গে কথা বলেন।

এরপরই বিজেপি নেতৃত্ব এলাকার আহত বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মিনাখা থানায় যান। ঘটনার নেপথ্যে যারা সেই তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায়। প্রায় আধ ঘণ্টা পর পুলিশের আশ্বাসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। পুলিশ ওই এলাকার তৃণমূল নেতা তথা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য আহাদ আলিকে আটক করেছে।

# পথ দুর্ঘটনায় আহত ৯, আশঙ্কাজনক ১ শিশু

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান:** মঙ্গলবার সাত সকালেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার সাক্ষী হল পূর্ব বর্ধমান জেলার শক্তিগড় থানার অন্তর্গত বরশুল মোড় এলাকা। বাস ও জল ট্যাংকারের মধ্যে সংঘর্ষে আহত কমপক্ষে ৮ থেকে ৯ জন। সকলকে নিয়ে আসা হয়েছে বড়শুল গ্রামীণ হাসপাতালে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বড়শুল থেকে ছেড়ে বর্ধমান যাওয়ার উদ্দেশ্যে শক্তিগড়ের দিকে যাচ্ছিল বাসটি, সেই সময় আচমকাই কলকাতা অভিমুখী একটি জল ট্যাংকার ওই বাসটির পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে। জলের ট্যাংকারটি এত জোরে যাচ্ছিল যে বাসটির পেটে সজোরে ধাক্কা মারার সঙ্গে সঙ্গে বাসটি উলটে যায়। আহত হন কমপক্ষে ৮ থেকে ৯ জন। তৎক্ষণাৎ সকলকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে বড়শুল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। আহতদের মধ্যে একটি শিশু রয়েছে। আহতদের বড়শুল গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করার পর ছেড়ে দেওয়া হয় এমনটাই জানা যায়। শিশুটির শারীরিক পরিস্থিতি আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

# ২৬৪০ স্কোয়ার ফিটের রামের

**মিলন গোস্বামী ● সিউড়ি**

রামনবমীর আগেই ২৬৪০ স্কোয়ার ফিটের রামের ছবি এঁকে তাক লাগালেন সিউড়ির খুদে শিল্পীরা। আগামী দিনে এই ছবি ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের স্বীকৃতির জন্য পাঠানো হবে বলে দাবি করেন এই খুদে শিল্পীরা। শিল্পীদের দাবি, 'ছবিটি আঁকতে সময় লেগেছে প্রায় তিন দিন। ছোট ছোট আর্টপেপারে ধাপে ধাপে হর রঙের জন্য ব্যবহার প্রায় রং দিয়ে আঁকা হয়েছে পুরো ছবিটি। তারপরে আজ সেই আর্ট পেপার গুলিকে পিভিসি টেপ দিয়ে জোড়া লাগানো হয়। সমস্ত আর্ট পেপারগুলোকে জোড়া পড়ে তার দৈর্ঘ্য হয় ৮০ ফুট এবং প্রস্থ হয় ৩৩ ফুট। মূলত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পরে যে ছুটি সেটিকে কাজে লাগিয়ে প্রায় জন খুদে শিল্পী যারা অংকন শেখে বা করে তারাই মিলিতভাবে এই ছবি বানিয়েছে।'




## বার্নিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রেজি নং- ৯১ তাং ১৭-০৮-১৯২৮
ঠিকানা- গ্রাম- সুরেন্দ্রনাথপুর, পোঃ বার্নিয়া, জেলা-নদীয়া

**নোটিশ** তারিখ- ১৫/০৪/২৪

এতদ্বারা এই সমিতির সমস্ত সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে, সমবায় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে এই সমিতির পরিচালক পর্ষদ নির্বাচিত হইবে। এই উদ্দেশ্যে নিম্ন লিখিত সূচী অনুসারে সমিতির চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত হইবে।

| ক্রমিক সংখ্যা | বিষয় | তারিখ | সময় | স্থান |
|---|---|---|---|---|
| ১ | খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ | ১৯-০৪-২০২৪ | বিকাল ৩টা | সমিতির অফিস গৃহ |
| ২ | দাবি ও আপত্তি গ্রহণ | ২৫-০৪-২০২৪ ও ২৬-০৪-২০২৪ | সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩টা | সমিতির অফিস গৃহ |
| ৩ | দাবি ও আপত্তির শুনানী | ০২-০৫-২০২৪ ও ০৩-০৫-২০২৪ | সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৩টা | সমিতির অফিস গৃহ |
| ৪ | চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ | ১৭-০৫-২০২৪ | বিকাল ৪টা | সমিতির অফিস গৃহ |

সমস্ত সদস্যদের উক্ত নির্ঘন্ট অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে ও এই প্রক্রিয়া অংশ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
বিঃ দ্রঃ- অনিকার্য কারণ বশত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে

**Sd/- Assistant Returning Officer**
**Barnia Samabay Krishi Unnayan Samity Ltd.**
**& Co-operative Development Office**
**Co-operation Directorate, Nadia Range, Krishnagar, Nadia, 15-04-2024**

## এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : "বৈভব" ৪এফ, ৪, লী রোড, কলকাতা-৭০০০২০
CIN NO: L74300WB1983PLC036342
টেলি নং ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/৭৪০২/০৫৪৪
ই-মেল : smifscap@vsnl.com, cs.smifs@gmail.com ওয়েবসাইট: www.smifscap.com

**শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি**
**কোম্পানির সাধারণ শেয়ার হস্তান্তর করা হবে ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ) খাতায় (কোম্পানি আইন ২০১৩ ধারা ১২৪(৬) অনুযায়ী)**

কোম্পানি আইন ২০১৩, ধারা ১২৪(৬) সঙ্গে পঠিতব্য ইনভেস্টার এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) অথোরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) আইন ২০১৬ ("দি রুলস") সঙ্গে পঠিতব্য যা বর্ণনা করছে বিভিন্ন পরিবর্তন সেই আইনের যা কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের ক্ষেত্রে যদি কোনও ডিভিডেন্ড কেউ দাবি না করে থাকেন বা ভাঙিয়ে না থাকেন, ৭ বছর বা তার বেশি সময়ের জন্য, তবে সেই অর্থ কোম্পানি আইইপিএফ খাতায়, যা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নির্দেশিকৃত, হস্তান্তর করবেন।

কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারগণ যারা তাদের লভ্যাংশ অর্থ আর্থিক বর্ষ ২০১৬-১৭ এবং তৎপরবর্তী সময়ে কোম্পানি যে লভ্যাংশ প্রদান করেছিল তা ওই আইন অনুযায়ী আইইপিএফ খাতায় হস্তান্তর করা হবে তাদের জানিয়েছে।

যে-সব শেয়ারহোল্ডার টানা সাত বছর তাঁদের লভাংশ ভাঙাননি এবং যাঁদের শেয়ার ও লভ্যাংশের টাকা অতএব আইইপিএফ অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর হয়ে যাবে, তাঁদের তালিকা প্রদর্শিত আছে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.smifscap.com -তে।

সমস্ত সভ্যগণকে আরও অনুরোধ করা হচ্ছে, ডিভিডেন্ডগুলি ভাঙিয়ে নিতে এবং সেক্ষেত্রে কোম্পানির বা কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টকে ১৫ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের পূর্বে প্রয়োজনীয় প্রমাণ দাখিল করে যাতে সেই শেয়ারগুলি আইইপিএফ খাতে জমা না হয়। যদি কোম্পানি বা কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট যদি কোনওরকম লিখিত আবেদন গ্রহণ না করে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে পরবর্তী কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শেয়ারগুলি আইইপিএফ খাতে জমা করা হবে। নিয়ম নীচে বর্ণনা করা হল :

১) ফিজিক্যাল ফর্মে যদি শেয়ার থাকে - সভ্যগণের ক্ষেত্রে ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেট দিয়ে জমা করা হবে আইইপিএফ অথোরিটি খাতে।
২) যদি শেয়ার ডিম্যাট ফর্মে থাকে - শেয়ারগুলিকে সেক্ষেত্রে সোজাসুজি আইইপিএফ অথোরিটি ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে যেক্ষেত্রে ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের সাহায্য নেওয়া হবে।

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করবেন যে, উক্ত রুলস অনুসারে আইইপিএফ -এ হস্তান্তরিত হওয়া অদাবিকৃত লভ্যাংশের অঙ্ক এবং শেয়ারসমূহ-র বিষয়ে কোম্পানিতে কোনও দাবি পড়ে নেই। যে কোনও ব্যক্তি যাঁর শেয়ারসমূহ/অদেয় লভ্যাংশ ফান্ডে হস্তান্তরিত হয়েছে, তাঁরা শেয়ারসমূহ/লভ্যাংশ দাবি করতে পারেন ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথোরিটি থেকে অ্যাক্টের সেকশন ১২৪ এবং ১২৫ এবং রুলসের বন্দোবস্তাদি অনুসারে নিদর্শ আইইপিএফ-৫ -এ একটি অনলাইন আবেদনপত্র জমাকরণ দ্বারা যা ওয়েবসাইট www.iepf.gov.in থেকে পাওয়া যাবে, কোম্পানিতে প্রদত্ত অনুলিপি সহ।

এই সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন/অভিযোগ যদি থাকে সভ্যগণ লিখুন smifscap@gmail.com / cs.smifs@gmail.com অথবা যোগাযোগ করুন কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মাহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর. এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন: ০৩৩-২২৪৩৫০২৯/২২৪৮২২৪৮, ই-মেল: mdpldc@yahoo.com

**এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস্ লিমিটেড-এর পক্ষে**
**স্বা/-**
**(পুনম ভাটিয়া)**
**কোম্পানি সেক্রেটারি কাম কমপ্লায়ান্স অফিসার**
**স্থান: কলকাতা**
**তারিখ: ১৭.০৪.২০২৪**

## ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে
**মেসার্স রাজপ্রতিম এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)**
**CIN : U51109WB2003PTC096541**
রেজিস্টার্ড অফিস : ৪৯/৮৯ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শাহ রোড, গলফ গার্ডেনস, কলকাতা - ৭০০০৩৩

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এবং সংশ্লিষ্ট রেগুলেশন অধীনে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মেসার্স রাজপ্রতিম এজেন্সিজ প্রাইভেট লিমিটেডের (দেউলিয়াগ্রস্ত) **(কর্পোরেট ডেটর)** এর সম্পদসমূহ স্ট্যান্ডালোন ভিত্তিতে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩২(এ) অধীনে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', 'যে অবস্থায় আছে' এবং 'কোনো পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'** ভিত্তিতে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম মাধ্যমে বিক্রির প্রস্তাব করা হচ্ছে। উক্ত বিক্রির প্রস্তাব কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই সম্পাদিত হবে।

নিম্নোক্ত ছকে বর্ণিত মতে প্রস্তাবিত বিক্রির প্রক্রিয়াধীন সম্পদসমূহ অনলাইনে ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা মেসার্স ই-প্রকিওরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড-অকশন টাইগার ভায়া ওয়েবসাইট https://ncltauction.auctiontiger.net মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

| | |
|---|---|
| **প্রয়োজনীয় ফর্ম, হলফনামা, ঘোষণা ইত্যাদি দাখিল** | ১৭.০৪.২০২৪ থেকে ৩০.০৪.২০২৪ পর্যন্ত |
| **সাইট পরিদর্শন/পর্যবেক্ষণ তারিখ** | ০৩.০৫.২০২৪ থেকে ১৩.০৫.২০২৪ পর্যন্ত |
| **ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ** | ১৪.০৫.২০২৪ সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে |

**নিম্নোক্ত সম্পদসমূহ ই-নিলাম মাধ্যমে বিক্রির জন্য পাওয়া যাবে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩২(এ) অধীনে।**

**নিলামের তারিখ এবং সময় : ১৭.০৫.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত**

| সম্পদের বিস্তারিত | সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর) | বায়না জমা দাখিল (আইএনআর) | বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর) |
|---|---|---|---|
| ব্লক বি, ফ্ল্যাট নং ৩০৭ (৭৫.২৮ বর্গ মিটার), সালাসার আনন্দময়ী অ্যাপার্টমেন্ট, হাওড়া | ১৫,০৭,৯৩১.০০ | ১,৫১,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
| ব্লক বি, ফ্ল্যাট নং ৪০৫ (৭৭.৩২ বর্গ মিটার), সালাসার আনন্দময়ী অ্যাপার্টমেন্ট, হাওড়া | ১৬,২৭,৮৫৩.০০ | ১,৬৩,০০০.০০ | ৫০,০০০.০০ |
| প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি ফার্নিচার এবং ফিক্সচার এবং অফিস সরঞ্জাম সহ | ৭০,৯৩৩.০০ | ৭,০০০.০০ | ৫,০০০.০০ |
| জামিন এবং আর্থিক সম্পদসমূহ | ১,০৪,৭৩,১৩৭.০০ | ১০,৪৭,৩১৪.০০ | ৫,০০,০০০.০০ |

আগ্রহী আবেদনকারীগণ সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য সম্বলিত নথি বিস্তারিত ই-নিলাম টেন্ডার আবেদন ফর্ম, ঘোষণা এবং অঙ্গীকার, অন্যান্য ফর্ম, এবং নিয়ম এবং শর্তাদি সংশ্লিষ্ট সম্পদ সম্পর্কিত দেখতে পারেন। বিস্তারিত নথি ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট প্রযোজ্য নিয়ম এবং শর্তাদি সম্ভাব্য ডাকদাতাগণ পেতে পারেন ইমেল মারফত cirp.rpapls@resurgentrp.com-তে লিখিত আবেদন করে। ইএমডি সফল ডাকদাতাদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিক্রয় অর্থের সঙ্গে সংযুক্ত হবে এবং অসফল ডাকদাতাদের ক্ষেত্রে ইএমডি ফেরত দেওয়া হবে। ইএমডির জন্য কোনও সুদ দেওয়া হবে না। অনুগ্রহ করে দেখুন ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্যাদি নথি সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত এবং সফল ডাকদানের পরিমাণ প্রদানের জন্য।

লিকুইডেটর যেকোনও ডাক গ্রহণ বা বাতিল করা বা সম্প্রসারণ করা বা সংশোধন করা, ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি পরিবর্তন করতে পারেন যেকোনও সময় কোনও কারণ না দেখিয়েই। আগ্রহী ডাকদাতারা তাদের টেন্ডার দাখিলের পূর্বেই ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধান পর্যবেক্ষণ করতে পারেন সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াধীন সম্পদ এবং রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ যদি কিছু থাকে, নিজ ব্যয়ে সন্তুষ্টির জন্য সম্পদ পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

স্বা/-
**প্রতীম বয়াল**
রাজপ্রতীম এজেন্সিস প্রা. লি.-এর লিকুইডেটর বিষয় সম্পর্কিত
**রেজি নং** - IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-19/12385

**রেজি. অফিস ঠিকানা**
৪৯/৮৯ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শাহ রোড, গলফ গার্ডেনস, কলকাতা - ৭০০০৩৩
**রেজি. ইমেল আইডি**
cirp.rpapls@resurgentrp.com

**প্রকল্প-যোগাযোগের জন্য নির্দিষ্ট ঠিকানা**
৭০৮, ৮ম তল, সেন্ট্রাল প্লাজা, ২/৬ শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০
**যোগাযোগের নম্বর** - (+৯১) ৯০৩৮২৮০৪৫০
**ইমেল আইডি (নির্দিষ্ট প্রকল্প)**
cirp.rpapls@resurgentrp.com

**তারিখ** - ১৭.০৪.২০২৪
**স্থান** - কলকাতা

## ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া — Bank of India BOI — Relationship beyond banking

**বর্ধমান জোনাল অফিস**
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

**দখল বিজ্ঞপ্তি**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [ দ্রষ্টব্য রুল-৮(১)]

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (প্রতিষ্ঠানের নাম) অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ২০০২ এর ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের বুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৪.০১.২০২৪ **তারিখে** ঋণগ্রহীতা **শ্রী বিমল মুখার্জি এবং শ্রী প্রশান্ত মুখার্জি** কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৩৪,১১,৩৬৮.৪৯ টাকা (চৌত্রিশ লাখ এগার হাজার তিনশ আটষট্টি টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা) টাকা** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণকে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন **১৫ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া (প্রতিষ্ঠানের নাম) নিকট বকেয়া পরিমাণ **৩৪,১১,৩৬৮.৪৯ টাকা** এবং পরবর্তী সুদ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

**স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ**
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি মৌজা : গুসকরা, জেএল নং ১১০, এলআর প্লট নং ৩৭৭৪, এলআর খতিয়ান নং ১১৪৭১, পো : গুসকরা, থানা: আউসগ্রম, জেলা : বর্ধমান পরিমাণ কমবেশি ৬ ডেসিমেল বাস্তু জমি, শ্রী বিমল মুখার্জি এবং প্রশান্ত মুখার্জির নামে। রেজিস্ট্রিকৃত সাব জেলা বর্ধমান ২, এবং জেলা : পূর্ব বর্ধমান। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : পুর সড়ক ৯ ফুট, দক্ষিণে : অংশত প্লট নং ৩৭৭৪, পূর্বে : রাজীব ঘোষের ভবন, পশ্চিমে : অংশত প্লট নং ৩৭৭৪।

**তারিখ- ১৫.০৪.২০২৪**
**স্থান- বর্ধমান**
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

## SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা

'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ **sbi.18192@sbi.co.in**

**ই-নিলাম নোটিশ**

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ সুরেশ চন্দ্র পান্ডা, ইমেল আইডি ঃ sbi.18192@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৮১০৫৬২৮০৩

**পরিশিষ্ট - IV-A**
**[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]**
**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ]

**ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ০৭.০৫.২০২৪**
সময় ঃ ১৮০ মিনিট বেলা ১২টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **কার্যকরী দখলীকৃত** ০৭.০৫.২০২৪ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১৬,৯৩,০১,৪১১.০০ টাকা (ষোলো কোটি তিরানব্বই লাখ এক হাজার চারশ এগার টাকা) টাকা** ০৬.০৫.২০১৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **ঋণগ্রহীতা - মেসার্স লর্ড গণেশ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড** রেজিস্টার্ড অফিস ৩৫/১, "জে" রোড, বেলগাছিয়া, হাওড়া, পব-৭১১১০৫ এবং **জামিনদাতাগণ (ক) বসন্ত সাহা** পিতা প্রয়াত কেশবজী সাহা ২৬৪, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা - ৭০০০০৬ **(খ) শ্রীমতি শীলা সাহা** স্বামী বসন্ত সাহা, ২৬৪, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা - ৭০০০০৬ **(গ) শ্রী শুভঙ্কর সাহা** পিতা শ্রী শক্তি পদ সাহা ৫এ, শ্যামপুকুর লেন, কলকাতা - ৭০০০০৪ **(ঘ) শ্রী শক্তি পদ সাহা** পিতা মহেন্দ্র নাথ সাহা ৫এ, শ্যামপুকুর লেন, কলকাতা - ৭০০০০৪ **(ঙ) শ্রী শক্তি অধিকারী** পিতা বিশ্বনাথ অধিকারী ২৮/১, ডি রোড বামনগাছি লিলুয়া, হাওড়া - ৭১১১০৬ **(চ) শ্রীমতি মিতালি সাহা** স্বামী শ্রী শক্তি পদ সাহা ৫এ, শ্যামপুকুর লেন, কলকাতা - ৭০০০৪৯ **(ছ) মেসার্স সাইল্যান্ড ডেভলপার প্রা. লি.** ৪৩, মতিসিল স্ট্রিট, ১ম তল, কলকাতা - ৭০০০১৩ কাছ থেকে। **সম্পত্তি পর্যবেক্ষণ : তারিখ : ২৩.০৪.২০২৪, সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত।**

| জ্ঞাত দায়বদ্ধতা যদি কিছু থাকে সহ স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ | সংরক্ষিত মূল্য | বায়না জমা (ইএমডি) |
|---|---|---|
| **সম্পত্তি ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ৪৫৩০ বর্গফুট এবং নির্মাণ ২০৬০ বর্গফুট তদস্থিত, সম্পূর্ণ ভাড়াপূর্ণ, প্রেমিসেস অংশ নং ২৪১/২বি, এ পি সি রোড, থানা : বড়তলা, ওয়ার্ড নং ১২, নর্দার্ন এভিনিউ, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন। সম্পত্তি শ্রী শক্তি পদ সাহা পিতা প্রয়াত মহেন্দ্র নাথ সাহা, শ্রীমতি মিতালী সাহা স্বামী শ্রী শক্তি পদ সাহা এবং শুভঙ্কর সাহা পিতা শ্রী শক্তি পদ সাহা এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ০৫৫৮৬/২০০৬। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : শরৎ চন্দ্র মিত্রর জমি, দক্ষিণে : সংলগ্ন জমি ২৪১/২বি, এ পি সি রোড, কলকাতা ৭০০০০৬, পূর্বে : লট বি পরিমাণ ২৪ কাঠা এবং পশ্চিমে : এ পি সি রোড, কলকাতা : ৭০০০০৬। **(কার্যকরী দখলীকৃত), সম্পত্তি আইডি : SBINLORDGANESH02** | ১,৭৭,০০,০০০.০০ টাকা | ১৭,৭০,০০০.০০ টাকা |
| | ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ - ১,০০,০০০.০০ | |
| **সম্পত্তি ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ পরিমাণ কমবেশি ১০ কাঠা তদস্থিত নির্মাণ পরিমাণ আনুমানিক ১৬৬০ বর্গফুট অস্থায়ী শেড কমবেশি একই পরিমাম অবস্থিত প্রেমিসেস নং জি-২৯৬, রামনগর লেন পূর্ব, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১৩৪ অধীন, থানা : গার্ডেন রিচ, কলকাতা : ৭০০০২৪, সম্পত্তি মেসার্স সাইল্যান্ড ডেভেলপার প্রাইভেট লি এর নামে, উল্লেখ্য দলিল নং ১৩৭৯৯/২০০৭। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : বান্ধি যাদবের ভবন, দক্ষিণে : পুর সড়ক রাম নগর লেন, পূর্ব, পূর্বে : শঙ্কর সাউ এবং অন্যান্যর ভবন, পশ্চিমে : শ্রী দুর্গা প্রসাদ যাদবের ভবন। **(কার্যকরী দখলীকৃত) সম্পত্তির আইডি : SBIN00655831320** | ৭০,০০,০০০.০০ টাকা | ৭,০০,০০০.০০ টাকা |
| | ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ - ৫০,০০০.০০ | |

| সম্পত্তি নং ১ অনুসন্ধান | | সম্পত্তি নং ২ অনুসন্ধান | |
|---|---|---|---|
| সম্পত্তি অবস্থান | সম্পত্তির ফটো | সম্পত্তি অবস্থান | সম্পত্তির ফটো |

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন **https://www.sbi.co.in** এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** এবং **https://tenders.gov.in** দেখুন।

তারিখ ঃ ১৭.০৪.২০২৪
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

## IDBI BANK — আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট

**(CIN) L65190MH2004GOI1148838**
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭ ফোন : (০৩৩) ৬৬৫৫৭৭৪৪

**দাবি নোটিশ**

**আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদান অলোক যাদব-কে (ঋণগ্রহীতা) - (লোন এ/সি নং : ০০১২৬৭৫১০০০৯৫০৩৫ এবং ০০১২৬৭৫১০০০৯৫০৪৪) ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ঋণ খেলাপির জন্য বিধিবদ্ধ নোটিশ**

১) যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সারফেসি আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত রুল ৩ এবং উক্ত আইনের ১৩(২) ধারা সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাকে (পরবর্তীতে উল্লিখিত "উক্ত ঋণগ্রহীতা") নোটিশে পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন, বিস্তারিত নিম্নে উল্লিখিত।
২) উল্লিখিত নোটিশটি ডাক কর্তৃপক্ষের দ্বারা অবণ্টিত অবস্থায় ফেরত এসেছে/ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা যথাযথভাবে স্বীকার করা হয়নি। তাই ব্যাঙ্ক সতর্কতা অবলম্বন করে দাবি নোটিশের এই প্রকাশনাকে কার্যকর করছে। নিম্নস্বাক্ষরকারী, তাই, উক্ত আইন অনুযায়ী উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় এই নোটিশটি আটকে দিয়েছেন। উল্লিখিত নোটিশের অনুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে পাওয়া যাবে এবং উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা, তারা চাইলে, অফিসের স্বাভাবিক সময়ে যেকোনো কাজের দিনে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে উল্লিখিত কপিগুলো সংগ্রহ করতে পারেন।
৩) উপরের পটভূমির বিরুদ্ধে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল, আবারও, ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাকে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডকে অর্থপ্রদান করার জন্য, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে, ঋণ এবং অন্যান্য নথির অধীনে নীচে দেওয়া হিসাবে নির্দেশিত/প্রদেয় পরিমাণ। ঋণের যথাযথ পরিশোধের জন্য নিরাপত্তা হিসাবে, নিম্নোক্ত সিকিউরিটিগুলি আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কাছে বন্ধক/দায়বদ্ধ করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট পক্ষ কর্তৃক নিম্নোক্ত মতে।

| ১) লোন অ্যাকাউন্ট নং (ল্যান) ২) ঋণগ্রহীতার নাম | ১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) এনপিএ তারিখ ৩) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ | সম্পত্তির বিস্তারিত |
|---|---|---|
| **১. লোন এ/সি নং ০০১২৬৭৫ ১০০০৯৫০৩৫ এবং ০০১২৬৭৫১০০০৯৫০৪৪ ২. অলোক যাদব (ঋণগ্রহীতা)** কিউ-২৯৯/ডি, উমেশ নিয়োগি রোড, গার্ডেন রিচ, কলকাতা - ৭০০০২৪, সিইএসসি লিমিটেড, পি-১৮, তারাতলা রোড, সিপিটি কলোনি, নিউ আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০৮৮, (২-১৮৪১বি, উমেশ নিয়োগি রোড, গার্ডেন রিচ, কলকাতা - ৭০০০২৪, ইমেল আইডি - Yadavalok188@gmail.com ফোন নং - ৭০০৩৯৪৬৮৭৩ | **১. ২৭.০৩.২০২৪ ২. ০৯.১২.২০২৩** ৩. ২৫,৪৯,৪০৭.৭২ টাকা (পঁচিশ লাখ উনপঞ্চাশ হাজার চারশ সাত টাকা এবং বাহাত্তর পয়সা) টাকা ০৯.১২.২০২৩ অনুযায়ী | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট (লিফট সুবিধা এবং মার্বেল মেঝে সমন্বিত) নং ৫সি এবং ৫ডি, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৯৭ বর্গফুট এবং ৫২৬ বর্গফুট মোট এরিয়া পরিমাণ কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৪২৩ বর্গফুট ৬ষ্ঠতল উত্তর-পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে ৩ বেডরুম, এক ডাইনিং হল, এক কিচেন, দুই টয়লেট, দুই ব্যালকনি, বহুতল ভবনে এবং সিঁড়ি, চাতাল, ছাদের আংশিক এবং অন্যান্য সাধারণের ব্যবহারের অংশের ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ১৪ ছটাক,মৌজা গার্ডেন রিচ, থানা : মেটিয়াব্রুজ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩০১, আরএস খতিয়ান নং ১৬৬, এলআর খতিয়ান নং ১০৯, ৩১১ এবং ৩৩৯ , পুরসভা সার্ভে সিট নং ৯৬, আরএস সিট নং ৯২,তৌজি নং ১১৯, কে এম সি ওয়ার্ড নং ১৩৬, প্রেমিসেস নং কিউ-১৮৪, উমেশ নিয়োগী রোড,পো : গার্ডেন রিচ, থানা : মেটিয়াব্রুজ,কলকাতা : ৭০০০২৪, সাব রেজিস্ট্রি অফিস বেহালা অধিক্ষেত্রে, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ১৪ ছটাক বহুতল ভবন স্থিত জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ডিএসআর : আলিপুর, এডিএসআর : বেহালা, গার্ডেন রিচ, থানা : মেটিয়াব্রুজ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩০১,আরএস খতিয়ান নং ১৬৬, এলআর খতিয়ান নং ১০৯,৩১১ এবং ৩৩৯ পুরসভা সার্ভে সিট নং ৯৬, আরএস সিট নং ৯২, তৌজি নং ১১৯, কে এম সি ওয়ার্ড নং ১৩৬, প্রেমিসেস নং কিউ-১৮৪, উমেশ নিয়োগী রোড, গার্ডেন রিচ, থানা : মেটিয়াব্রুজ, কলকাতা : ৭০০০২৪, অ্যাসেসি নং ৫১-১৩৬-১৬-০০১৫-৪, সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যবহারের সুবিধা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত, চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রেমিসেস নং কিউ-১৮৪/বি সম্পত্তি,দক্ষিণে : ৬ ফুট ৯ ইঞ্চি চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : উমেশ নিয়োগী রোড, পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং কিউ-১৮৪/এ সম্পত্তি। |
| **১. লোন এ/সি নং ১৬৮৩৬৫১১০০০০০০১৯, ১৬৮৩৬৭৩২০০০০০১৪৩ এবং ১৬৮৩৬৭৩২০০০০০১১৬ ১. প্যানথার স্পোর্টস কোম্পানি (ঋণগ্রহীতা)** ৯এ, ইন্দিরা রায় রোড, কলকাতা - ৭০০০২৫ **২. তানিশক জুলকা (প্যানথার স্পোর্টস কোম্পানির স্বত্বাধিকারীর আইনি উত্তরাধিকারী)** ৬৬এ, সুভাষিনি গাঙ্গুলি সরণি, ভবানীপুর, কলকাতা - ৭০০০২৫ **৩. গীতা জুলকা (প্যানথার স্পোর্টস কোম্পানির স্বত্বাধিকারীর আইনি উত্তরাধিকারী)** ৪এ, গোবিন্দ বোস লেন, ভবানীপুর, ১ম তল, কলকাতা - ৭০০০২৫ **৪. আকাংখা জুলকা (প্যানথার স্পোর্টস কোম্পানির স্বত্বাধিকারীর আইনি উত্তরাধিকারী)** ৬৬এ, সুভাষিনি গাঙ্গুলি সরণি, ভবানীপুর, কলকাতা - ৭০০০২৫ | **১. ১৬.০৩.২০২৪ ২. ২৬.০৬.২০২৩** ৩. ২৫,৫৬,২০১.৫৯ টাকা (পঁচিশ লাখ ছাপান্ন হাজার দুশো এক টাকা এবং উনষাট পয়সা) টাকা ০১.০৬.২০২৩ অনুযায়ী এবং ৫,৬৫,৫৬২.০০ টাকা (পাঁচ লাখ পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশ বাষট্টি টাকা) ০৫.০৬.২০২৩ থেকে বকেয়া | সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি দোকান ঘর একতলায় সিমেন্টের মেঝে পরিমাণ এরিয়া ২৩৩ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট এরিয়া অবস্থিত তিনতলা ভবনে ৫০ বছরের পুরানো প্রেমিসেস নং ৯এ, ইন্দ্র রায় রোড, থানা : ভবানীপুর, কলকাতা : ৭০০০২৫, উক্ত তপশিল ব্যতীত অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত প্রেমিসেস ওয়ার্ড নং ৭২, এবং উক্ত দোকান ঘরের চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে : প্রেমিসেস নং ৯এ,দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া কালীমোহন ব্যানার্জি লেন, পূর্বে : প্রেমিসেস নং ৯এ, পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ৯এ, তদস্থিত নির্মিত সকল অংশ ৩০৯৪.৮৪ বর্গ ফুট এরিয়া তিনতলা ভবনে দোকান ঘর, বেড রুম, ডাইনিং স্পেস, ল্যাটরিন, চলার পথ অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৯এ, ইন্দ্র রায় রোড, থানা : ভবানীপুর, জেলা এবং অ্যাডি.ডিস্ট্রিক্ট, সাব রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর, চৌহদ্দি : উত্তরে : ৯সি ইন্দ্র রায় রোড, দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া কালীমোহন ব্যানার্জি লেন, পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া ইন্দ্ররায় রোড, পশ্চিমে : কালী মোহন ব্যানার্জি লেন। |

* আরও পরবর্তী চুক্তির হার/বকেয়া সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত তারিখ থেকে সম্মত মতে সম্পূর্ণ পরিশোধ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত আদায়যোগ্য।
৪) যদি উক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা উল্লিখিত বকেয়া আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডকে প্রদান করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং রুল অধীনে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকি, শুল্ক এবং অন্যান্য দায়বদ্ধতা অধীনে বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেবে।
৫) আরও, সময়ের সাপেক্ষে, আইনের ১৩ ধারার উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সুরক্ষিত সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য।
৬) উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতাদের উক্ত সারফেসি আইনের অধীনে নিরাপদ সম্পদ হস্তান্তর করা নিষিদ্ধ, তা বিক্রির মাধ্যমে, লিজ বা অন্যথায় আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই। যে কোনো ব্যক্তি যে আইন বা বিধির বিধান লঙ্ঘন করে বা লঙ্ঘন করতে সহায়তা করে সে আইনের ধারা ২৯ এর অধীনে প্রদত্ত কারাদন্ড এবং/অথবা জরিমানার জন্য দায়বদ্ধ।

**তারিখ : ১৭.০৪.২০২৪**
**স্থান : কলকাতা**
**অনুমোদিত অফিসার**
**আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড**

# 'সন্ধান চাই', শত্রুঘ্ন সিনহার বিরুদ্ধে পোস্টার বিজেপির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল:** আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা দিন পরই লোকসভা ভোট। ভোটের প্রাক্কালে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে জমজমাট রাজনৈতিক মঞ্চ। ইতিমধ্যেই ভোট প্রচারে ব্যস্ত সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি। এরই মাঝে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ তথা আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের এবারের তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার বিরুদ্ধে পড়ল পোস্টার। অণ্ডাল গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেল এই ধরনের পোস্টার বা লিফলেট। তাতে পরিষ্কার ভাষায় লেখা 'সন্ধান চাই, সন্ধান চাই, মাননীয় শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয়কে দীর্ঘকাল যাবত আমরা খুঁজে পাচ্ছি না, যদি কোনও সহৃদয় ব্যক্তি তাকে খুঁজে পান আমাদের জানাবেন'। অণ্ডাল গ্রাম বিজেপির তরফে এমনই পোস্টার পড়ল এলাকায়।



কেন অণ্ডাল এলাকায় এই ধরনের পোস্টার, এই বিষয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিজেপির কিষান মোর্চার সহ-সভাপতি রবীন্দ্রনাথ রায়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'কেন্দ্র সরকারের একটা সঠিক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বিজেপির তৎকালের আসানসোলের সাংসদ বাবুল সুপ্রিয় দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন, ২০২২ সালে সেই জায়গা পূরণ করার জন্য হয় উপনির্বাচন। উপনির্বাচনের প্রার্থী হন শত্রুঘ্ন সিনহা। উপনির্বাচনে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন তিনি। কিন্তু তারপর থেকেই শত্রুঘ্ন সিনহাকে এলাকার মানুষ দেখতে পাওয়া যায়নি বলেই বিজেপির তরফ থেকে এই ধরনের পোস্টার দেওয়া হয়েছে।' পাশাপাশি তিনি এও দাবি করেন, এবারেও আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা, তাই হয়তো এবারও ভোট দিলে তাঁকে আর দেখতে পাওয়া যাবে না। মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছেতে এই পোস্টার দিয়েছেন বলে জানান তিনি।

অন্যদিকে অণ্ডাল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সুধীন পান্ডের দাবি, বিজেপি আসানসোলের প্রার্থী দেওয়ার মতো লোক খুঁজে পাচ্ছিল না। বর্তমানে বিজেপির আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে যাঁর নাম ঘোষণা করেছেন, তিনিই দুর্গাপুরে পাঁচ বছর ধরে নিখোঁজ ছিলেন বলে পোস্টারও পড়ে দুর্গাপুর শহর অঞ্চলজুড়ে। যেহেতু বিজেপি মানুষের পাশে থেকে এই পাঁচ বছরে কোনও কাজ করেনি, তাই করার কিছু নেই বলেই এই ধরনের কুৎসা ছড়াচ্ছেন। সুধীনবাবু দাবি করেন, আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহাকে তাঁরা সবসময় পাশে পান। তিনি সবসময় এলাকার মানুষের পাশে থেকেছেন।

# মদ বিক্রির টাকায় চলে এ রাজ্যের সরকার : জিতেন্দ্র

**নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল:** মদ বিক্রির টাকায় চলে এ রাজ্যের সরকার, মঙ্গলবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ অণ্ডালের আক্রান্ত বিজেপি যুব নেতাকে দেখতে এসে এহেন বিস্ফোরক অভিযোগ করেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি।



এদিন আক্রান্ত বিজেপি যুব নেতাকে দেখতে এসে পুলিশের কাজ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তিনি। মদ নিয়েই এই ঝামেলা কিনা জিতেন্দ্রবাবুকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'মদের টাকাতেই চলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এ রাজ্যে আপনি যান কোনও স্কুল খোলার অনুমতির জন্য আপনি অনুমতি পাবেন না, কিন্তু মদ বিক্রির জন্য গেলে ঢালাও লাইসেন্স পাওয়া যায়।' পাশাপাশি তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আমাদের পড়শি রাজ্য বিহারে যেমন সরকার মদ বিক্রির ব্যান করেছে, এ রাজ্যেও সরকার কেন মদ বিক্রি ব্যান করছে না? আসলে মদ বিক্রির টাকায় চলে এ রাজ্যের সরকার।'

উল্লেখ্য, বিজেপি যুব মোর্চার রানিগঞ্জের ২ নম্বর মণ্ডল সভাপতি সঞ্জয় চৌধুরীকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল অণ্ডাল থানার অধীন কাজোড়া মোড় সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে। সঞ্জয়ের ওপর হামলা করার অভিযোগে তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মদ বিক্রি সংক্রান্ত গণ্ডগোলের জেরে সঞ্জয়ের মাথা ফাটে। কিন্তু সঞ্জয় দাবি করেছেন, তাঁদের দোকানে মুদির সামগ্রী কিনতে এসে না পাওয়ায় স্থানীয় কয়েকজন তৃণমূল কর্মী তাঁর ওপর হামলা করেছেন। তৃণমূলের তরফে অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে জানানো হয়েছে। সঞ্জয়ের দাবি, মদ বিক্রির কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, এক তৃণমূল কর্মী তাঁর রেশন দোকানে সামগ্রী কিনতে এসেছিলেন। তিনি যে সামগ্রী চেয়েছিলেন তারমধ্যে কিছু জিনস ছিল না দোকানে। তাই দেওয়া যায়নি। এই নিয়ে আমার ভাইয়ের সঙ্গে ঝামেলা হয় ওই তৃণমূল কর্মীর। আমি বাইরে এসে দেখি ওই তৃণমূল কর্মী তাঁর অনুগামীদের নিয়ে এসে ভাইয়ের ওপর চড়াও হয়েছে। বাধা দিতে গেলে ওঁদের মধ্যে একজন রড দিয়ে মেরে আমার মাথা ফাটিয়ে দেয়। থানায় গিয়েছিলাম পুলিশের নির্দেশমতো প্রথমে চিকিৎসা করিয়েছি।'

অন্যদিকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের জেলা যুব সভাপতি পার্থ দেওয়াসির দাবি, 'এটা কোনও রাজনৈতিক ঝামেলা নয়। সঞ্জয়দের ওই দোকান থেকে অবৈধ ভাবে মদ বিক্রি হয়। মদ বিক্রি সংক্রান্ত গণ্ডগোলের জেরে মাথা ফাটে। এখানে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই। তবে বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর নেব।'

## প্রচারে সুজাতা মণ্ডল

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** কখনও হুডখোলা গাড়িতে আবার কখনও পায়ে হেঁটে, লক্ষীর ভান্ডার কোলে নিয়ে মহিলাদের সঙ্গে নৃত্য আবার কখনও মাজারে চাদর চড়িয়ে নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তুলছেন সুজাতা মণ্ডল।

প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পর থেকে বিরোধীদের এক ইঞ্চি নির্বাচনী প্রচারে জমি ছাড়তে নারাজ বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। মঙ্গলবার সকাল থেকেই ইন্দাস ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে নির্বাচনী প্রচার সারলেন সুজাতা মণ্ডল। কখনও পায়ে হেঁটে আবার কখনও হুডখোলা গাড়িতে করে প্রচার করছেন তিনি। এমনকি দেখা যায় লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পে মহিলারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নৃত্য পরিবেশন করছেন সেখানে তৃণমূল প্রার্থীকে অংশগ্রহণ করতে এবং তাঁদের সঙ্গে নৃত্যে সামিল হতে। আবার ইন্দাসের একটি মাজারে যান এবং সেখানে চাদর চড়ান। সবমিলিয়ে নির্বাচনী প্রচারে ঝড় তুলেছেন বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। এদিনের এই কর্মসূচিটা উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল ছাড়াও, ইন্দাস ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শেখ হামিদ।

# হাসপাতালের ডিসপেনসারির ফলস সিলিং ভাঙায় রাজ্যকে দায়ী বিজেপির

## নির্বাচনী বিধিকে দুষল জেলা পরিষদ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** ফের প্রকাশ্যে চলে এল এ রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল ছবি। আচমকাই খসে পড়ল খোদ ব্লক হাসপাতালের ডিসপেনসারির ফলস সিলিং। খসে পড়া সিলিংয়ের আঘাতে সামান্য আহত হন ডিসপেনসারির এক ফার্মাসিস্ট। ঘটনার জন্য রাজ্য সরকারকেই দুষেছে বিজেপি। সমস্যার কথা স্বীকার করে তৃণমূল ঘটনার জন্য দুষেছে নির্বাচনী বিধিকে।



এ রাজ্যের বেহাল স্বাস্থ্য নিয়ে বারংবার বিরোধীরা কাঠগোড়ায় তোলে রাজ্যের সদিচ্ছার অভাবকে। এবার সেই বেহাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ছবি চোখে পড়ল বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের রানিবাঁধ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। দাবি, গত তিন বছর ধরে এই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডিসপেনসারির অংশ বেশ বেহাল। বারংবার বিষয়টি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক থেকে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তর এবং ব্লক প্রশাসনের নজরে এনেছেন হাসপাতালের চিকিৎসা কর্মীরা। কিন্তু তারপরও বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়ায় বেহাল ওই বাড়িতেই বছরের পর বছর ধরে বাধ্য হয়ে ডিসপেনসারি চালিয়ে আসছিলেন স্বাস্থ্যকর্মীরা।

আচমকাই ওই ডিসেপেনসারির ফলস সিলিংয়ের একাংশ ভেঙে পড়ে। তাতে হালকা আঘাত লাগে ওই ডিসেপেনসারিতে কর্মরত এক ফার্মাসিস্টের। এই ঘটনার পর স্বাভাবিক ভাবেই আতঙ্কিত ও ক্ষুব্ধ ওই ডিসপেনসারিতে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মীরা। বিজেপির দাবি, গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রের সরকার ন্যাশনাল হেলথ মিশনে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করলেও তা বরবাদ করছে এ রাজ্যের সরকার। ফার্মাসিস্ট অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। এই ঘটনার দায় সম্পূর্ণ ভাবে রাজ্যের সরকারের। তৃণমূলের দাবি, বিষয়টি প্রশাসনের সর্বস্তরে জানানো হয়েছে। এস্টিমেটও হয়ে গিয়েছে। নির্বাচনী বিধির কারণে নতুন ভবন নির্মাণের কাজ আটকে আছে।

## ভোটারদের সচেতন করতে অ্যাপ চালু নদিয়া প্রশাসনের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া:** আগামী ১৩ মার্চ রানাঘাট ও কৃষ্ণনগর দু'টি লোকসভা কেন্দ্রে হতে চলেছে নির্বাচন। একদিকে যেমন চলছে ভোট প্রচার অভিযান, অন্য দিকে চলছে ভোটারদের সচেতন করতে প্রশাসনিক প্রচারও। মঙ্গলবার নদিয়ার কৃষ্ণনগরে জেলাশাসকের দপ্তরে এক বিশেষ



অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ছিলেন জেলাশাসক এস অরুণ প্রসাদ। একটি অ্যাপ ভোট উপলক্ষে আনা হল নদিয়া জেলা নির্বাচন দপ্তরের পক্ষ থেকে। যেখানে নতুন ভোটার ও পুরনো ভোটাররা কীভাবে ভোট দেবেন সেই নিয়ে বিশেষ বার্তা দেওয়া আছে। পাশাপাশি রয়েছে কুইজের মাধ্যমে বিভিন্ন খেলা। জেলাশাসক বলেন, 'এই অ্যাপে একটি কিউ আর কোড বসানো আছে যা স্মার্টফোনে ডাউনলোড করা সম্ভব। আগামীদিনে ভোটদান সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে জেলা নির্বাচন আধিকারিকের এই উদ্যোগ।'

## পঞ্চমুখী হনুমান-মহাদেব মন্দির প্রতিষ্ঠা বিষ্ণুপুরে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর:** মল্ল রাজাদের ঐতিহ্যবাহী পোকাবাঁধ থেকে ১০০টি ঘটে জল নিয়ে বিষ্ণুপুর কুরবান তলায় পঞ্চমুখী হনুমান ও মহাদেব মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হল। মল্লগর তথা মন্দির নগরী বিষ্ণুপুরে প্রতিষ্ঠা করা হল পঞ্চমুখী হনুমান ও মহাদেব মন্দির। সকাল থেকেই এলাকার ১০০ জন পুরুষ ও মহিলা মল্ল রাজাদের ঐতিহ্যবাহী পোকাবাঁধ থেকে একশোটি ঘটে জল নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। এলাকার মানুষের প্রচেষ্টায় বিষ্ণুপুর পুরসভা কুরবান তলায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন সর্বসাধারণের। সব মিলিয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উৎসবের চেহারা ধারণ করেছে।

# নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা বিজেপির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া:** মঙ্গলবার তেহট্টের নির্যাতিতা নাবালিকাকে দেখতে বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে আসে।



প্রসঙ্গত, গত রবিবার সন্ধ্যেবেলা ঠান্ডা পানীয়ের সঙ্গে মাদক খাইয়ে অচৈতন্য করে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে নদিয়ার তেহট্ট থানার বেতাই লালবাজার পূর্বপাড়া এলাকায়। নির্যাতিতার পরিবারের দাবি, পরিবারের সবাই পাশে একটা শিবপূজার মেলার অনুষ্ঠান দেখতে যায়। নির্যাতিতা নাবালিকা সন্ধ্যাবেলায় মেলা দেখে বাড়িতে ফেরে ওই সময় পাড়ার দুই যুবক বিক্রম মণ্ডল ও শুভম ভক্ত ও শুভম ভক্তের মাসির ছেলে ওই নির্যাতিতার বাড়িতে আসেন। ওই দুই যুবক তৃণমূলের কর্মীর ভাইপো বলে জানা যায় স্থানীয় সূত্রে। তাঁদের বাড়িতে গিয়ে নাবালিকাকে পানীয়ের সঙ্গে কিছু খাইয়ে ওই নাবালিকাকে বেহুঁশ করে, ধর্ষণ করে বলে পরিবারের অভিযোগ। ইতিমধ্যে নাবালিকার পরিবারের সবাই বিক্রম নামে একজনকে ধরে ফেলেন এবং ঘরে আটকে রাখেন। কিন্তু বিক্রমের পরিবারের লোকজন ধর্ষিতা নাবালিকার পরিবারের লোকজনকে বেধড়ক মারধর করে বিক্রমকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যান বলে দাবি। এরপরে বেহুঁশ অবস্থায় ওই নাবালিকাকে প্রথমে তেহট্ট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে সেখান থেকে রেফার করা হয় শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে। তারপর অবস্থার অবনতি হলে তাকে কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ওখানেই বর্তমানে চিকিৎসাধীন নির্যাতিত নাবালিকা। যদিও পরিবারে পক্ষ থেকে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়া হয়।

এরপর আজ মঙ্গলবার ওই এলাকার বিজেপির পক্ষ থেকে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে পথ অবরোধ করা হয়। বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে যান নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করতে। এই প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন নদিয়া জেলা উত্তর বিজেপির সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস, রানাঘাট উত্তর-পশ্চিমের বিধায়ক পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায় এবং চাকদা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বঙ্কিম ঘোষ। তাঁরা জানান, নির্যাতিতাকে দেখার পর যদি প্রয়োজনে ভালো চিকিৎসার জন্য অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকে, তবে সেটাও তাঁরা করবেন। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তিনজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে তেহট্ট থানার পুলিশ। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। যদিও পুরো ঘটনার তদন্তে রয়েছে তেহট্ট থানার পুলিশ।

# মনোনয়নপত্র জমা উত্তর ও দক্ষিণ মালদা লোকসভার ২ তৃণমূল প্রার্থীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** পুরুলিয়ার উচ্চকায় মাদল, সঙ্গে তাসার বাজনা। পাশাপাশি সাঁওতালি ও রবীন্দ্র নৃত্য এরকমই রকমারি আয়োজন করে কয়েক হাজার কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন উত্তর ও দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের দুই প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শাহনাওয়াজ আলি রায়হান।

মঙ্গলবার দুপুরে তৃণমূলের দুই প্রার্থীর সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন এবং তাজমুল হোসেন। এছাড়াও ছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি সহ জেলা নেতৃত্ব। দলের কর্মীদের থেকেও বেশি এদিন জেলার প্রথম সারির নেতাদের হাতেই ছিল তৃণমূলের দলীয় ঝান্ডা। জয় বাংলার স্লোগান দিয়েই রাস্তায় নেমে তৃণমূল নেতারা মনোনয়নপত্রের মিছিলে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন। আর এই মিছিলের মাধ্যমে মোদী ও যোগীকে একহাত নিয়েছেন মালদা দুই লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীরা। এদিন মালদা শহর পরিক্রমা করে জেলা প্রশাসনিক ভবনের অদূরেই তৃণমূলের র‍্যালি শেষ হয়। এরপরই নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মতোই মালদার দু'টি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থীরা নিজেদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে জেলা প্রশাসনিক ভবনে হাজির হন।

এদিন উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে পুরাতন মালদার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডিসকোমোর এলাকা থেকে



বিশাল র‍্যালি শুরু হয়। সেই র‍্যালিতেই ছিল পুরুলিয়ার উচ্চকায় ধামসা, ঢোল ও তাসার বাজনা। এর সঙ্গে ছিল সাঁওতালি ও রবীন্দ্র নৃত্য। রঙিন পোশাকে দলের কর্মী সমর্থকরাও এদিনের র‍্যালিতে সামিল হয়েছিলেন। রীতিমতো তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় জনজোয়ারে পরিণত হয়।

অন্যদিকে একই ভাবে দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলি রায়হানের সমর্থনে মালদা শহরের বৃন্দাবনী মাঠ থেকেও বিশাল র‍্যালি বের হয়। দুই প্রার্থীর উপস্থিতিতেই এই র‍্যালি গোটা শহর পরিক্রমা করে। পরে জেলা প্রশাসনিক ভবনে গিয়ে তৃণমূলের দুই প্রার্থীরা নিজেদের মনোনয়নপত্র জমা দেন।

উত্তর এবং দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শাহনাওয়াজ আলি রায়হান বলেন, 'মালদা শুধু নয়, এই বাংলাতেই মোদি অথবা যোগীর যদি হিম্মত থাকে নির্বাচনে দাঁড়াক, ওদের মানুষ পরাজিত করবে। এরাজ্যে উন্নয়নই শেষ কথা। যা মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে দেখিয়েছেন। মোদি বাংলা কোথায় কী সভা করল, আর কী বলল তাতে কোনও যায় আসে না। আমাদের লক্ষ্য একটাই, সেটি হচ্ছে উন্নয়ন। আর সেই উন্নয়নকে হাতিয়ার করেই নির্বাচনে লড়াই শুরু করেছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশেই মানুষের পাশে থেকেই কাজ করছি।'

এদিন মালদার দু'টি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শাহনাওয়াজ আলি রায়হান আরও বলেন, 'গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ, এনআরসি এবং সিএএ প্রতিরোধ করা সহ একাধিক ইস্যু এই নির্বাচনে তুলে ধরা হয়েছে। কেন্দ্র সরকারের বঞ্চনার জন্য মালদার গঙ্গা ভাঙ্গন সংলগ্ন এলাকার মানুষেরা কী ভাবে দুর্দশার মুখে পড়েছেন, সেটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। যদিও মানুষ দু' হাত তুলে তৃণমূলকেই আশীর্বাদ করছেন। মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষ্মী ভান্ডার থেকে শুরু করে যেসব জনমুখী প্রকল্প রয়েছে সবকিছু সুবিধা পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। ফলে এবারে বিরোধী কোনও দলই তৃণমূলকে আটকাতে পারবে না। ওরা গোহারা হারবে। রাজ্যের সমস্ত আসনে জিতবে তৃণমূল।'

## রেল ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে মিছিল নবদ্বীপ ঘাট স্টেশনে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া:** ট্রেনের দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের। নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক নেতাদের চাপে ফেলতেই এহেন উদ্যোগ বলে দাবি। ১৪ বছর আগে নবদ্বীপ ঘাট স্টেশনে বন্ধ হওয়া রেল ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি তুলে বিক্ষোভে সামিল হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মঙ্গলবার নবদ্বীপ ঘাট রেল স্টেশন থেকে নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত ট্রেন চালুর দাবি তুলে এক পদযাত্রায় সামিল হল ভাগীরথী পূর্ব পাড়ের সাধারণ মানুষ। এদিনের রেল ফিরিয়ে দেওয়ার আন্দোলনে সামিল হয়েছিল অসংখ্য মহিলা সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। জাতি ধর্ম এমনকি দলমত নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ পা মিলিয়েছিল এদিনের প্রতিবাদ মিছিলে। ইতিমধ্যেই আমঘাটা পর্যন্ত ন্যারোগেজ থেকে ব্রডগেজে রূপান্তরিত হয়েছে। শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে চলার অপেক্ষায় সেই ট্রেন। পরবর্তী নবদ্বীপ ঘাট স্টেশন পর্যন্ত ট্রেন চালুর দাবি নিয়েই এদিনের কর্মসূচি নবদ্বীপ ঘাট রেল স্টেশন বাঁচাও কমিটির।

স্থানীয়দের দাবি, প্রায় তেরো বছর আগে ন্যারোগেজ থেকে ব্রডগেজে রূপান্তরের কথা বলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল তিন কামরার ছোট ট্রেন। দেখতে দেখতে ১৪ বছর হয়ে গেল। রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিশ্রুতি সার, আজও পর্যন্ত রেল এল না নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত। সম্প্রতি কৃষ্ণনগর থেকে আমঘাটা পর্যন্ত ব্রডগেজ ট্রেন খুব শীঘ্রই চালু হতে চলেছে আর তাই ব্রাত্য নবদ্বীপ ঘাট স্টেশন। নবদ্বীপ ঘাট পর্যন্ত রেলের দাবিতে এই বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ কর্মসূচি স্থানীয় বাসিন্দাদের।

## ধর্ষণ ও মৃত্যুতে প্ররোচনার অভিযোগে ধৃত নেতা সৌমিত্রর প্রচারে, বিতর্ক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া:** আবারও বিতর্কের মুখে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। সোমবার ইন্দাসে দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে ভোট প্রচার উপলক্ষে একটি মিছিল করতে দেখা যায় বিজেপি প্রার্থীকে। এই মিছিলে প্রথম সারিতে বিজেপি প্রার্থী এবং ইন্দাসের বিধায়কের পাশে হাঁটতে দেখা যায় দলের সম্পাদকের পদ থেকে বহিষ্কার হওয়া সোনামুখীর বিজেপি নেত্রীকে ধর্ষণের ও মৃত্যুতে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া নেতা তরুণ সামন্তকে।

সম্প্রতি সোনামুখীর এক বিজেপি নেত্রীকে দলের বড় পদ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল বিজেপি নেতা তরুণ সামন্তের দিকে। চলতি বছরের ২৩ জানুয়ারি নিজের বাড়িতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে ওই বিজেপি নেত্রী। বিজেপি নেত্রীর স্বামী সোনামুখী থানায় অভিযোগ করে তাঁর স্ত্রীকে মৃত্যুতে প্ররোচনা দেন, তৎকালীন সময়ে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সম্পাদক তরুণ সামন্ত। অভিযোগের ভিত্তিতে ওই বিজেপি নেতাকে গ্রেপ্তারও করা হয়, পরে জামিনে মুক্তি পান ওই বিজেপি নেতা। গ্রেপ্তারের পর জেলা বিজেপির সভাপতি তথা ওন্দা বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক অমরনাথ শাখা জানিয়েছিলেন, রাজ্যের নির্দেশে তরুণ সামন্ত যে পদে ছিলেন, সেই পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এবার লোকসভা নির্বাচন দোরগোড়ায় আসতেই বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁয়ের সঙ্গে ভোট প্রচার করতে দেখা যায় অভিযুক্ত ওই বিজেপি নেতাকে। তারপরেই নিন্দা ও বিতর্কের ঝড় বিরোধী মহলে। প্রত্যেকেরই প্রশ্ন, কী ভাবে দলেরই এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া নেতাকে বিজেপি প্রার্থী দলীয় কর্মসূচিতে রাখেন। তবে বিরোধীরা মনে করছেন, সৌমিত্র খাঁ ভোট প্রচারের জন্যই এই নিম্নমানের কাজ করেছেন।

সৌমিত্র খাঁয়ের দাবি, 'ও তো এখনও দোষী নয় ওর থেকে সে জামিন পেয়েছে। কেউ রাস্তায় হাঁটলে তাঁকে তো আর বাধা দেওয়া যায় না। দলের কোনও পদে নেই কেউ যদি ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে মিছিলে হাঁটে সেটায় আমার কিছু বলার নেই।'



আর এই নিয়ে বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করেছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এই ধরনের লোক ছাড়া ওদের লোক নেই এরাই তো বিজেপির মুখ। বিজেপির যা কালচার সেই কালচার মেনেই ওরা কাজ করে চলেছে।'

অন্যদিকে বাঁকুড়া জেলা প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দেবু চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা মহিলাদের মা দুর্গা হিসেবে দেখি। আর একজন নারীর সম্মান নষ্ট আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়া সেই ধরনের মানুষকে নিয়ে মিছিল মিটিং করা ঠিক নয়।' এটা যেমন বিজেপি কর্মীদের কাছে ভুল বার্তা যাবে, তেমনই সমাজের কাছেও ভুল বার্তা যাবে বলে জানান তিনি।

এ বিষয়ে তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল বলেন, 'এটাই বিজেপির আসল চরিত্র, বিষ্ণুপুরের মানুষ বুঝতে পেরেছে আগামী দিন ভোট বাক্সেও বোঝাবে।'

# অন্নপূর্ণা পুজোয় কয়েক হাজার মানুষকে অন্ন ভোগ বিতরণ

**মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ**

অন্নপূর্ণা পুজোকে কেন্দ্র করে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গেল আরামবাগের তেঘরিতে। কথিত আছে, সকলের দুঃখ দারিদ্র যিনি দূর করেন তিনি হলেন মা অন্নপূর্ণা। অন্নপূর্ণার এক হাতে থাকে অন্ন পাত্র, আর অন্য হাতে থাকে হাতা। অন্নপূর্ণা মায়ের মাথায় থাকে নবচন্দ্র আর এক পাশে ভূমি এবং অন্যপাশে শ্রী। দেবী পার্বতীর আর এক রূপ হল মা অন্নপূর্ণা, তাঁর অপর নাম অন্নদা। দেবী পার্বতী ভিক্ষারত শিবকে অন্নদান করে এই নাম প্রাপ্ত হন।

চৈত্র মাসের শুক্ল অষ্টমী তিথিতে মা অন্নপূর্ণা পূজা হয়। এই পূজা করলে গৃহে অন্নের অভাব থাকে না আর্থিক দিকও ভালো হয়। অন্নপূর্ণার কৃপায় দূর হয়ে যায় সমস্ত অভাব। সংসার হয়ে



ওঠে স্বচ্ছ পরিপূর্ণ। চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে অন্নপূর্ণা মায়ের পূজা আরামবাগ জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় হয়ে থাকে। তার মধ্যে হুগলি জেলার আরামবাগের তেঘরিতে প্রত্যেক বছরই জাঁকজমক ভাবে অন্নপূর্ণা পুজিত হন। পুজোটি পরিচালনা করেন তেঘরি গ্রামবাসীরা। পুজোর শুভ সূচনা হয় মঙ্গলঘট উত্তোলনের মধ্য দিয়ে।

এই পুজোকে কেন্দ্র করে তেঘরি গ্রাম ছাড়াও আশপাশের বেশ কিছু গ্রামের মানুষ এই পুজোয় সামিল হয়। আরামবাগের আশপাশ থেকেও বহু মানুষ পুজো দেখতে ভিড় জমায় অন্নপূর্ণা মন্দিরে। সকাল থেকে শুরু হয় পূজাপাঠ। কয়েক হাজারেরও বেশি মানুষকে ভোগ খাওয়ানো হয়। পুজোর শুরুর পরের দিন থেকেই মন্দির চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পূজা উপলক্ষে মন্দির চত্বরে বসেছে অসংখ্য দোকানদার। এবছর তেঘরি অন্নপূর্ণা মায়ের পূজা ৫১তম বর্ষে পদার্পণ করল সেই উপলক্ষে একটি বাদ্যযন্ত্র সহকারে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল।

পুজো প্রসঙ্গে গ্রামের বাসিন্দা স্বরূপ কুমার দাস বলেন, 'প্রথম থেকেই মায়ের পুজো কষ্ট করে আমরা শুরু করেছিলাম। আস্তে আস্তে মায়ের দয়াতে মন্দির করতে পেরেছি। এখন পুজোটা সার্বজনীন হয়ে গিয়েছে। পুজো আমাদের শান্তিপূর্ণভাবেই হয়। মন্দিরের সম্পাদক সুব্রত কুন্ডু ও সৌরেন দীর্ঘাঙ্গি জানান, প্রতিবছরই মায়ের পুজো ভালো করে করার চেষ্টা করি। প্রথমে পুজোটা ছোট্ট করে হত। মায়ের আশীর্বাদে অনেক বড় হয়েছে। এখন এটা একটা উৎসবে পরিণত হয়ে গিয়েছে। গ্রামের মানুষের প্রচুর পরিশ্রম থাকে এই পুজোতে। অনেকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সকলকেই বলব আপনারা পুজো দেখতে আসুন।' গৃহবধূ টুম্পা কুণ্ডু বলেন, 'মহা অষ্টমীর দিন পুজো শুরু হয়। এখানে ৭-৮ দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠান হয়। বহু পুরনো ঐতিহ্যবাহী মায়ের পুজো হয়ে আসছে।'

# ‘মাই নেম ইজ অরবিন্দ কেজরিওয়াল অ্যান্ড আই অ্যাম নট আ টেররিস্ট’

## তিহার থেকে বার্তা কেজরিওয়ালের

**নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল:** জেলের মধ্যে জঙ্গিদের মতো আচরণ করা হচ্ছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। এমনই অভিযোগ তুলে এবার দেশবাসীর উদ্দেশে বার্তা দিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মঙ্গলবার তাঁর সেই বার্তা জনসমক্ষে তুলে ধরলেন সদ্য জেল থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়া আপ-এর সাংসদ সঞ্জয় সিং। এ বার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর মুখে শোনা গেল, ‘মাই নেম ইজ অরবিন্দ কেজরিওয়াল, অ্যান্ড আই অ্যাম নট আ টেররিস্ট’। অর্থাৎ ‘আমি কোনও জঙ্গি নই, আমি অরবিন্দ কেজরিওয়াল।’

গত ২১ মার্চ দিল্লির আবগারি মামলায় ধৃত কেজরিওয়ালের বর্তমান ঠিকানা এখন তিহার। সেখানকার দু’নম্বর সেলেই দিন কাটছে তাঁর। গ্রেপ্তার হওয়ার পরেও মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়েননি তিনি। আপ দাবি করেছে, জেল থেকেই সরকার চালাবেন কেজরিওয়াল। জেলবন্দি হওয়ার পর থেকেই স্ত্রী সুনীতা-সহ আপের বিভিন্ন নেতা-নেত্রীর মাধ্যমে নিজের বার্তা দিয়ে আসছেন তিনি। মঙ্গলবার তেমনই এক বার্তা পড়ে শোনালেন আপের রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয়।

আপ সাংসদের অভিযোগ, ‘জেলে কেজরিওয়ালের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের মতো আচরণ করা হচ্ছে।’

একই সঙ্গে আপ সাংসদ অভিযোগ করেছেন, ‘জেলে কাছের মানুষের সঙ্গে কেজরিওয়ালকে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। এটিই স্পষ্টতই একটি প্রতিহিংসার রাজনীতি। এ ভাবে তাঁকে আটকে রাখা যাবে না। তিনি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবেন।’সোমবার তিহারে গিয়ে কেজরিওয়ালের সঙ্গে দেখা করেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবত মান। তিহার থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এটা খুবই দুর্ভাগ্যের যে, এক জন দাগী আসামিকে যে সমস্ত সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়, কেজরিওয়ালকে সেটুকুও দেওয়া হচ্ছে না। তাঁর দোষটা কোথায়?’ মঙ্গলবার একই কথা বলতে শোনা গেল সঞ্জয়ের মুখেও।

আপ সাংসদ আরও বলেন, ‘আপনি যতই তাঁকে (অরবিন্দ কেজরিওয়াল) ভাঙার চেষ্টা করবেন, ততই তিনি শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসবেন।জেল থেকে কেজরিওয়ালের দেওয়া নতুন বার্তা নিয়ে যখন আসরে নেমেছে আপ, তখন বিজেপিও পাল্টা আক্রমণ করতে ছাড়ছে না। দিল্লির সাংসদ মনোজ তিওয়ারি সংবাদসংস্থা পিটিআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘কে তাঁকে সন্ত্রাসবাদী বলছে? আমরা তাঁকে দুর্নীতিবাজ বলছি। তিনি দিল্লির শত্রু।’

# ইভিএম-ভিভিপ্যাট মিলিয়ে দেখার দাবি

# পুরনো ভোটপদ্ধতিতেও কারচুপি হত, মত সুপ্রিম কোর্টের

**নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল:** যখন ব্যালটে ভোট হত, তখন কী হত সেটাও জানা আছে। এভাবেই পুরনো ভোটপদ্ধতিতেও কারচুপি হত বলে জানাল সুপ্রিম কোর্ট। ইভিএমের ভোটের সঙ্গে ভিভিপ্যাট স্লিপ মিলিয়ে দেখার আর্জিতে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হওয়া মামলার শুনানি ছিল মঙ্গলবার। সেখানেই শীর্ষ আদালত গোপন ব্যালট পদ্ধতির সমস্যা নিয়ে মন্তব্য করল।

প্রসঙ্গত, ইভিএম এবং ভিভিপ্যাটের ভোটার স্লিপ মিলিয়ে দেখার দাবি দীর্ঘদিনের। আবেদনকারীদের বক্তব্য, ভিভিপ্যাটের তথ্য ও ইভিএমে পড়া ভোটের মধ্যে পার্থক্যের বিস্তর অভিযোগ ওঠে। তাই সব ভিভিপ্যাট স্লিপ গণনা করা উচিত। সেপ্রসঙ্গেই বিচারপতি সঞ্জীব খান্নাকে এদিন বলতে শোনা যায়, ‘আমরা ষাট পেরিয়ে গিয়েছি। আমরা সবাই জানি, যখন ব্যালট ছিল তখন কী হত। আপনারাও হয়তো জানেন। কিন্তু আমরা ভুলে যাইনি।’

এদিন মামলার অন্যতম

আবেদনকারী প্রশান্ত ভূষণ বলেন, ‘আমরা পেপার ব্যালটে ফিরে যেতেই পারি। আর একটা অপশন হল ভিভিপ্যাট স্লিপ ভোটারদের দিয়ে দেওয়া। অন্যথায় স্লিপ মেশিনে পড়ে গেলে সেই স্লিপ ভোটারদের হাতে দেওয়া যায়, সেখান থেকে তাঁরা তা ব্যালট বাক্সয় ফেলে দিতে পারবেন। কিন্তু ভিভিপ্যাট ডিজাইন বদলে গিয়েছে। হওয়া উচিত ছিল স্বচ্ছ কাচের। কিন্তু করা হয়েছে অন্ধকার অস্বচ্ছ কাচের। কেবলমাত্র ৭ সেকেন্ড সময়ে তা দৃশ্যমান হবে, যখন আলোটা জ্বলবে।’ এর পর প্রশান্ত ভূষণ জার্মানির উদাহরণ দেন। বলেন, জার্মানির মতো দেশ ইভিএম থেকে ব্যালটে ফিরে গিয়েছে। সেই সময় বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত প্রশ্ন করেন, জার্মানির জনসংখ্যা কত। প্রশান্ত জবাবে ৬ কোটি বললে তখনই বিচারপতি সঞ্জীব খান্না বলেন, ‘৯৭ কোটি হল এদেশের রেজিস্টার্ড ভোটারের সংখ্যা! আমরা জানি, ব্যালট পেপারের সময় কী হত।’

পরে বর্ষীয়ান আইনজীবী সঞ্জয় হেগড়ে প্রস্তাব দেন, অন্তত ভিভিপ্যাট স্লিপের সঙ্গে ইভিএমের হিসেব মিলিয়ে দেখা হত। যা শুনে বিচারপতি খান্না প্রশ্ন তোলেন, ‘হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে ৬০ কোটি ভিভিপ্যাট স্লিপ গুনে দেখতে হবে। তাই তো? এর পরই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিচারপতি জানান, ‘মানুষ হস্তক্ষেপ না করলে যন্ত্র সঠিক ফলাফলই জানায়। সমস্যা তখনই হয়, যখন মানুষ হস্তক্ষেপ করে অথবা সফটওয়্যার বা মেশিনে অননুমোদিত পরিবর্তন করে দেয়। যদি সেটাকে এড়ানোর কোনও পরামর্শ থাকে তাহলে তা আমাদের জানাতে পারেন।’ পরে শীর্ষ আদালত ইভিএম বিকৃতি প্রসঙ্গে জানায়, এটা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়।

# ‘প্রত্যেকের ঘুমের অধিকার আছে’

## রাত জাগিয়ে জেরা করা উচিত নয়, মত বম্বে হাইকোর্টের

**মুম্বই, ১৬ এপ্রিল:** ঘুমের অধিকার রয়েছে সকলেরই। ইডির বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলায় এই কথা সাফ জানিয়ে দিল বম্বে হাইকোর্ট। সোমবার আদালতের তরফে জানানো হয়, রাতের বেলা ঘুমনোর অধিকার রয়েছে সকলেরই। তাই গভীর রাত পর্যন্ত কাউকে জেরা করা বা বয়ান রেকর্ড করা মোটেও উচিত নয়।

জানা গিয়েছে, ইডির গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে বম্বে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন রাম ইসরানি নামে এক ব্যক্তি। তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ উঠেছিল। গত অগস্টে তাঁকে তলব করে ইডি। সমনের ভিত্তিতে হাজিরা দিতেই রামকে দীর্ঘ সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। রাত সাড়ে তিনটে পর্যন্ত তাঁর বয়ান রেকর্ড করা হয়। তার পরে গ্রেপ্তার করা হয় রামকে। সেই গ্রেপ্তারির বিরোধিতা করে আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি।

সেই মামলার শুনানির সময়েই ঘুমের অধিকারের বিষয়টি উল্লেখ করে বম্বে হাইকোর্ট। সেই সময় ইডির আইনজীবী জানান, রামের অনুমতি নিয়েই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। এই বক্তব্যের পর দুই বিচারপতির বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ‘অনুমতি নিয়ে হোক বা অন্য কোনওভাবে হোক, যেভাবে অভিযুক্তের বয়ান নেওয়া হয়েছে সেটা খুবই নিন্দনীয়। মাঝরাত পেরিয়ে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত জেরা করা হয়েছে। তলব করা হলেও অভিযুক্তকে সঠিক সময়ে ঘুমোতে দেওয়া উচিত। কারণ প্রত্যেকেরই ঘুমের অধিকার রয়েছে। মাঝরাত অবধি জেরা করলে অবশ্যই কোনও ব্যক্তির চেতনায় সমস্যা হয়।’ তবে গ্রেপ্তারির বিরোধিতা করে দায়ের হওয়া মামলা খারিজ করে দিয়েছে বম্বে হাইকোর্ট।

# মদ্যপ গাড়ি চালকের বেপরোয়া গতির বলি বাইক আরোহী

**অমরাবতী, ১৬ এপ্রিল:** মদ্যপ গাড়ি চালকের বেপরোয়া গতির বলি বাইক আরোহী। বাইক চালককে প্রথমে ধাক্কা, তারপর মৃতদেহ ছাদে নিয়ে ১৮ কিলোমিটার ছুটল এসইউভি গাড়ি! এমনই ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনার সাক্ষী হল অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর জেলা। দুর্ঘটনার পর থেকেই পলাতক চালক। অভিযুক্তের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, রবিবার রাত সাড়ে ১০ টা নাগাদ ঘটেছে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। বছর ৩৫-এর এক যুবক স্কুটিতে করে বাড়ি ফিরছিলেন। অভিযোগ, তখনই উলটো দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি এসইউভি গাড়ি মুখোমুখি ধাক্কা মারে সেই স্কুটিকে। দুর্ঘটনার জেরে গাড়ির ছাদের উপর আছড়ে পড়েন বাইক আরোহী। নেশাগ্রস্ত গাড়ির চালক তা বুঝতেও পারেনি। ওই অবস্থাতেই দ্রুত গতিতে মৃতদেহ ছাদে নিয়ে প্রায় ১৮ কিমি ছোটে গাড়িটি। প্রচুর রক্তক্ষরণের জেরে গাড়ির ছাদের উপরই মৃত্যু হয় যুবকের।

# ঝিলম নদীতে নৌকোডুবিতে মৃত অন্তত ৪ পড়ুয়া, নিখোঁজ বহু

**শ্রীনগর, ১৬ এপ্রিল:** যাত্রীবোঝাই নৌকা উলটে গেল ঝিলম নদীতে। জলে ডুবে চার জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। আরও বেশ কয়েকজন নদীতে তলিয়ে গিয়েছেন বলেই আশঙ্কা। উদ্ধারকাজে নেমেছে কাশ্মীরের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে খবর, এদিন নৌকোয় চেপেছিলেন বহু যাত্রী। তাঁদের মধ্যে একটা বড় অংশই ছিল পড়ুয়া। মূলত দশম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা ছিলেন ওই নৌকোয়। ঝিলম নদীতে আচমকাই নৌকোটি উলটে যায়। ডুবে যান যাত্রীরা। গান্দওয়াল নৌগাম এলাকার এই ঘটনার খবর দেওয়া হয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে।

ভোরবেলা নৌকোডুবির খবর পেয়েই উদ্ধারকাজে নেমে পড়ে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, ঝিলম নদীতে ডুবে যাওয়া চারজনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে আরও সাতজনকে। তার মধ্যে তিনজনকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। এখনও চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাঁরা। তবে এখনও তল্লাশি চলছে ঝিলম নদীর বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে।

তবে ডুবে যাওয়া নৌকোটিতে মোট কতজন যাত্রী ছিলেন, তা এখনও জানা যায়নি। কতজন ডুবে গিয়েছেন, সেই সংখ্যাও জানা যায়নি। তবে এখনও অনেকজন নিখোঁজ বলেই মত আধিকারিকদের। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরে একনাগাড়ে বৃষ্টি চলছে কাশ্মীর জুড়ে। বেশ কিছু এলাকায় চলছে তুষারপাতও। তার জেরে ঝিলম-সহ বেশ কিছু নদীতে জলস্তর বেড়েছে। এবার বড়সড় বিপত্তি নদীতে।

# জঙ্গিদের নিশানায় এবার সিডনির গির্জা

**সিডনি, ১৬ এপ্রিল:** ফের একবার রক্তাক্ত হল সিডনি। শপিং মলের পর এবার ধর্মীয় স্থান। সোমবার বিকালে একটি গির্জায় হামলা চালায় এক আততায়ী। ছুরি দিয়ে আঘাত করে বিশপ-সহ বেশ কয়েকজনকে। ঘটনায় গুরুতর আহত হন বিশপ। তদন্তে নেমে এই হামলাকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বলে উল্লেখ করেছে অস্ট্রেলিয়ার পুলিশ।

গত শনিবার সিডনির বন্ডি শহরের একটি শপিং মলে হত্যালীলা চালায় এক উন্মত্ত যুবক। ছুরি দিয়ে কোপানোর পাশাপাশি গুলিবৃষ্টিও করেছিল আততায়ী। ভয়ংকর ওই হামলায় প্রাণ হারিয়েছিলেন অন্তত ৬ জন। আহত হন বেশ কয়েকজন। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই নিশানা করা হয় সিডনিরই ওয়েকেলির একটি গির্জাকে। রয়টার্স সূত্রে খবর, সোমবার বিকালে গুড শেফার্ড গির্জায় প্রার্থনা চলছিল। আচমকাই তখন ছুরি হাতে ঢুকে পড়ে এক কিশোর। সামনে যাকে পায় এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে। ঘটনায় গুরুতর আহত হন বিশপ মার মারি ইমানুয়েল। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তাঁর। ছুরির আঘাতে জখম হন আরও কয়েকজন। কিন্তু হামলা চালিয়ে পালাতে পারেনি সেই কিশোর। ঘটনাস্থল থেকেই তাকে ধরে ফেলে পুলিশ।

কিন্তু ততক্ষণে গির্জার বাইরে পরিস্থিতি খুবই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। কিশোরটিকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ান গির্জার বাইরে উপস্থিত প্রায় ৩০ জন। সকলেই চিৎকার করে বলতে থাকেন, হামলাকারীকে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। বাধা দিতে গেলে ক্ষুব্ধ জনতা পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করে। আহত হন কয়েকজন পুলিশকর্মীও। তবে কোনওক্রমে জনতা শান্ত করে কিশোরটিকে সেখান থেকে নিয়ে যায় পুলিশ। তার পরই তদন্ত শুরু করা হয়।

# ইজরায়েলের পাল্টা হামলার আশঙ্কায় ইরানে বন্ধ পারমাণবিক কেন্দ্র!

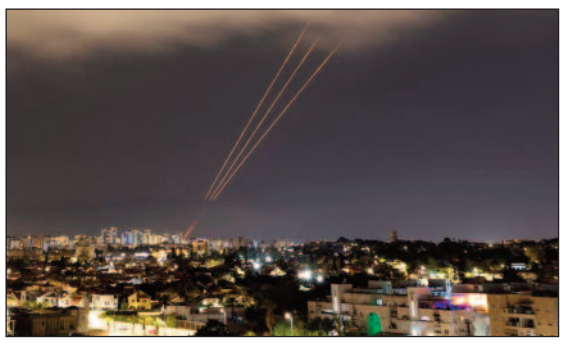

**জেরুজালেম, ১৬ এপ্রিল:** এখনও রক্তক্ষয়ী সংঘাত চলছে হামাস ও ইজরায়েলের মধ্যে। এর মাঝেই আরও এক ভয়ংকর যুদ্ধের মেঘ ঘনিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে। গত শনিবার, ১৩ এপ্রিল ইজরায়েলে মিসাইল হামলা চালিয়েছিল ইরান। সঠিক সময়ে উত্তর দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে তেল আভিভও। তবে আপাতত পরিস্থিতি শান্ত হলেও যুদ্ধের কালো মেঘ সরে যায়নি। সমর বিশ্লেষকদের আশঙ্কা যেকোনও সময় প্রতিশোধ নিতে ইরানে পালটা আক্রমণ শানাতে পারে ইহুদি দেশটি। এই আশঙ্কা থেকেই কি ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্রগুলোকে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে?

অতীতেও ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্রগুলোতে নানা অভিযান চালানোর অভিযোগ রয়েছে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে। এবারও কী তেহরানের হামলার প্রতিশোধ নিতে সেগুলোকেই নিশানা করবে তেল আভিভ? সোমবার এমনই প্রশ্ন করা আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার প্রধান রাফায়েল গ্রসিকে। উত্তরে তিনি বলেন, ‘আমরা সবসময় এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছি না। গোটা পরিস্থিতি নিয়ে আমরা উদ্বেগে রয়েছি। ইরানে আমাদের পরিদর্শকরা রয়েছেন। সেদেশের সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, প্রতিদিন সমস্ত পারমাণবিক কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করা হচ্ছে। নিরাপত্তার স্বার্থে সাময়িকভাবে সেগুলো বন্ধ রাখা হয়েছে।’

উল্লেখ্য, ২০১০ সালে খুন হন ইরানের দুই পরমাণু বিজ্ঞানী। তেহরান তাঁদেরকে হত্যা করার অভিযোগ তুলেছিল ইজরায়েলের বিরুদ্ধে। ওই বছরই ভাইরাস ব্যবহার করে অত্যাধুনিক একটি সাইবার আক্রমণ হয়েছিল ইরানে। যার ফলে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটেছিল। তখনও ইজরায়েল আর আমেরিকাকেই দায়ী করেছিল তেহরান। ফলে এইবারও বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, ইরানের পরমাণু কেন্দ্রগুলোকে নিশানা করতে পারে তেল আভিভ।

# খতম ২৯ মাওবাদী

**রায়পুর, ১৬ এপ্রিল:** লোকসভা ভোটের ঠিক আগেই মাওবাদী দমনে বিরাট সাফল্য সেনার। ছত্তিশগড়ে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষে নিকেশ অন্তত ২৯ জন মাওবাদী। প্রাথমিকভাবে অসমর্থিত সূত্রে এমনটাই খবর। পাল্টা হামলায় আহত ৩ নিরাপত্তারক্ষী। তবে হতাহতের সংখ্যা নিয়ে সরকারিভাবে এখনও কিছু জানানো হয়নি নিরাপত্তারক্ষীদের তরফে।

১৯ এপ্রিল লোকসভা ভোট শুরু হচ্ছে দেশে। ২৬ এপ্রিল, দ্বিতীয় দফায় কাঙ্কেরে ভোট। তার আগে ছত্তিশগড়ে এই ঘটনা। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার দুপুর দেড়টা নাগাদ অভিযান শুরু হয়। শামিল ছিল জেলা রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি) এবং সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। ২০০৮ সালে মাওবাদী দমনের জন্য তৈরি হয়েছিল ডিআরজি। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে চারটি একে-৪৭-সহ একাধিক অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে।

# নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েও মিলল না রেহাই, সুপ্রিম ভর্ৎসনার মুখে রামদেব

**নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল:** পতঞ্জলির বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের মামলায় এবার আদালতের কাছে জনসমক্ষে লিখিত ভাবে ক্ষমা চাইবেন বলে আর্জি জানালেন রামদেব। যদিও সে আর্জি গ্রহণ করল না শীর্ষ আদালত। পাশাপাশি শুনানি চলাকালীন সুপ্রিম তোপের মুখে পড়লেন বাবা রামদেব ও আচার্য বালকৃষ্ণ। জনসমক্ষে ক্ষমার আর্জি প্রসঙ্গে আদালতের তরফে কড়া সুরে প্রশ্ন করা হল, ‘কেন ক্ষমা করা হবে আপনাকে?’ পাশাপাশি আদালত জানায়, ‘আপনি কোনওভাবেই নির্দোষ নন। তাহলে একই কথা বারবার বলার প্রয়োজন কী?’

মঙ্গলবার এই মামলার শুনানিতে আদালতে উপস্থিত হন পতঞ্জলি সংস্থার প্রধান আচার্য বালকৃষ্ণ ও বাবা রামদেব। আদালতে তাঁদের আইনজীবী মুকুল রোহতগি বলেন, বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপনের জন্য জনসমক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা করতে চান তারা। আদালত অমান্য করার জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে ক্ষমা চাইবেন অভিযুক্তরা। পাশাপাশি আদালতে রামদেব বলেন, ‘আগামী দিনে আমি এই বিষয়ে সতর্ক থাকব। আমি জানি কোটি কোটি মানুষ আমাদের সঙ্গে জুড়ে রয়েছেন।’ রামদেবের বক্তব্য শোনার পর আদালত জানায়, ‘আমাদের কঠোর মনোভাবের পর আপনি এই ধরনের মন্তব্য করছেন।’ পাশাপাশি বলা হয়, ‘আপনি নিজেও জানেন, যে অসুখের চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়নি, তার চিকিৎসা আপনিও করতে পারবেন না। ফলে আইন সকলের জন্য সমান।’ কেন ক্ষমা করা হবে, সে প্রশ্ন তোলে শীর্ষ আদালত।

অন্যদিকে, এলোপ্যাথি চিকিৎসা নিয়ে কুৎসা প্রসঙ্গে আচার্য বালকৃষ্ণ বলেন, ‘আমাদের অজ্ঞানতাবশত ভুল হয়ে গিয়েছে।’ পালটা শীর্ষ আদালত জানায়, ‘আপনি এলোপ্যাথির দিকে আঙুল তুলতে পারেন না।’ রামদেব জানান, ‘অতি উৎসাহিত হয়ে আমরা এই কাজ করে ফেলেছি। এলোপ্যাথি নিয়ে আমরা কখনও আর কিছু বলব না। এই বিষয়ে আমরা সজাগ থাকব।’ যদিও সুপ্রিম কোর্টের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, ‘আদালতে এসব অনুনয় গ্রাহ্য হয় না। আপনাদের অতীত উদাহরণ ভালো নয়। ফলে আপনাদের ক্ষমা চাওয়ার আবেদন স্বীকার করা হবে কি না, আমরা পরে সিদ্ধান্ত নেব।’ এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে আগামী ২৩ এপ্রিল। সেদিন রামদেব ও বালকৃষ্ণ দুজনকেই আদালতে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

e-Tender are being invited by Superintending Engineer (P.W.D.) Western Electrical Circle, from eligible contractors bearing NIQ No. and Tender ID as follows:- NIT No.- WBPWD/SEWEC/BRED/NIQ-08/2024-25. Tender ID : 2024_WBPWD_688333_1. Name of the Work : Annual Comprehensive On-site Maintenance of Air Conditioning machines installed at Rampurhat Govt. Medical College & Hospital incl. PWD Office, CHOM Office under Rampurhat Electrical Sub-division, PWD. (One Year). For details see website : https://etender.wb.nic.in.
Sd/- Superintending Engineer, P.W.D.
Western Electrical Circle

e-Tender are being invited by Superintending Engineer (P.W.D.) Western Electrical Circle, from eligible contractors bearing NIQ No. and Tender ID as follows:- NIT No.- WBPWD/SEWEC/AED/NIQ-09/2024-25. Tender ID : 2024_WBPWD_688354_1. Name of the Work : Day to day Maintenance of EI work of Govt. office & Building under the Jurisdiction of Asansol Electrical Sub-Division-I under Asansol Electrical Division, P.W.Dte. Asansol in the dist. of Paschim Bardhaman. For details see website : https://etender.wb.nic.in.
Sd/- Superintending Engineer, P.W.D.
Western Electrical Circle

**Howrah Municipal Corporation Borough-VII**
57, Sastri Narendra Nath Ganguly Lane-711104
Phone : 033 -2627 -0182
**TENDER NOTICE [2nd Call]**
**NIT No.: TN/01/ ED/AE/ B-VII/PE 2024 / ACE-172/AMF works /2024-25.**
**Date : 16.04.2024**
The work is election related and emergent in nature. For details of N.I.T. (2nd Call) please refer to notice board of Borough-VII office & also visit website i.e. **www.wbtenders.gov.in**. Bid submission starting date : **16.04.2024 at 6:00 p.m. (ON-LINE).** Bid submission closing date : **23.04.2024 at 6:00 p.m. (ON-LINE).**
**Sd/-**
**Assistant Engineer**
**Borough-VII, H.M.C.**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

**TENDER NOTICE**
Sankhochil Cooperative Housing Society Ltd. intends to build one G+4 storied building at New Town Action Area- IIB, Kolkata for which the said society is inviting the application & desires to appoint one bonafide Contractor / Developer for building construction as per rules & regulations of Co-operative society & HIDCO. Application with an offer to be submitted to the E-mail of Society within 7days from publication date. The selection process is society's discretion.
**Sd/- Secretary**
**SANKHOCHIL CO-OP HOUSING SOCIETY LTD.**
**Sankhochil CHSL**
**Address:**
**sankhochilchsl@gmail.com**

**পূর্ব রেলওয়ে**
ই-টেন্ডার নোটিস নংঃ ডব্লু_এলএলএইচ_০১ ২০২৪-২৫, তারিখ ০৬.০৪.২০২৪। ডেপুটি সিএমই/ইলেক্ট, সিঅ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য প্রযুক্তিগত ক্ষমতাসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করা হচ্ছে ঃ- **কাজের নামঃ** এলএলএইচ-ওয়ার্কশপ চত্বরে আইএসঃ ১০৫০০-২০১৬ অনুসারে (৫ বছরের আয়রন মিডিয়া প্রতিস্থাপন ওয়ারেন্টি সমেত) উচ্চ গুণগত মানের আউটপুট প্রদানকারী (এনএসএফ৩৭২ এবং ৬১ এবং সিএসআইআর/বিএআরসি শংসাপত্রযুক্ত) কার্বন ফিল্টার অ্যাডভান্সড এফআরপি প্রেশার ভেসেল এবং মিডিয়া ভিত্তিক সমেত এসি/ডিসি বেসড আয়রন ও অন্যান্য ভারী সামগ্রী শোধনকারী পানীয় জলের ব্যবস্থা করার কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্যঃ** ₹৩৯,২৩,৩৬২.৬০। **বায়না অর্থঃ** ₹৭৮,৫০০.০০। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.০৪.২০২৪ দুপুর ২টা। ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবেঃ **www.ireps.gov.in**
MISC-13/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 305, KOLKATA, WEDNESDAY
17 APRIL 2024, PAGE 8

কলকাতা ১৭ এপ্রিল ২০২৪

# ম্লান নারাইনের শতরান, শীর্ষে সঞ্জুরাই

**রাজেশ ঠাকুর**

ব্যর্থ হল সুনীল নারাইনের শতরান। ইডেনে ২২৩ রান করেও জিততে পারল না কেকেআর। জস বাটলার শেষ পর্যন্ত টিকে থেকে রাজস্থান রয়্যালসকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়লেন। আরও একটি শতরান করলেন তিনি। ব্যাটারেরা দাপট দেখালেও কেকেআরের বোলারেরা হতাশ করলেন। এই হারের ফলে পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানেই থেকে থাকল কেকেআর। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে নিজেদের জায়গা আরও পাকা করল রাজস্থান।

আইপিএলে নতুন হলেও প্রতি ম্যাচে ম্যানেজমেন্টকে ভরসা দিচ্ছেন রঘুবংশী। এই ম্যাচেও দেখালেন তিনি কতটা প্রতিভাবান। উইকেটের সব দিকে শট খেললেন। নারাইনের উপর থেকে চাপ কিছুটা কমিয়ে দেন তিনি। তাতে লাভ হয় কেকেআরের। কারণ, নারাইন যে দিন চাপ ছাড়া খেলবেন সে দিন তাঁকে রোখা মুশকিল। এই ম্যাচেও সেটা দেখা গেল। ১৮ বলে ৩০ রান করে থার্ড ম্যান অঞ্চলে ছক্কা মারতে গিয়ে আউট হন রঘুবংশী।

আগের ম্যাচে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়লেও এই ম্যাচে রান পাননি কেকেআর অধিনায়ক শ্রেয়স। ১১ রান করে আউট হন তিনি। রাসেল করেন ১৩ রান। অন্য প্রান্তে রান না এলেও এক দিকে নিজের কাজ করে যাচ্ছিলেন নারাইন। রাজস্থানের দুই সেরা অস্ত্র যুজবেন্দ্র চহাল ও রবিচন্দ্রন অশ্বিনের পিছনে গেলেন তিনি। দুই স্পিনার রান দেওয়ায় সমস্যা হল রাজস্থানের। মাত্র ৪৯ বলে শতরান করলেন নারাইন। ১৩টি চার ও ৬টি ছক্কা মারলেন তিনি। পেসার, স্পিনার কোনও বোলারকে রেয়াত করলেন না ওয়েস্ট ইন্ডিজরে এই ক্রিকেটার। কেকেআরের তৃতীয় ক্রিকেটার হিসাবে আইপিএলে শতরান করলেন নারাইন। শেষ পর্যন্ত ৫৬ বলে ১০৯ রান করে ট্রেন্ট বোল্টের বলে আউট হন তিনি।

শেষ দিকে কেকেআরের রানকে টেনে নিয়ে গেলেন রিঙ্কু সিংহ। ৯ বলে ২০ রান করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ২২৩ রান করে কেকেআর। ইডেনে চলতি মরসুমে এটি কেকেআরের সর্বাধিক রান।

জবাবে রান তাড়া করতে নেমে প্রথম থেকেই বড় শট খেলা শুরু করেন যশস্বী জয়সওয়াল। কিন্তু বড় রান করতে পারেননি তিনি। ৯ বলে ১৯ রান করে বৈভব অরোরার বলে আউট হন তিনি। অধিনায়ক সঞ্জুও এই ম্যাচে রান পাননি। ১২ রান করে হর্ষিত রানার বলে ফেরেন তিনি। জরুরি রানরেট বেশি হওয়ায় হাত খুলে খেলা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না রাজস্থানের ব্যাটারদের। সেটাই করছিলেন জস বাটলার ও রিয়ান পরাগ। চলতি মরসুমে ভয়ঙ্কর ব্যাট করছেন পরাগ। এই ম্যাচেও পেসারদের বিরুদ্ধে বড় শট মারছিলেন তিনি। সাত ওভারেই ১০০-র কাছে পৌঁছে যায় রাজস্থান।

কলকাতাকে খেলায় ফেরান হর্ষিত। তাঁর বলে ছক্কা মারতে গিয়ে আউট হন পরাগ। ভাল ক্যাচ ধরেন রাসেল। ১৪ বলে ৩৪ রান করেন পরাগ। উইকেট পড়ায় রান তোলার গতিও কমে যায় রাজস্থানের। ব্যাট হাতে শতরানের পাশাপাশি বল হাতেও নিজের কাজ করেন নারাইন। ধ্রুব জুরেলকে ২ রানের মাথায় আউট করেন। প্রথমে আম্পায়ার আউট না দিলে রিভিউ নেন শ্রেয়স। ১০০ রানে ৪ উইকেট পড়ে যায় রাজস্থানের।

ছ'নম্বরে অশ্বিন ব্যাট করতে নামেন। তিনিও রান করতে পারেননি। ১১ বলে খেলে মাত্র ৮ রান করে বরুণ চক্রবর্তীর বলে আউট হন তিনি। পরের বলেই শূন্য রানের মাথায় শিমরন হেটমায়ারকে আউট করে রাজস্থানকে বড় ধাক্কা দেন বরুণ।

১৫ ওভারের পর থেকে মারা শুরু করে রাজস্থান। বাটলার তখনও ক্রিজে ছিলেন। বরুণের পরের ওভারে ১৭ রান নিয়ে রাজস্থানকে লড়াইয়ে রাখেন তিনি। বাটলারকে সঙ্গ দেন রভম্যান পাওয়েল। রাসেলের এক ওভারে আসে ১৭ রান। পরের ওভারে নারাইনকে দু'টি ছক্কা ও একটি চার মারেন পাওয়েল। দেখে মনে হচ্ছিল, ম্যাচ বার করে দেবেন দুই ব্যাটার। যদিও সেই ওভারেই ২৬ রানের মাথায় পাওয়েলকে আউট করেন তিনি। ৪ ওভারে ৩০ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন নারাইন।

শেষ তিন ওভারে রাজস্থানের জিততে দরকার ছিল ৪৬ রান। বাটলারের উপরেই সব নির্ভর করছিল। স্টার্কের শেষ ওভারে ভুল করে বসেন সল্ট। একটি বল ধরতে পারেননি তিনি। ওয়াইড বল বাউন্ডারিতে চলে যায়। সেই ওভারে আসে ১৮ রান। আরও এক বার হতাশ করলেন স্টার্ক। ৪ ওভারে ৫০ রান দিলেন ২৫ কোটির পেসার।

১৯তম ওভারে ১৯ রান নিলেন বাটলার। তিনি একাই খেলা কেকেআরের হাত থেকে নিয়ে গেলেন। শেষ ওভারে ম্যাচ জিততে ৯ রান দরকার ছিল রাজস্থানের। সেটা করে দেখালেন বাটলার। আরও এক বার ছক্কা মেরে শতরান করে শেষ পর্যন্ত টিকে থেকে রাজস্থানের সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটালেন তিনি।

# সর্বোচ্চ ১০৮ মিটার ছক্কা মারা কার্তিক কি ভারতের টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে থাকবেন

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ছক্কা মারলেন ৭টি, যার মধ্যে একটি এবারের আইপিএলে সর্বোচ্চ ১০৮ মিটার। খেলেছেন ৩৫ বলে ৭ ছক্কা ও ৫ চারে ২৩৭.১৪ স্ট্রাইকরেটে ৮৩ রানের ইনিংস। শুধু গতকালই যে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে এমন খেলেছেন, তা নয়, এর আগের ম্যাচে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষেও অপরাজিত ২৩ বলে ৫৩ রানের ইনিংস খেলেছেন দিনেশ কার্তিক।

সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত আইপিএলে রান করেছেন ৭৫.৩৩ গড়ে ২২৬। টি-টোয়েন্টিতে কার্তিকের মতো ফিনিশারদের যা দরকার, সেই স্ট্রাইকরেটও দুর্দান্ত; ২০৫.৪৫। প্রশ্ন হলো, এত কিছুর পরও কার্তিক কি ভারতের টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে থাকবেন?



উত্তরটা কার্তিকের বিপক্ষেই যাওয়ার সম্ভাবনাই হয়তো বেশি। কারণ, জুনে ৩৯ ছুঁতে যাওয়া কার্তিক এখন যতটা না ক্রিকেটার, তার চেয়ে বেশি ধারাভাষ্যকার। ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ গ্রুপপর্বে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচের পর আর ভারতের হয়ে খেলা হয়নি কার্তিকের। এখন তিনি ধারাভাষ্যকক্ষে সঙ্গ দেন হার্শা ভোগলে, কেভিন পিটারসনেদের। গতকাল তাঁর অমন ব্যাটিং দেখে ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় সাবেক ইংলিশ ব্যাটসম্যান পিটারসেন তো বলেই ফেলেছেন, 'এর আগে কোনো ধারাভাষ্যকারকে এমন ভালো ব্যাটিং করতে দেখিনি!'

কার্তিককে নিয়ে গতকাল স্টার স্পোর্টসে কথা বলেছেন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার আম্বাতি রাইডু। চেন্নাই ও মুম্বাইয়ের হয়ে দীর্ঘদিন আইপিএল খেলা রাইডু কার্তিককে বিশ্বকাপ দলে চাইছেন, 'কার্তিক সব সময় মহেন্দ্র সিং ধোনির আড়ালে ছিল, যে কারণে ধারাবাহিক সুযোগ পাননি। সম্ভবত শেষবারের মতো সে ভারতের ম্যাচ উইনার হতে পারে, বিশ্বকাপ দিয়ে ক্যারিয়ার শেষ করা ও ট্রফি জিততে ভারতকে সহায়তা করার সুযোগ সে পেতে পারে। আমার মনে হয় ভারতের তাকে বিশ্বকাপ দলে নেওয়া উচিত।'

সেই অনুষ্ঠানেই এ প্রসঙ্গে ভিন্নমত দিয়েছেন ভারতের সাবেক অলরাউন্ডার ইরফান পাঠান। তাঁর মতে উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান হিসেবে বিশ্বকাপ দলে থাকার দৌড়ে সঞ্জু স্যামসন, জিতেশ শর্মা কার্তিকের চেয়ে এগিয়ে। ইরফান বলেছেন, 'আমার মনে হয় বিশ্বকাপে জায়গা পাওয়ার দৌড়ে কার্তিকের চেয়ে সঞ্জু স্যামসন এগিয়ে, কিংবা জিতেশ শর্মা;যে সম্প্রতি ভারতের হয়ে খেলেছে। অন্য কেউ ভালো খেলছে বলে বর্তমানে যারা খেলেছেন তাদের কথা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না।'

ভারতের টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলার দৌড়ে আছেন বেশ কয়েকজন। স্যামসন, জিতেশের বাইরে এই দৌড়ে আছেন লোকেশ রাহুল, ঈশান কিষান। অন্যদিকে চোট কাটিয়ে ফেরা ঋষভ পন্তও নিজেকে প্রমাণ করে যাচ্ছেন। মাঠে ফিরে ৬ ইনিংসে ১৫৭.৭২ স্ট্রাইকরেট আর ৩২.২২ গড়ে তিনি রান করেছেন ১৯৪। কার্তিক বিশ্বকাপে থাকুক বা না থাকুক, ক্যারিয়ারের শেষ আইপিএলে এসেও রাহুল, কিষানদের সঙ্গে বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাওয়া প্রসঙ্গে তাঁর নামটাও যে আলোচনায় আসছে, সেটাই,বা কম কিসে!

যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে ১ জুন শুরু হবে টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

# ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাব ফুটবল ল্যান্ডস্কেপ বিপ্লব করার পরিকল্পনা চালু করেছে




**নিজস্ব প্রতিনিধি:** কলকাতা ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাব, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের একটি অগ্রগামী উদ্যোগ, আজ আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছে।

তরুণ উদ্যমী খেলোয়াড়দের নেতৃত্বে এই ক্লাবটির লক্ষ্য ভারতের ফুটবল ল্যান্ডস্কেপকে নতুন করে সাজানো। ক্লাবটি গ্রাসরুট থেকে পেশাদার স্তরে সাফল্য অর্জনের জন্য তরুণ ফুটবলারদের জন্য একটি ব্যাপক প্ল্যাটফর্ম প্রদানের কল্পনা করে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য সারা দেশ থেকে তরুণ খেলোয়াড়দের বোর্ডে আনার মাধ্যমে, ভারত জুড়ে উদীয়মান ফুটবল প্রতিভাদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো।

প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার দীপক মন্ডলকে নতুন প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ক্লাবের সাথে মার্কিউরিয়াল হোসে মার্সিও রামিরেজ ব্যারেটোর যোগসাজশ সামনের যাত্রার উত্তেজনা এবং প্রত্যাশাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। তার ব্যাপক অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সাথে, তিনি দলকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

ইউনাইটেড কোলকাতা স্পোর্টস ক্লাব ফুটবলের উন্নয়নে তার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। সহযোগিতা এবং ধারণা বিনিময়ের সুবিধার্থে বর্তমানে গোয়া, মিজোরাম এবং স্বনামধন্য ইউরোপীয় সংস্থাগুলির সাথে আলোচনা চলছে।

ক্লাবের সেক্রেটারি দেবদূত রায়চৌধুরী ক্লাবের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনাগুলি ভাগ করে বলেছেন, ক্ষ্মভারতে ফুটবলের একটি নতুন যুগ এসেছে, খেলার প্রতি নিষ্ঠা এবং আমাদের দেশের তরুণ নাগরিকদের জীবন পরিবর্তন করার উদ্যোগ থেকে জন্ম হয়েছে আমাদের জন্য, ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাব আশার আলোকবর্তিকা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে খেলাধুলাকে সর্বোচ্চ মানদণ্ডে উন্নীত করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। ক্লাবটির লক্ষ্য ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে খেলোয়াড়দের নিয়ে নতুন প্রতিভার সাথে প্রতিযোগিতা করা। আমাদের লক্ষ্য শীঘ্রই আইএসএলে খেলা।দ রায়চৌধুরী আরও উল্লেখ করেন, ক্ষ্মআমরা একটি ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় খুলছি, যাতে শিক্ষার্থীরা খেলাধুলায় তাদের ক্যারিয়ার আরও এগিয়ে নিতে পারে। ক্লাব তার খেলোয়াড়দের জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণ সেশন নিশ্চিত করতে সল্টলেকে অনুশীলন মাঠ সুরক্ষিত করেছে।

# মোহনবাগানের লিগ-শিল্ড জয়ে শামিল কলকাতা মেট্রোও




**নিজস্ব প্রতিনিধি:** সোমবার যুবভারতীতে মুম্বই সিটিকে হারিয়ে আইএসএলের লিগ-শিল্ড জিতেছে মোহনবাগান। লিস্টন কোলাসো এবং জেসন কামিংসের গোলে ২-১ জিতেছে তারা। সেই ম্যাচের পর দলের উচ্ছ্বাস তো হয়েছেই। সেই উদ্‌যাপনে শামিল হল কলকাতা মেট্রোও। মোহনবাগানের লিগ-শিল্ড জয়কে কাজে লাগিয়ে নতুন প্রচারে নেমেছে তারা। মঙ্গলবার মেট্রোর তরফে মোহনবাগান কোচ হাবাসের ছবি দিয়ে একটি পোস্ট করা হয়েছে। সেখান হাবাস বলছেন, ত্বছেলেরা, চলো গঙ্গার নীচে মেট্রো চড়ি। ওটাও ভারতসেরা।দ অর্থাৎ, আইএসএল জিতে মোহনবাগান যে রকম ভারতসেরা ক্লাব হয়েছে, তেমনই গঙ্গার নীচে মেট্রোও যে দেশে প্রথম এবং সবার থেকে সেরা, সেটাই উল্লেখ করা হয়েছে ওই পোস্টে।

এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান মেট্রো চালু হওয়ার পরেই তার প্রচার করতে পুরোদমে নেমে পড়েছেন কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। বিভিন্ন সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে প্রচার করা হচ্ছে। তার মধ্যে যেমন আইপিএলের ঘটনা উঠে আসছে, তেমনই বিভিন্ন সিনেমার অংশবিশেষে নিজেদের মতো করে সংলাপ বসিয়ে প্রচার করা হচ্ছে। কলকাতা পুলিশ এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তরফে প্রায়শই এ রকম পোস্ট করা হয়ে থাকে।

# আইপিএলে নতুন পিচ, বিদেশ থেকে আনা উইকেটে খেলবেন ধোনি, কোহলিরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** যে স্টেডিয়ামে খেলা সেখানে তৈরি হয়নি পিচ। নিয়ে আসা হয়েছে বিদেশ থেকে। সেই পিচেই খেলতে নামবেন বিরাট কোহলি, মহেন্দ্র সিংহ ধোনিরা। আইপিএলে প্রথম বার এই ঘটনা ঘটতে চলেছে।

হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালায় এই নতুন পিচ তৈরি করা হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের অধীনে থাকা এটিই প্রথম মাঠ যেখানে এই হাইব্রিড পিচ বসানো হয়েছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট সংস্থার এক আধিকারিক বলেন, ত্বহাইব্রিড পিচ পুরো তৈরি। সেখানেই আইপিএলের দু'টি ম্যাচ হবে। নেদারল্যান্ডসের 'সিস-গ্রাস' নামের একটি সংস্থা এই পিচ তৈরি করেছে। হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট সংস্থা জানিয়েছে, এই পিচে খেলতে ভালবাসবেন ক্রিকেটারেরা। কারণ, সেখানে ব্যাটারদের পাশাপাশি বোলাররাও সুবিধা পাবেন। ক্রিকেটারদের দক্ষতা বোঝা যাবে। আগামী দিনে আরও অনেক মাঠে এই পিচ বসানো হবে বলে দাবি করেছে হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট সংস্থা। ইতিমধ্যেই আমদাবাদ ও মুম্বই যোগাযোগ করেছে পিচ প্রস্তুতকারক সংস্থার সঙ্গে। তারাও এই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে চাইছে।

ধর্মশালায় দু'টি হোম ম্যাচ খেলবে পঞ্জাব কিংস। আগামী ৫ মে চেন্নাই সুপার কিংস ও ৯ মে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে খেলবে তারা। সেই দু'টি ম্যাচই হবে এই নতুন হাইব্রিড পিচে।

# চোট নয়, ছন্দে না থাকায় নিজ থেকেই খেলতে চাননি আরসিবি-র ম্যাক্সওয়েল

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** এবারের আইপিএলে নামীদামি ক্রিকেটারদের মধ্যে যাঁরা চরম ব্যর্থ, তাঁদের একজন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। অস্ট্রেলিয়ার এই তারকা অলরাউন্ডার রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে এ মৌসুমে ৬ ম্যাচে মাত্র ৫.৩৩ গড়ে করেছেন ২৮ রান। এর মধ্যে তিনটিতেই মেরেছেন ডাক। ৯৪.১২ স্ট্রাইক রেট তাঁর নামের সঙ্গে কোনোভাবেই যায় না।



একে তো বেঙ্গালুরুর ন্যূনতম প্রত্যাশাটুকুও পূরণ করতে পারছেন না, তার সঙ্গে দুঃসংবাদ হয়ে এসেছে চোট। ভারতের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম জানায়, গত বৃহস্পতিবার মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষে ফিল্ডিংয়ের সময় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে চোট পেয়েছেন ম্যাক্সওয়েল। এ কারণে নাকি গত রাতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে খেলতে পারেননি।

তবে খোদ ম্যাক্সওয়েলের দাবি, চোটের কারণে নয়, ছন্দে নেই বলে নিজ থেকেই বিশ্রাম চেয়ে নিয়েছেন। মানসিক ও শারীরিকভাবে চাঙা হয়ে উঠতেই টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে এ অনুরোধ জানান তিনি। টিম ম্যানেজমেন্ট সেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে তাঁকে গত রাতের ম্যাচে বিশ্রামে রেখেছিল।

হারের বৃত্তে বন্দী বেঙ্গালুরু কাল ঘরের মাঠ এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বিব্রতকর রেকর্ড গড়েছে। হায়দরাবাদের ব্যাটসম্যানরা বেঙ্গালুরু বোলারদের ওপর দিয়ে 'মহাপ্রলয়' বইয়ে তুলেছেন ২৮৭ রান, যা আইপিএল ইতিহাসের দলীয় সর্বোচ্চ। প্রথম ইনিংস শেষেই ম্যাচের ফল একরকম নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। শুধু দেখার ছিল বেঙ্গালুরুর হারের ব্যবধান। অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসির ২৮ বলে ৬২ আর উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান দিনেশ কার্তিকের ৩৫ বলে ৮৩ রানের সুবাদে দলটি শেষ পর্যন্ত ২৫ রানে হেরেছে।

এবার বেঞ্চে বসে বেঙ্গালুরুর হার দেখা ম্যাক্সওয়েল ম্যাচ শেষে বলেছেন, 'আগের ম্যাচ (মুম্বাইয়ের বিপক্ষে) শেষে ফাফ (ডু প্লেসি) ও কোচদের কাছে গিয়ে বলেছি, আমার মনে হচ্ছে সম্ভবত অন্য কাউকে সুযোগ দেওয়ার এটাই সময়। ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব সহজ ছিল। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আমি আগেও পড়েছি। যত বেশি খেলেছি, পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে গিয়েছে। তাই আমি অনুভব করেছি নিজেকে একটু মানসিক ও শারীরিকভাবে বিশ্রামে রাখা প্রয়োজন, যাতে আমার শরীর আবারও ঠিকঠাক সাড়া দেয়। আমি মনে করি অন্য কাউকে সুযোগ দেওয়ার এটা ভালো সময়। আশা করি সে তার সক্ষমতা দেখিয়ে দলে জায়গা পাকাপোক্ত করবে।'

ম্যাক্সওয়েলের ফর্ম,খরা আইপিএলেই শুরু হয়েছে। দারুণ ছন্দে থেকেই তিনি বেঙ্গালুরুতে যোগ দিয়েছিলেন। গত নভেম্বর থেকে আইপিএল শুরুর আগপর্যন্ত ১৭ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৪২.৪৬ গড়ে, ১৮৫.৮৫ স্ট্রাইক রেটে করেছিলেন ৫৫২ রান। এ সময়ে ছিল দুটি সেঞ্চুরিও। কিন্তু আইপিএল খেলতে এসে বাজে সময় পার করছেন। ৬ ম্যাচ খেলে দুই অঙ্ক ছুঁতে পেরেছেন মাত্র একবার। কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে ম্যাচটিতে ২৮ রান করলেও 'জীবন' পেয়েছেন দুবার। তাঁর বাকি পাঁচ ইনিংস এমন;০, ৩, ০, ১, ০।

হঠাৎ ছন্দ হারিয়ে ফেলা নিয়ে ম্যাক্সওয়েল বলেছেন, 'টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে কখনো কখনো এমনটা হতে পারে। এটা পরিবর্তনশীল একটা খেলা। প্রথম ম্যাচের কথাই যদি বলি, বল কিন্তু আমার ব্যাটের মাঝ বরাবর লেগেছিল। এরপরও বল কিপারের হাতে গেছে। রান করার সুযোগ আছে দেখে আমি একটু আগেই শট খেলে ফেলেছিলাম। সময় আমার পক্ষে থাকলে বল (কিপারের) গ্লাভসের অনেক দূর দিয়ে যেত। প্রথম বলেই আমি বাউন্ডারি পেয়ে যেতাম। টুর্নামেন্টের শুরুটাও ভালো হতো। কিন্তু সেটা হয়নি।'

তবে কাল চিন্নাস্বামীর পিচ দেখার পর ম্যাক্সওয়েলের মনে হয়েছে হায়দরাবাদের বিপক্ষে খেললে নাকি ভালোই করতেন। রসিকতা করে তিনি বলেছেন, 'পাওয়ারপ্লের সময় লক্ষ্য করলাম এই পিচ আগের ম্যাচগুলোর মতো অতটা মন্থর এবং অসম গতির নয়। বুঝতে পারলাম ম্যাচটা না খেলে ভুল করেছি। এমন পিচে ব্যাট করতে পারলে ভালোই হতো (হাসি...)।'

কাল বিদেশি কোটায় ম্যাক্সওয়েলের জায়গায় খেলেছেন লকি ফার্গুসন। তবে নিউজিল্যান্ডের এই ফাস্ট বোলারও ভালো করতে পারেননি। ২ উইকেট নিলেও ৪ ওভারে দিয়েছেন ৫২ রান।

৭ ম্যাচে মাত্র এক জয়ে ২ পয়েন্ট নিয়ে বর্তমানে তালিকার তলানিতে আছে বেঙ্গালুরু। প্লে,অফ পর্বে খেলতে হলে লিগ পর্বের বাকি ৭ ম্যাচেই জিততে হবে।

দলটির পরের ম্যাচ আগামী রোববার কলকাতার বিপক্ষে, ইডেন গার্ডেনে। সেই ম্যাচ দিয়েই ফিরবেন কি না, ম্যাক্সওয়েল তা নিশ্চিত করেননি। তবে দলের প্রয়োজনে যেকোনো সময় ফিরবেন বলে জানিয়েছেন, 'এই টুর্নামেন্টে যদি আমাকে আবার দরকার পড়ে, তাহলে আশা করি আরও শক্ত মানসিকতা ও শারীরিক অবস্থা নিয়ে ফিরতে পারব। আমি এখনো মাঠে প্রভাব ফেলতে পারি।'

# পেনাল্টি নিতে চেলসি খেলোয়াড়দের ধাক্কাধাক্কি, পচেত্তিনোর কড়া হুঁশিয়ারি

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে গত রাতটা চেলসির জন্য ছিল জাদুকরী। দুর্দান্ত কোল পালমারের 'পারফেক্ট' হ্যাটট্রিকসহ (ডান পায়ে, বাঁ পায়ে এবং হেড দিয়ে তিন গোল করলে সেটাকে পারফেক্ট হ্যাটট্রিক বলা হয়) চার গোল। সব মিলিয়ে অনেক দিন মনে রাখার মতো ৬-০ গোলের এক জয়।

দলের এমন নিখুঁত পারফরম্যান্সের পর যেকোনো কোচের তৃপ্তির ঢেকুর তোলার কথা। কিন্তু এভারটনের বিপক্ষে বড় জয়ের সন্তুষ্টি থাকলেও পুরোপুরি স্বস্তিতে থাকতে পারছেন না চেলসি কোচ মরিসিও পচেত্তিনো। বলা যায়, ম্যাচের একটি ঘটনা স্বস্তিতে থাকতে দিচ্ছে না পচেত্তিনোকে।



কী সেই ঘটনা?

প্রথমার্ধে ৪,০ গোলে এগিয়ে থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে চেলসির সামনে গোল করার সুযোগ আসে ৬৪ মিনিটে। বক্সের ভেতর পালমার ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় চেলসি। রেফারি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেওয়ার পর বল ছিল মালো গুস্তোর হাতে। তাঁর কাছ থেকে সেটি নিতে ছুটে যান ননি মাদুয়েকে এবং নিকোলাস জ্যাকসন। তবে থাবা দিয়ে বলটি কেড়ে নেন মাদুয়েকে। এরপর কিছু সময় ধরে মাদুয়েকে ও জ্যাকসনের মধ্যে চলে বিতণ্ডা। একটু পর দুজনের বিবাদ মেটাতে আসেন ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার থিয়াগো সিলভা।

অভিজ্ঞ সিলভা কোনো রকমে বুঝিয়ে,সুঝিয়ে সরিয়ে নেন মাদুয়েকেকে। বল তখন জ্যাকসনের হাতেই ছিল। এরপর মাদুয়েকের কাছ থেকে বল নিতে এগিয়ে আসেন পালমার ও অধিনায়ক কনর গ্যালাগার। কথা,কাটাকাটির মধ্যে গালাগার বল নিয়ে দেন পালমারের হাতে। এরপর পালমালের কাছ থেকে বল নিতে আবার দৌড়ে আসেন জ্যাকসন।

এ সময় জ্যাকসনকে হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন পালমার। পেনাল্টি নেওয়ার জন্য পালমার বল স্পটে বসানোর সময় গ্যালাগার একরকম জোর করে সরিয়ে দেন জ্যাকসন ও মাদুয়েকেকে। পরে পেনাল্টি থেকে নিজের চতুর্থ ও দলের পঞ্চম গোলটি করেন পালমার।

ম্যাচের পর দলের খেলোয়াড়দের এমন আচরণ নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন কোচ পচেত্তিনো। পালমারেরই পেনাল্টি নেওয়া কথা ছিল বলে জানান আর্জেন্টাইন এ কোচ। পাশাপাশি এ ধরনের শিশুসুলভ আচরণ সহ্য করা হবে না জানিয়ে তিনি বলেছেন, 'এ ধরনের আচরণ আমি মানতে পারছি না। আমি ওদের বলেছি, শেষবারের মতো তোমাদের শিশুসুলভ আচরণ সহ্য করেছি। এমন পারফরম্যান্সের পর এ ধরনের আচরণ করা অসম্ভব ব্যাপার। আমরা যদি সেরা দল হতে চাই, তাহলে আমাদের এসব (নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল) থামাতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে চিন্তা করতে হবে। ওরা সবাই এ পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। পরেরবার এমনটা করলে সবাইকে বাদ দেব। এটা ঠাট্টার বিষয় না।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

**নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড**-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
**RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**